পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 337 Thursday, 12 November 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ৩৩৭ সংখ্যা ✱ ২৫ কার্তিক ১৪৩৪, বৃহস্পতিবার, ১২ নভেম্বর, ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

শুনশান মমতার কালীঘাটের বাড়ি!

‘নতুন দিদি’ চন্দ্রিমার কাছে ভাইফোঁটা নিলেন অরূপ-ববি, হাজির বাবুনও



নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১১ নভেম্বর ঃ রাজ্যে পালাবদলের পর প্রথম ভাইফোঁটা। আর সেই দিনেই বদলে গেল চেনা ছবি! যে কালীঘাটের বাড়িতে প্রতি বছর ভাইফোঁটায় নেতা-মন্ত্রীদের ভিড় উপচে পড়ত, এবার সেখানে কার্যত শুনশান পরিবেশ। উল্টে বাইপাসের ধারে মেট্রোপলিটনের তৃণমূল ভবনে দেখা গেল চেনা রাজনৈতিক মুখেদের ভিড়। ‘নতুন দিদি’ চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের কাছে ফোঁটা নিলেন অরূপ বিশ্বাস, ফিরহাদ হাকিম, মদন মিত্রদের পাশাপাশি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাই বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায়ও। আর তা ঘিরেই রাজ্য রাজনীতিতে শুরু হয়েছে নতুন জল্পনা। গত কয়েক বছর ধরে ভাইফোঁটার দিন কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি ছিল রাজ্য রাজনীতির অন্যতম আকর্ষণ। কিন্তু এবার ছবিটা সম্পূর্ণ আলাদা। সকাল থেকে হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে দেখা যায়নি নেতা-মন্ত্রীদের আনাগোনা। ছিল না লালবাতি গাড়ির ভিড়ও। যাঁরা প্রতি বছর দিদির কাছ থেকে ভাইফোঁটা নিতে যেতেন, তাঁদের অনেকেই এবার হাজির হলেন অন্য ঠিকানায়।

গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে বাইপাসের ধারে মেট্রোপলিটনের তৃণমূল ভবনে আয়োজন করা হয়েছিল ভাইফোঁটার অনুষ্ঠান। সেখানে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের কাছ থেকে ফোঁটা নেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, অরূপ বিশ্বাস, ফিরহাদ হাকিম, মদন মিত্র, শান্তনু সেন-সহ একাধিক নেতা। তবে অনুষ্ঠানের সবচেয়ে বড় চমক ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের ভাই বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায়। ঋতব্রত, ফিরহাদ ও অরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে একই সারিতে বসে চন্দ্রিমার কাছ থেকে ভাইফোঁটা নেন তিনি। আর এতেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, তাহলে কি বাবুনের রাজনৈতিক ঠিকানা বদলের সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে? ঘটনার সূত্র আরও গভীর হয়েছে মঙ্গলবার সন্ধ্যার একটি ঘটনাকে ঘিরে। সেদিন কালীপুজো উপলক্ষে বাবুনের ক্লাবে হাজির হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেখানে মায়ের আরতিও করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন বাবুন। পরে শুভেন্দুর উদ্দেশে তিনি বলেন, দাদা তুমি এগিয়ে চলো, আমরা তোমার সঙ্গে আছি। তাঁর এই মন্তব্য ঘিরেও রাজনৈতিক মহলে জল্পনা তৈরি হয়েছিল। এদিন ভাইফোঁটার অনুষ্ঠান নিয়ে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, আগে যাঁরা ফোঁটা নিতে যেতেন, তাঁদের কাছ থেকেই তিনি শুনেছেন, সেখানে বেছে বেছে ফোঁটা দেওয়া হত। কিন্তু তাঁদের আয়োজনে কোনও বাছবিচার ছিল না। সবাই এসেছেন, ফোঁটা নিয়েছেন। অন্যদিকে, বাবুনের এই অবস্থান নিয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন মমতাপন্থী নেতা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, দিদি বাবুন ও কার্তিকদের মায়ের মতো মানুষ করেছেন। আজ তাঁরা যদি আলাদা কথা বলেন, তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সব মিলিয়ে, ভাইফোঁটার দিন কালীঘাটের শুনশান ছবি এবং মেট্রোপলিটনের তৃণমূল ভবনে বাবুনের উপস্থিতি নতুন করে রাজনৈতিক সমীকরণ নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। এবার কি সত্যিই নতুন রাজনৈতিক শিবিরের দিকে পা বাড়াচ্ছেন বাবুন? উত্তর খুঁজছে বঙ্গ রাজনীতি।

‘শুধু প্যান বা ভোটার কার্ড থাকলেই নাগরিকত্ব প্রমাণ হয় না’

গুয়াহাটি , ৭ নভেম্বর ঃ আধার কার্ড নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়, পাসপোর্ট থাকলেও নাগরিকত্ব নিয়ে চূড়ান্ত নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না। এবার প্যান কার্ড ও ভোটার কার্ড নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ করল গুয়াহাটি হাই কোর্ট। আদালতের স্পষ্ট বক্তব্য, শুধুমাত্র প্যান বা ভোটার কার্ড থাকলেই কাউকে ভারতীয় নাগরিক বলে প্রমাণ করা যায় না। নাগরিকত্বের দাবি প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রয়োজন উপযুক্ত সরকারি নথি এবং সরকারি রেকর্ডের সঙ্গে তার যোগসূত্র। ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রমাণের ক্ষেত্রে কোন কোন নথি গ্রহণযোগ্য, তা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ রায় দিল গুয়াহাটি হাই কোর্ট। বিচারপতি কল্যাণ রায় সুরানা এবং বিচারপতি সুস্মিতা ফুকন খাউন্ডের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দিয়েছে, প্যান কার্ড কিংবা ভোটার পরিচয়পত্র এককভাবে নাগরিকত্বের প্রমাণ হতে পারে না। এই ধরনের নথি মূলত আবেদনকারীর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি হয়। তাই সেগুলিকে নাগরিকত্বের চূড়ান্ত প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। আদালতের পর্যবেক্ষণ, নাগরিকত্বের দাবি জানালে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে শুধু পরিচয়পত্র জমা দিলেই হবে না। সেই নথির সঙ্গে সরকারি রেকর্ডের যোগসূত্রও প্রমাণ করতে হবে। অর্থা, উপযুক্ত সরকারি নথি এবং প্রয়োজনীয় তথ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা জরুরি। এই মামলার আবেদনকারী কুলচান বেগমকে আগেই বিদেশি ঘোষণা করেছিল ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল। সেই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে গুয়াহাটি হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি। কুলচান বেগমের দাবি ছিল, ১৯৭৭ সালের ২৫ এপ্রিল অসমে তাঁর জন্ম। তাঁর দাদু ভারতীয় নাগরিক ছিলেন। বাবাও ভারতীয় নাগরিক। এমনকী তাঁর বাবা লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন এবং তিনি নিজেও নির্বাচিত কাউন্সিলর ছিলেন বলে দাবি করেন আবেদনকারী। নিজের নাগরিকত্বের দাবির স্বপক্ষে আদালতে একাধিক নথি জমা দেন তিনি। তার মধ্যে ছিল ১৯৬৬ ও ১৯৭০ সালের ভোটার তালিকা, যেখানে তাঁর দাদুর নাম রয়েছে বলে দাবি করা হয়। পাশাপাশি বাবার প্যান কার্ড, ভোটার পরিচয়পত্র, নিজের রেশন কার্ড, ভোটার কার্ড এবং এনআরসি আবেদনের রসিদও জমা দিয়েছিলেন তিনি।

কলকাতায় প্রবাসী ভারতীয় সম্মেলনকে দেশের সেরা করে তোলার চ্যালেঞ্জ

‘মোদীর মন্ত্র কথা কম, কাজ বেশি’ঃ শুভেন্দু



নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা,১ নভেম্বরঃ প্রথমবার বাংলার মাটিতে বসতে চলেছে প্রবাসী ভারতীয় সম্মেলনের আসর। আগামী জানুয়ারি মাসে কলকাতার নিউটাউনে অনুষ্ঠিত হবে ১৯তম প্রবাসী ভারতীয় সম্মেলন। সেই উপলক্ষে অনুষ্ঠানের পোর্টাল উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। একই সঙ্গে কলকাতার এই সম্মেলনকে দেশের মধ্যে সেরার সেরা করে তোলার চ্যালেঞ্জও নিলেন তিনি। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, ‘মোদী মন্ত্র কথা কম, কাজ বেশি। আমরা তা করে দেখাতে চাই।’ বাংলার জন্য এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে চলেছে। প্রথমবারের জন্য পশ্চিমবঙ্গে আয়োজিত হতে চলেছে প্রবাসী ভারতীয় সম্মেলন। আগামী জানুয়ারি মাসে কলকাতার নিউটাউনে বসবে ১৯তম এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আসর। এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বাংলা-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয়রাও কলকাতায় আসবেন। তাঁদের সামনে বাংলার সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ইতিহাস এবং পর্যটনের সম্ভাবনাকে তুলে ধরাই অন্যতম লক্ষ্য। বুধবার ঝটিকা সফরে দিল্লি যান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেখান থেকেই প্রবাসী ভারতীয় সম্মেলনের পোর্টালের উদ্বোধন করেন তিনি। অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি এবং আয়োজন নিয়ে আশাবাদী মুখ্যমন্ত্রী। পোর্টাল উদ্বোধনের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, কলকাতায় আয়োজিত এই সম্মেলনকে এমন উচ্চতায় নিয়ে যেতে চান, যাতে অংশগ্রহণকারীরা ফিরে গিয়ে এই শহরের অভিজ্ঞতাকেই সেরা বলে মনে করেন। শুভেন্দুর কথায়, মোদিজির মন্ত্র কথা কম, কাজ বেশি। আমরা তা করে দেখাতে চাই। তাঁর দাবি, সম্মেলনে যোগ দিতে আসা অতিথিরা কলকাতা ঘুরে যাওয়ার পর যদি বলেন, অন্য সব জায়গার তুলনায় কলকাতার অভিজ্ঞতা তাঁদের কাছে সেরা, তাহলেই এই আয়োজন সফল হবে। বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের বাংলায় আসার আমন্ত্রণও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁদের সামনে কলকাতার ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব তুলে ধরতে চান তিনি। শুভেন্দু বলেন, বাংলায় আসুন। দক্ষিণেশ্বর থেকে কালীঘাট ঘুরুন। কলকাতা স্বামী বিবেকানন্দের জন্মভূমি। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, বাংলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ভাণ্ডার অত্যন্ত সমৃদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো মনীষীদের সঙ্গে এই রাজ্যের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্মীয় ঐতিহ্য এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এমন মেলবন্ধন বাংলাকে অন্যদের থেকে আলাদা পরিচিতি দিয়েছে। সেই সমস্ত দিকই প্রবাসী ভারতীয়দের সামনে তুলে ধরতে চায় রাজ্য সরকার। বাংলায় এতদিন কেন এই ধরনের আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন হয়নি, সেই প্রশ্নেও আগের সরকারগুলিকে নিশানা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, দীর্ঘ ৪৯ বছর ধরে বাংলায় কেন্দ্র ও রাজ্যে একই সরকার ছিল না। এর ফলে এই ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ বা আগ্রহ দেখা যায়নি বলে দাবি তাঁর। শুভেন্দুর কথায়, গণতন্ত্রে কেন্দ্র ও রাজ্যে একই সরকার থাকতে হবে, এমন কোনও মানে নেই। তবে আগে আমাদের সব ছিল। শুধু ভিশন ছিল না। অতীতের রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রসঙ্গ তুলে তিনি আরও দাবি করেন, আগে কোনও অনুষ্ঠান আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়া হলে তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সদিচ্ছার অভাব ছিল। তাঁর মতে, শুধুমাত্র পরিকাঠামো থাকলেই হয় না, কোনও বড় আয়োজন সফল করতে প্রয়োজন সঠিক পরিকল্পনা, উদ্যোগ এবং বাস্তবায়নের ক্ষমতা। কলকাতায় এই সম্মেলন আয়োজনের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর বক্তব্য, কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় বাংলায় এমন একটি আন্তর্জাতিক মাপের অনুষ্ঠান আয়োজনের সুযোগ তৈরি হয়েছে। তিনি জানান, এর আগেও রাজ্যে যোগ দিবসের আয়োজন করা হয়েছে এবং সেখানে বিপুল সংখ্যক মানুষ অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই প্রবাসী ভারতীয় সম্মেলনকেও সফল করে তোলার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, বাংলার হাতে রয়েছে পর্যাপ্ত সাংস্কৃতিক সম্পদ, ঐতিহাসিক ঐতিহ্য এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। সেগুলিকে যথাযথভাবে তুলে ধরতে পারলে আন্তর্জাতিক স্তরে বাংলার ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল হবেী প্রবাসী ভারতীয় সম্মেলন শুধু একটি সরকারি অনুষ্ঠান নয়, বরং আন্তর্জাতিক মঞ্চে বাংলাকে তুলে ধরার বড় সুযোগ বলেই মনে করছে রাজ্য সরকার। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা অতিথিদের সামনে কলকাতার আতিথেয়তা, পর্যটন, ঐতিহাসিক স্থান এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য তুলে ধরার পরিকল্পনা রয়েছে। বিশেষ করে দক্ষিণেশ্বর, কালীঘাটের মতো ধর্মীয় স্থান থেকে শুরু করে স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিবিজড়িত কলকাতার বিভিন্ন জায়গা অতিথিদের কাছে আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে। পাশাপাশি বাংলার সাহিত্য, শিল্প, সংগীত এবং মনীষীদের অবদানও তুলে ধরার সুযোগ থাকবে এই সম্মেলনে। এখন নজর জানুয়ারি মাসের দিকে। প্রথমবারের জন্য বাংলায় আয়োজিত হতে চলা ১৯তম প্রবাসী ভারতীয় সম্মেলন কতটা সফল হয়, সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহল। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ইতিমধ্যেই কলকাতাকে দেশের সেরা সম্মেলনস্থল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চ্যালেঞ্জ নিয়েছেন। এবার সেই চ্যালেঞ্জ বাস্তবে কতটা পূরণ হয়, তার উত্তর দেবে আগামী দিনের আয়োজন।

কলকাতা বিমানবন্দরে হাইজ্যাক আতঙ্ক!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১১ নভেম্বর ঃ ভাইফোঁটার সকালে কলকাতা বিমানবন্দরে হঠাই ছড়িয়ে পড়ল হাইজ্যাক আতঙ্ক। মুম্বইগামী এয়ার ইন্ডিয়ার একটি বিমানে হাইজ্যাকের হুমকি ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় বিমানবঃদর চত্বরে। উড়ানের ঠিক আগে পাইলটের কাছে আসে হাইজ্যাক সংক্রান্ত সতর্কবার্তা। এরপরই তড়িঘড়ি বিমানটিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় আইসোলেশন বে-তে। নিরাপত্তার স্বার্থে বিমান থেকে নামিয়ে আনা হয় ৯২ জন যাত্রীকে। শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। ঘটনাকে কেঃদ্র করে স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে যাত্রীদের মধ্যে। আচমকা বিমান থেকে নেমে নিরাপদ জায়গায় যেতে বলা হলে অনেকেই প্রথমে বিষয়টি বুঝতে পারেননি। পরে হাইজ্যাক অ্যালার্টের খবর সামনে আসতেই উদ্বেগ আরও বাড়ে। জানা গিয়েছে, এদিন সকালে কলকাতা বিমানবঃদর থেকে মুম্বইয়ের উদ্দেশে রওনা দেওয়ার কথা ছিল এয়ার ইন্ডিয়ার ওই বিমানটির। বিমানে ছিলেন মোট ৯২ জন যাত্রী। যাত্রীরা নিজেদের আসনে বসে পড়েছিলেন। বিমান ওড়ানোর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন পাইলটও। সবকিছু স্বাভাবিকভাবেই চলছিল। ঠিক সেই সময় এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল (এটিসি)-এর তরফে পাইলটের কাছে আসে একটি বিশেষ সতর্কবার্তা। সেই বার্তায় জানানো হয়, সংশ্লিষ্ট বিমানে হাইজ্যাকের আশঙ্কা রয়েছে। খবর পেয়েই সতর্ক হয়ে যান পাইলট এবং বিমানবঃদরের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা আধিকারিকরা। কোনওরকম ঝুঁকি না নিয়ে অবিলম্বে উড়ান স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, বিমানের শৌচাগারের আয়নায় হাইজ্যাক সংক্রান্ত কিছু লেখা নজরে আসে। পাশাপাশি বিমানের ভিতরে একটি চিরকুটও পাওয়া গিয়েছে বলে খবর। ওই লেখা এবং চিরকুটের বিষয়বস্তু ঘিরেই তৈরি হয়েছে সন্দেহ। যদিও কে বা কারা এই হুমকি দিয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। এরপরই নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমস্ত নিয়ম মেনে বিমানটিকে মূল রানওয়ে বা পার্কিং এলাকা থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় আইসোলেশন বে-তে। বিমান থেকে নামিয়ে আনা হয় সমস্ত যাত্রীকে। তাঁদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর শুরু হয় তল্লাশি। বিমানটির ভিতরে কোনও বিস্ফোরক বা সন্দেহজনক বস্তু রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি কীভাবে বিমানের ভিতরে ওই হুমকির চিরকুট পৌঁছল, তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। বিমানবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে কোনও ফাঁক ছিল কি না, সেটিও তদন্তের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এখনও পর্যন্ত হুমকির সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত কোনও তথ্য সামনে আসেনি। এটি আদৌ কোনও নাশকতার পরিকল্পনা, নাকি কাউকে আতঙ্কিত করার উদ্দেশ্যে করা নিছক দুষ্টুমি, তা খতিয়ে দেখছেন সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা। ঘটনার জেরে কলকাতা বিমানবন্দরে সাময়িকভাবে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়। যাত্রীদের নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে গোটা পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি পাওয়া যায়নি। তদন্তের পরেই হাইজ্যাক অ্যালার্টের প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে।

বঙ্গোপসাগরে ফের ঘূর্ণিঝড়ের চোখরাঙানি! তছনছ হবে বাংলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১১ নভেম্বর ঃ ‘অর্ণব’ ‘মুরাদ’-র পর এবার কি বঙ্গোপসাগরে জন্ম নিতে চলেছে আরও এক ঘূর্ণিঝড়? নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে নতুন করে ঘূর্ণিঝড় তৈরির সম্ভাবনা ঘিরে বাড়ছে জল্পনা। আবহাওয়াবিদদের একাংশের আশঙ্কা, বঙ্গোপসাগরে তৈরি হতে পারে একটি শক্তিশালী নিম্নচাপ, যা পরবর্তী সময়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে। এমনকী অনুকূল পরিবেশ পেলে সেটি ঘূর্ণিঝড়ের রূপও নিতে পারে। সম্ভাব্য এই ঘূর্ণিঝড়ের নাম হতে পারে ‘আকভান’ তবে এই মুহূর্তে ঘূর্ণিঝড় তৈরি হওয়া বা তার সম্ভাব্য গতিপথ সম্পর্কে নিশ্চিত কোনও পূর্বাভাস নেই। বাংলার উপর এর প্রভাব কতটা পড়বে, তা নিয়েও এখনও স্পষ্ট করে কিছু জানায়নি আবহাওয়া দপ্তর। অন্যদিকে, বর্তমানে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলাদেশ সংলগ্ন এলাকায় একটি ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করছে। তার প্রভাবেই রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, বুধবার ও বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে একদিকে ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কা, অন্যদিকে অসময়ের বৃষ্টি-দুইয়ের জেরে আবহাওয়ার পরিবর্তন নিয়ে চিন্তায় রাজ্যবাসী। ভাইফোঁটার সকালেও মেঘলা আকাশ, বাড়বে বৃষ্টি? মঙ্গলবার কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বৃষ্টিতে ভিজেছে রাস্তা-ঘাট। বুধবার, অর্থাৎ ভাইফোঁটার সকালেও আকাশের মুখ ভার।



কোথাও মেঘলা আকাশ, কোথাও আবার হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি। সকাল থেকেই বাতাসে রয়েছে আর্দ্রতার পরিমাণ বেশি। আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, বুধবার বিকেলের দিকে বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা বাড়তে পারে। এদিন বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ সর্বোচ্চ ৯৬ শতাংশের আশপাশে থাকতে পারে। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২২.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বুধবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থা তাপমাত্রার পারদ সামান্য নিম্নমুখী।কোন কোন জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস? আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, বুধবার ও বৃহস্পতিবার উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া এবং হুগলি জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টি হতে পারে। শুধু দক্ষিণবঙ্গ নয়, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতেও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে আগামী দু'দিন রাজ্যের একাধিক এলাকায় আকাশ মেঘলা থাকার পাশাপাশি বৃষ্টির পরিস্থিতি বজায় থাকতে পারে। নভেম্বর মাস পড়তেই ভোর ও রাতের দিকে হালকা শীতের আমেজ অনুভূত হচ্ছে। বিশেষ করে পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা কিছুটা নেমেছে। ভোরের হিমেল হাওয়া এবং রাতের শিরশিরানি জানান দিচ্ছে, শীতের আগমন আর খুব বেশি দূরে নয়। কিন্তু তার মধ্যেই বারবার ঘূর্ণাবর্ত ও বৃষ্টির পূর্বাভাসে কিছুটা হলেও হতাশ বাংলার মানুষ। অনেকেই এখন অপেক্ষা করছেন ঝলমলে রোদ আর জমিয়ে শীত উপভোগ করার জন্য। কিন্তু বঙ্গোপসাগরে সম্ভাব্য নতুন ঘূর্ণিঝড়ের খবর সেই আশায় কিছুটা জল ঢালছে। যদিও ‘ আদৌ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে কি না, কিংবা তার প্রভাব বাংলার উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে পড়বে কি না, তা এখনই বলা সম্ভব নয়। আপাতত আবহাওয়ার পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন আবহাওয়াবিদরা। পরবর্তী কয়েক দিনের পূর্বাভাসের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে রাজ্যবাসী।

বামেদের বুক স্টল মামলা খারিজ কলকাতা হাই কোর্টে



নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১১ নভেম্বর ঃ দুর্গাপুজোয় বামেদের তৈরি অস্থায়ী বুক স্টল ভাঙা নিয়ে ক্ষতিপূরণের দাবি খারিজ করে দিল কলকাতা হাই কোর্ট। প্রশাসনের অনুমতি ছাড়াই স্টল তৈরি করা হয়েছিল বলে জানায় রাজ্য। সেই বক্তব্যে সহমত প্রকাশ করে আদালত জানাল, অনুমতি না থাকলে নির্মাণের অধিকারই তৈরি হয় না। প্রশাসনের নীরবতাকে কখনও সম্মতি বলে ধরে নেওয়া যায় না। দুর্গাপুজোর সময় অস্থায়ী বইয়ের স্টল ভেঙে দেওয়ার অভিযোগে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল অ্যাসোসিয়েশন ফর প্রোটেকশন অফ ডেমোক্রেটিক রাইটস (এপিডিআর)। স্টল ভাঙার ঘটনায় নিরপেক্ষ তদন্তের পাশাপাশি ক্ষতিপূরণের দাবিও জানিয়েছিল সংগঠনটি। কিন্তু সেই মামলা খারিজ করে দিল হাই কোর্ট। বিচারপতি রিশাদ মেডোরার অবকাশকালীন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, কোনও নির্মাণের অনুমতি না থাকলে সেই নির্মাণ ভাঙার ঘটনায় ক্ষতিপূরণ দাবি করার অধিকারও তৈরি হয় না। আদালতের পর্যবেক্ষণে স্পষ্ট, কোনও প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের কাছে অনুমতির আবেদন করে উত্তর না পেলেই সেই অনুমতি পাওয়া গিয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায় না। প্রশাসনের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া না আসাকে সম্মতি হিসেবে ব্যাখ্যা করার সুযোগ নেই। শুধুমাত্র অনুমতির আবেদন করা হয়েছে বলে কোনও নির্মাণকাজ শুরু করার অধিকার জন্মায় না। বিচারপতির মতে, এই ঘটনায় আবেদনকারীর এমন কোনও মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না, যার ভিত্তিতে হাই কোর্টের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। ফলে ক্ষতিপূরণ বা তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার দাবিও গ্রহণযোগ্য নয় বলে মনে করেছে আদালত। কী ঘটেছিল? জানা গিয়েছে, দুর্গাপুজোর সময় অস্থায়ী বুক স্টল তৈরির জন্য প্রশাসনের কাছে অনুমতি চেয়ে আবেদন করেছিল এপিডিআর। কিন্তু সেই আবেদনের কোনও উত্তর না আসায় সংগঠনটি অনুমতি মিলেছে বলে ধরে নেয় এবং স্টল তৈরি করে। অভিযোগ, গত ১৯ অক্টোবর সেই অস্থায়ী বইয়ের স্টল ভেঙে দেওয়া হয়। এরপর ২১ অক্টোবর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগ জানায় সংগঠনটি।

টালা পাইপলাইনে ফাটল,আরও ২ দিন ভোগান্তি উত্তর-মধ্য কলকাতায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১১ নভেম্বর ঃ টালা ট্যাঙ্কের পাইপলাইনে ফাটলের জেরে জলসংকট অব্যাহত উত্তর ও মধ্য কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকায়। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে বিকল্প পাইপলাইন বসানোর কাজ শুরু করেছে কলকাতা পুরসভা। কিন্তু পুরসভার ইঞ্জিনিয়ারদের অনুমান, শুক্রবার বিকেলের আগে স্বাভাবিক হবে না জল সরবরাহ। বুধবার রাতভর কাজ চলার পর বৃহস্পতিবারও চলবে মেরামতির কাজ। এদিকে জল না পেয়ে ক্ষোভ বাড়ছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। সোমবার টালা ট্যাঙ্কের জল সরবরাহের প্রধান পাইপলাইনে ফাটল ধরা পড়ে। এর জেরে উত্তর ও মধ্য কলকাতার একাধিক এলাকায় জল সরবরাহ কার্যত বিপর্যস্ত। সোমবার সম্পূর্ণ জল বন্ধ থাকার পর মঙ্গলবার কিছু এলাকায় জল মিললেও বুধবার সকাল ৯টা থেকে পলতা থেকে আসা পাইপলাইনে জল সরবরাহ বন্ধ রাখা হয়েছে। ফলে নতুন করে জলকষ্টের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে বিকল্প ব্যবস্থা নিয়েছে কলকাতা পুরসভা। টালা ব্রিজের নীচে ক্ষতিগ্রস্ত প্রধান পাইপলাইনের পরিবর্তে অন্য পথে জল সরবরাহের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

পুরসভার জল সরবরাহ দপ্তর সূত্রে খবর, টালা সেতু ও মন্মথ গাঙ্গুলি স্ট্রিটের মধ্যবর্তী ঘটনাস্থল থেকে প্রায় ৫০০ মিটার দূরে ১২০০ মিলিমিটার ব্যাসের একটি পাইপলাইনকে ঘুরপথে ১৮০০ মিলিমিটার পাইপলাইনের সঙ্গে যুক্ত করার কাজ চলছে। তবে ঘটনাস্থল জলমগ্ন থাকায় মূল পাইপলাইনের ফাটল কতটা বিস্তৃত, তা চিহ্নিত করতে সমস্যা হচ্ছে। বিকল্প পাইপলাইনের কাজ শেষ হওয়ার পর মূল পাইপলাইনের ক্ষতিগ্রস্ত অংশ মেরামতির কাজ শুরু হবে। ফলে পুরো পরিষেবা স্বাভাবিক হতে আরও সময় লাগবে। পুরসভার বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, বেলগাছিয়া, বাগবাজার, তারাশঙ্কর সরণি-সহ সংলগ্ন এলাকায় জল সরবরাহ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। বুধবার রাতভর বিকল্প পাইপলাইনের কাজ চলবে। বৃহস্পতিবারও চলবে মেরামতির কাজ। পুরসভ

ডিগারুতে ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনা, লাইনচ্যুত কলকাতা-সাইরং এক্সপ্রেস

হাফলং (অসম), ১১ নভেম্বরঃ বুধবার সকালে গুয়াহাটি-লামডিং রেল সেকশনে ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনার খবর ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ডিগারু রেলস্টেশনের কাছে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে কলকাতা-সাইরং এক্সপ্রেস। প্রাথমিক খবর অনুযায়ী, দুর্ঘটনায় ট্রেনটির ইঞ্জিন-সহ একাধিক কামরা রেললাইন থেকে ছিটকে পড়ে। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন বেশ কয়েক জন রেলযাত্রী বলে প্রাথমিক সূত্রে জানা গিয়েছে।সকালে ট্রেনটি নির্ধারিত পথে চলার সময় ডিগারু এলাকায় আচমকাই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে ট্রেনের একাধিক কামরা লাইনচ্যুত হয়ে পড়ায় যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। দুর্ঘটনার অভিঘাতে ট্রেনের কামরাগুলি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে খবর।দুর্ঘটনার পরপরই উদ্ধার ও ত্রাণকার্য শুরু করার উদ্যোগ নেওয়া হয় বলে জানা গিয়েছে। আহত যাত্রীদের উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করার প্রক্রিয়া চলছে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে রেল কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের তরফে পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।এই দুর্ঘটনার জেরে গুয়াহাটি-লামডিং রেলপথে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রেনের যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, আহতদের চিকিসা এবং লাইন থেকে ক্ষতিগ্রস্ত কামরাগুলি সরিয়ে রেল চলাচল স্বাভাবিক করাই এখন রেল কর্তৃপক্ষের কাছে প্রধান চ্যালেঞ্জ।তবে কী কারণে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। রেললাইনের ত্রুটি, যান্ত্রিক গোলযোগ নাকি অন্য কোনও কারণে দুর্ঘটনা-তা তদন্তের পরই জানা সম্ভব হবে। দুর্ঘটনায় হতাহতদের প্রকৃত সংখ্যা এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিয়েও রেল কর্তৃপক্ষের আনুষ্ঠানিক বিবৃতির অপেক্ষা রয়েছে।

পিতলের শহরে মহাসমারোহে পালিত হলো ভাই-বোনের অটুট বন্ধনের উৎসব ভাইফোঁটা



মোরাদাবাদ, ১১ নভেম্বর ঃ ভাই-বোনের অটুট বন্ধনের প্রতীক উৎসব ভাইফোঁটা বুধবার উত্তর প্রদেশের পিতলের শহর মোরাদাবাদে ঐতিহ্যবাহী ভক্তি ও উৎসাহের সঙ্গে উদযাপিত হয়েছে। এটিকে পাঁচ দিনব্যাপী দীপাবলি উৎসবের শেষ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎসব হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ভাইফোঁটা কার্তিক মাসের (যা যম দ্বিতীয়া নামেও পরিচিত) শুক্লপক্ষের দ্বিতীয় দিনে পালিত হয়। এই সময়ে, বাজারে মিষ্টি ও উপহারের দোকানগুলোতে ব্যস্ততা ছিল।বুধবার ভোর থেকেই মোরাদাবাদের বাড়িগুলো উৎসবের আমেজে ভরে উঠেছিল। ভাইয়েরা তাদের বোনদের বাড়িতে যেতে শুরু করেন। বোনেরা পূজার থালি সাজিয়ে শুভক্ষণে ভাইদের কপালে সিঁদুর, চন্দনের তিলক ও চালের দানা পরিয়ে দেন, হাতে পৈতা বেঁধে দেন এবং তাদের দীর্ঘ জীবন, সুখ, সমৃদ্ধি, সুস্বাস্থ্য ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেন। তিলক পরানোর পর বোনেরা ভাইদের গোলা, মিষ্টি, ফল ও উপহার দেন। এরপর ভাইয়েরা আশীর্বাদ লাভের জন্য বোনদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন। সব ভাইয়েরা বোনদের তৈরি করা সুস্বাদু খাবার খান।এই শুভ উপলক্ষে কিছু বোন ভাইফোঁটা সম্পর্কিত পৌরাণিক কাহিনীও বর্ণনা করেন এবং সূর্যদেবতার কাছে প্রার্থনা করেন। জ্যোতিষী পণ্ডিত সুরেন্দ্র আচার্য ব্যাখ্যা করেন যে, এমন বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে এই দিনে বোনের বাড়িতে গিয়ে খাবার খেলে এবং তিলক গ্রহণ করলে ভাই অকালমৃত্যুর ভয় থেকে রক্ষা পান। এই বিশ্বাস নিয়েই ভাইয়েরা বোনদের বাড়িতে তিলক পরাতে যান এবং তাদের রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে উপহার দেন। পৌরাণিক বিশ্বাস অনুসারে, এই উসবটি যমরাজ ও তাঁর বোন যমুনার মধ্যকার স্নেহের প্রতীক এবং এটি ভাই-বোনের পবিত্র সম্পর্কের গুরুত্ব তুলে ধরে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

দিল্লির ৩৬টি বায়ুমান পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে পিএম ২.৫-এর তথ্য নেই, ' হাওয়ার হিসাব' চাইলেন খাড়্গে

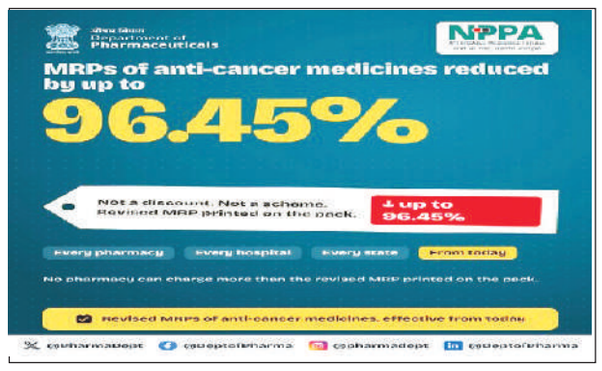


নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর ঃ দিল্লিতে বায়ুদূষণের মাত্রা বৃদ্ধি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে রাজধানীর ৫৯টি বায়ুমান পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের মধ্যে ৩৬টিতে পিএম ২.৫-এর তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না বলে দাবি করলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে। দূষণ মোকাবিলায় সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তাঁর কটাক্ষ, দেশকে ' হাওয়ার হিসাব' কবে দেবে সরকার? তাঁর অভিযোগ, বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপের বদলে সরকার প্রচার এবং দোষারোপের রাজনীতিতেই ব্যস্ত।সমাজমাধ্যম এক্সে একটি পোস্টে খাড়্গে দাবি করেন, গত বছর বায়ুমান পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রগুলির আশপাশে জলের ট্যাঙ্কার দিয়ে জল ছড়ানো হয়েছিল। সেই সময় দূষণের পরিসংখ্যান ধুয়ে-মুছে কম দেখানোর অভিযোগ উঠেছিল। তাঁর দাবি, এ বছর দূষণের মাত্রা বাড়লেও দিল্লির ৫৯টি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের মধ্যে ৩৬টিতে পিএম ২.৫-এর তথ্যই পাওয়া যাচ্ছে না। ২০১৯ সালের ৮ মে প্রধানমন্ত্রী বায়ুদূষণকে বড় চ্যালেঞ্জ বলে উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সরকারের আমলে এই সমস্যা মোকাবিলায় তেমন কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি বলেও অভিযোগ করেন কংগ্রেস সভাপতি।খাড়্গের বক্তব্য, দিল্লি-এনসিআর থেকে উত্তর প্রদেশ, বিহার, হরিয়ানা, পঞ্জাব ও রাজস্থান বিভিন্ন রাজ্যের মানুষই এখন নির্মল বাতাসের জন্য সমস্যায় পড়ছেন। প্রতি বছর অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিষাক্ত ধোঁয়াশা ফিরে আসে। অথচ সরকারের তরফে আশ্বাস এবং রাজনৈতিক চাপানউতোরের বাইরে পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না বলে তাঁর অভিযোগ।দূষণের স্বাস্থ্যগত প্রভাব বোঝাতে খাড়্গে গ্লোবাল বার্ডেন অফ ডিজিজ এবং সেন্টার ফর রিসার্চ অন এনার্জি অ্যান্ড ক্লিন এয়ারের পরিসংখ্যানের উল্লেখ করেন। তাঁর দাবি, ২০২৩ সালে দিল্লিতে কণাদূষণের কারণে আনুমানিক ১৭,১৮৮ জনের মৃত্যু হয়েছিল, যা ওই বছরের মোট মৃত্যুর প্রায় ১৫ শতাংশ। ২০২১ সালে ভারতে পাঁচ বছরের কম বয়সি ১ লক্ষ ৬৯ হাজার ৪০০ শিশুর মৃত্যু বায়ুদূষণ-সম্পর্কিত কারণে হয়েছিল বলেও তিনি উল্লেখ করেন। গবেষণায় পিএম ২.৫-এর সংস্পর্শের সঙ্গে শিশুদের ফুসফুসের বিকাশে নেতিবাচক প্রভাব এবং মৃত্যুঝুঁকি বৃদ্ধির সম্পর্ক পাওয়া গিয়েছে বলেও জানান তিনি। বিশেষ করে উত্তর ভারতের রাজ্যগুলিতে এই ঝুঁকি বেশি বলে তাঁর বক্তব্য।পরিবেশ সংক্রান্ত তহবিলের ব্যবহার নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন খাড়্গে। তাঁর দাবি, সেপ্টেম্বর মাসে একটি তথ্যের অধিকার আইনের আবেদনের জবাবে জানা যায়, দিল্লিতে পরিবেশগত ক্ষতিপূরণ হিসেবে জমা হওয়া ১,১৫৪ কোটি টাকার মধ্যে প্রায় ৬০ শতাংশ অর্থ খরচ করা হয়নি। জাতীয় স্বচ্ছ বায়ু কর্মসূচির আওতায় ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত দিল্লির জন্য বরাদ্দ অর্থের মাত্র ১৭ শতাংশ ব্যবহার করা হয়েছিল বলেও তিনি দাবি করেন।এদিকে, দূষণ পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিস্তারিত জবাব ও প্রস্তাবিত পদক্ষেপ জানাতে বিজেপি-শাসিত দিল্লি, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থান সরকারকে দু'সপ্তাহ সময় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট এ কথাও উল্লেখ করেন কংগ্রেস সভাপতি। তাঁর বক্তব্য, নির্মল বাতাস পাওয়া মানুষের মৌলিক অধিকার।

ভারতীয় মানক ব্যুরোর হলমার্কিং

নয়াদিল্লি(পিআইবি),১১নভেম্বরঃ সোনা ও রুপোর গয়নার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চয়তা প্রদানের মাধ্যমে হলমার্কিং গ্রাহকদের সচেতন সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। নির্ধারিত মানদণ্ড, ডিজিটাল ট্রেসেবিলিটি এবং নিয়ন্ত্রক যাচাইয়ের মাধ্যমে ভারতীয় মানক ব্যুরো (BIS) এই ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান করে। ২০২১ সালে বাধ্যতামূলকভাবে সোনার হলমার্কিং চালু হওয়ার পর, এবছর ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত ৬৫ কোটিরও বেশি সোনার সামগ্রীতে হলমার্ক ইউনিক আইডেন্টি ফিকেশন (HUID) নম্বর দেওয়া হয়েছে। একই সময়ে, BIS-নিবন্ধিত গয়না ব্যবসায়ীর সংখ্যা ৪৩,১৫৩ থেকে বেড়ে ২,৩৬,৬২৪ হয়েছে। রুপোর ক্ষেত্রে হলমার্কিং এখনও স্বেচ্ছামূলক হলেও, ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে হলমার্কযুক্ত সমস্ত রুপোর সামগ্রীতে -ভিত্তিক চিহ্নিতকরণ বাধ্যতামূলক হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ৯০ লক্ষেরও বেশি রুপোর সামগ্রীতে-সহ হলমার্কিং করা হয়েছে। অ্যাপের মাধ্যমে ডিজিটাল যাচাই এবং ধারাবাহিক নজরদারি গ্রাহকদের গয়নার বিবরণ পরীক্ষা করতে সাহায্য করে এবং বাজারে আরও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়গ্রাহকের আস্থার প্রয়োজনীয়তাপ্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ভারতীয় পরিবারগুলিতে সোনার বিশেষ স্থান রয়েছে। এটি একদিকে যেমন মূল্যবান সম্পদ, অন্যদিকে তেমনই সঞ্চিত মূল্যের একটি মাধ্যম। পরিবারগুলি প্রায়শই মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব থেকে সুরক্ষিত থাকতে এবং জরুরি প্রয়োজনে গয়না বন্ধক রেখে ঋণ পাওয়ার সুবিধার্থে সোনা কেনে। তবে সোনার গয়নার বিশুদ্ধতা সবসময় সহজে নির্ধারণ করা যায় না।সোনা অত্যন্ত নরম হওয়ায় দৈনন্দিন ব্যবহারের ক্ষয় সহ্য করতে পারে না। তাই গয়না তৈরির জন্য এর সঙ্গে অন্যান্য ধাতু মেশানো হয়। এই প্রক্রিয়া প্রয়োজনীয় হলেও, এর ফলে, ভেজাল মেশানো এবং বিশুদ্ধতা সম্পর্কে ভুল তথ্য দেওয়ার সুযোগ তৈরি হতে পারে। তাছাড়া, একাধিক সংযোগস্থলযুক্ত জটিল নকশার গয়না কিংবা সোনার প্রলেপ দেওয়া সামগ্রীতে প্রকৃত সোনার পরিমাণ নির্ধারণ করা আরও কঠিন হয়ে পড়ে। এ ধরনের অনিয়ম থেকে ভোক্তাদের সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে সরকার দেশে সোনার পণ্যের মান নির্ধারণ এবং হলমার্কিং চালুর লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করে।হলমার্কিং কি ?হলমার্কিং ভোক্তা-সুরক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে নির্ধারিত মানদণ্ড অনুযায়ী মূল্যবান ধাতুর সামগ্রীর বিশুদ্ধতা প্রত্যয়িত হয়। এটি ভোক্তাদের সচেতনভাবে কেনাকাটার সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে এবং যে বিশুদ্ধতার সোনা তাঁরা পাচ্ছেন, তার চেয়ে বেশি বিশুদ্ধতার জন্য মূল্য দেওয়ার ঝুঁকি কমায়।হলমার্কিং প্রকল্পঃস্বেচ্ছা ব্যবস্থা থেকে ব্যাপকতর পরিসরে ভারতের সোনার বাজারে নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার ঘাটতি দূর করার লক্ষ্যে ২০০০ সালে স্বেচ্ছামূলক হলমার্কিং প্রকল্প চালু করা হয়। ভারতে হলমার্কিং প্রকল্প পরিচালনার একমাত্র সংস্থা হিসেবে ভারতীয় মানক ব্যুরো (BIS)-কে চিহ্নিত করা হয়। ভোক্তাদের প্রতারণা থেকে সুরক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব -কে দেওয়া হয়। পাশাপাশি, রপ্তানি-প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি এবং ভারতকে সোনার গয়নার একটি অগ্রণী বৈশ্বিক বাজার হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্বও সংস্থাটিকে দেওয়া হয়।রুপোর সামগ্রীর জন্য হলমার্কিং প্রকল্প ২০০৫ সালে চালু হয়। বর্তমানে ভারতে হলমার্কিং প্রকল্পের আওতায় সোনা ও রুপো-উভয়ই অন্তর্ভুক্ত।সোনার গয়নার ক্ষেত্রে, ২০২১-এর ২৩ জুন থেকে ২৫৬টি জেলায় হলমার্কিং বাধ্যতামূলক করা হয়। অ্যাসেয়িং অ্যান্ড হলমার্কিং সেন্টারগুলির সম্প্রসারণের ফলে বর্তমানে এই আওতা বেড়ে ৩৯২টি জেলায় পৌঁছেছে। IS ১৪১৭ অনুযায়ী হলমার্কিং ব্যবস্থায় সোনার ৭টি ক্যারেটের মান (প্রতি হাজারে বিশুদ্ধতার অংশ) অন্তর্ভুক্ত রয়েছেঃ ৯গ (৩৭৫), ১৪গ (৫৮৫), ১৮গ (৭৫০), ২০গ (৮৩৩), ২২গ (৯১৬), ২৩গ (৯৫৮) এবং ২৪গক্ষ (৯৯৫)।রুপোর হলমার্কিং স্বেচ্ছামূলক থাকলেও, ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে BIS প্রকল্পের আওতায় হলমার্ক করা যেকোনও রুপোর সামগ্রীতে হলমার্ক ইউনিক আইডেন্টি ফিকেশন (HUID) কোড থাকা বাধ্যতামূলক হয়েছে। HUID প্রতিটি হলমার্কযুক্ত গয়নায় চিহ্নিত একটি ছয়-সংখ্যার অনন্য আলফানিউমেরিক কোড, যার মাধ্যমে সামগ্রীটির গতিপথ অনুসরণ করা যায়। সংশোধিত ২১১ঃ২০২৫ মান অনুযায়ী, রুপোর গয়না ও শিল্পসামগ্রীতে বিশুদ্ধতার আটটি মানে (প্রতি হাজারে) হলমার্কিং করা যায়৮০০ (৮০০.০), ৮৩৫ (৮৩৫.০), ৯০০ (৯০০.০), ৯২৫ (৯২৫.০), ৯৫৮ (৯৫৮.০), ৯৭০ (৯৭০.০), ৯৯০ (৯৯০.০) এবং ৯৯৯ (৯৯৯.০)।হলমার্কযুক্ত গয়না কিভাবে যাচাই করবেনহলমার্কযুক্ত গয়না বা শিল্পসামগ্রী কেনার সময় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ চিহ্ন দেখে নেওয়া উচিতঃসোনার গয়নাশিল্পসামগ্রীর ক্ষেত্রেঃ BIS স্ট্যান্ডার্ড মার্কঃএই চিহ্নে BIS-এর লোগো থাকে।ন্ড-বিশুদ্ধতাফাইনেনস মার্কঃগয়নার বিশুদ্ধতা নির্দেশ করে যেমন, ২২গ৯১৬।"- HUID (Hallmark Unique Identification) কোড গয়নার জন্য নির্ধারিত অনন্য ছয়-সংখ্যার যাচাইকরণ নম্বর।রুপোর গয়নাশিল্পসামগ্রীর ক্ষেত্রে' শব্দ-সহ BIS স্ট্যান্ডার্ড মার্ক ন্ড-বিশুদ্ধতাফাইনেনস মার্কঃসামগ্রীর বিশুদ্ধতা নির্দেশ করে যেমন, ৯২৫।কোডঃসামগ্রীর জন্য নির্ধারিত অনন্য ছয়-সংখ্যার যাচাইকরণ নম্বর।এই তিনটি চিহ্ন একত্রে কেনা গয়নার বিষয়ে আরও বেশি নিশ্চয়তা প্রদান করে। কারণ, প্রকৃত সৌন্দর্যের সঙ্গে বিশুদ্ধতার নিশ্চয়তাও থাকা জরুরি।বাস্তবে হলমার্কিংঃআবেদন থেকে যাচাই পর্যন্তগয়না ব্যবসায়ীর নিবন্ধন, বিশুদ্ধতা নিরূপণ, ডিজিটাল যাচাইকরণ এবং নিয়ন্ত্রক তত্ত্বাবধান-এই সমস্ত বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে BIS হলমার্কিং-এর জন্য একটি সুসংগঠিত প্রক্রিয়া গড়ে তুলেছে।১. নিবন্ধন ও পরীক্ষাকেন্দ্র হলমার্কযুক্ত গয়না বিক্রি করতে ইচ্ছুক গয়না ব্যবসায়ীরা BIS-এ নিবন্ধন করার মাধ্যমে হলমার্কিং প্রক্রিয়া শুরু করেন। গয়না ব্যবসায়ীরা ন্যাশনাল সিঙ্গল উইন্ডো সিস্টেম পোর্টালে অনলাইনে আবেদন করতে পারেনঃ থেকে ব্যবহার করা যায়। নিবন্ধন তাৎক্ষণিকভাবে, বিনামূল্যে প্রদান করা হয় এবং এর বৈধতা আজীবন থাকে।এরপর গয়না ব্যবসায়ীদের তাঁদের গয়না BIS-স্বীকৃত অ্যাসেয়িং অ্যান্ড হলমার্কিং সেন্টারে (AHC) জমা দিতে হয়। AHC-গুলি সেই পরীক্ষাকেন্দ্র, যেখানে গয়নার পরীক্ষা করা হয়। পরিকাঠামো, পরীক্ষার সুযোগ-সুবিধা এবং যোগ্য কর্মীদের যাচাইয়ের পর BIS এই কেন্দ্রগুলিকে স্বীকৃতি প্রদান করে। ডিজিটাল পোর্টালের মাধ্যমে হলমার্কিং-এর আবেদনহলমার্কিং-এর জন্য গয়না জমা দিতে গয়না ব্যবসায়ীদের পোর্টালের মাধ্যমে আবেদন শুরু করতে এবং AHC-তে গয়না পাঠানোর সুবিধা ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা হয়। নিবন্ধিত গয়না ব্যবসায়ীরা পোর্টালে লগ ইন করে হলমার্কিং বিকল্পটি নির্বাচন করতে পারেন এবং আবেদন শুরু করতে পারেন। আবেদন জমা দেওয়ার আগে তাঁরা গয়নার শ্রেণী, পরিমাণ, ওজন, ঘোষিত বিশুদ্ধতা এবং নির্বাচিত AHC-র মতো বিবরণ উল্লেখ করেন।বিকল্পভাবে, পোর্টাল ব্যবহার না করে গয়না জমা দেওয়া ব্যবসায়ীদের পক্ষেও AHC-র কর্মীরা আবেদন শুরু করতে পারেন। এই ডিজিটাল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিটি চালানের নথি তৈরি হয় এবং হলমার্কিং-এর সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় সামগ্রীর গতিপথ অনুসরণ করা সম্ভব হয়।৩. পরীক্ষা ও HUID তৈরিঃ গয়না অ্যাসেয়িং অ্যান্ড হলমার্কিং সেন্টারে (AHC) পৌঁছানোর পর নির্ধারিত সরঞ্জাম ও পদ্ধতি ব্যবহার করে তার ওজন এবং বিশুদ্ধতা নিরূপণ করা হয়।হলমার্কিং প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি-যার মধ্যে ওজন মাপার ভারসাম্য রক্ষাকারী, এক্স-রে ফ্লুরোসেন্স (XRF) মেশিন এবং লেজার মার্কিং মেশিন অন্তর্ভুক্ত-কেন্দ্রীভূত সফটওয়্যারে সরাসরি তথ্য স্থানান্তরের সুবিধাযুক্ত হতে হবে। এর ফলে, প্রক্রিয়ার সময় উপন্ন প্রাসঙ্গিক তথ্য বৈদ্যুতিনভাবে নথিভুক্ত করা যায় এবং হাতে তথ্য প্রবেশ করানোর প্রয়োজন কমে।২০২৪-এর ১ সেপ্টেম্বর থেকে XRF মেশিনের -ভিত্তিক সংযুক্তিকরণ কার্যকর করা হয়, যাতে হাতে তথ্য প্রবেশ করানোর সম্ভাবনা দূর করা যায়। এর পাশাপাশি, সংযুক্ত ওজন-পরিমাপ ব্যবস্থা ভারসাম্য রক্ষা করা থেকে সরাসরি ওজনের পাঠ সংগ্রহ করে।পরীক্ষা সম্পন্ন হওয়ার পর, BIS সার্ভার প্রতিটি গয়নার জন্য একটি অনন্য ছয়-সংখ্যার আলফানিউমেরিক কোড তৈরি করে। এরপর স্ট্যান্ডার্ড মার্ক এবং প্রযোজ্য বিশুদ্ধতার চিহ্ন গয়নার গায়ে খোদাই বা চিহ্নিত করা হয়।-গুলিকে গয়না এবং তার হলমার্ক-সহ-ছবিও তুলতে হয়। এ বছর ৮ জুন থেকে কার্যকর হওয়া ব্যবস্থার অধীনে এই ছবিগুলি এবং ওজন সরাসরি -এ আপলোড করা হয়। ডিজিটাল নজরদারি ও ট্রেসেবিলিটি-এর পোর্টালে -তে সম্পাদিত কার্যকলাপের তারিখ ও সময় নথিভুক্ত করার ব্যবস্থা রয়েছে। এই টাইমস্ট্যাম্পগুলি কার্যক্রমের রিয়েল-টাইম নজরদারিতে সহায়তা করে এবং হলমার্কযুক্ত গয়না গ্রহণ থেকে তা পাঠানো পর্যন্ত কত সময় লাগছে, তা মূল্যায়নে সাহায্য করে। পরীক্ষার কাজ লেজার মার্কিং-এর আগে সম্পন্ন হয়েছে কি না, তা যাচাই করতেও এগুলি সহায়ক।এছাড়া, স্বয়ংক্রিয় ওজন সংগ্রহ এবং সুবিধার মতো ডিজিটাল উদ্যোগগুলি হলমার্কিং সরবরাহ-শৃঙ্খলে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ট্রেসেবিলিটি আরও শক্তিশালী করে। সুবিধার মাধ্যমে গয়না ব্যবসায়ী বা বিক্রয়কেন্দ্রের মধ্যে সোনার গয়নার মালিকানা পরিবর্তিত হলে প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে সংশ্লিষ্ট ডিজিটালভাবে স্থানান্তর করা যায়। এ বছর ১ জুন থেকে বাস্তবায়িত প্রথম পর্যায়ে, কর্পোরেট গয়না ব্যবসায়ীদের মধ্যে অথবা কোনও গয়না ব্যবসায়ীর কাছ থেকে কর্পোরেট সংস্থায় সোনা স্থানান্তরের ক্ষেত্রে স্থানান্তরের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এর ফলে একই সামগ্রীতে একাধিকবার বা জালিয়াতির মাধ্যমে হলমার্কিং-এর ঘটনা প্রতিরোধে সহায়তা হয়।৫. নিয়ন্ত্রক তত্ত্বাবধানঃ বিক্রয়কেন্দ্রের বাইরেও যাচাইন্ডডিজিটাল নজরদারির পাশাপাশি, এর বাস্তবকালীন নজরদারি এবং নিয়ন্ত্রক যাচাইও কার্যকর রয়েছে। নিয়মিতভাবে গয়না বিক্রয়কেন্দ্র পরিদর্শন করে এবং প্রাসঙ্গিক ভারতীয় মান অনুযায়ী পরীক্ষা করার জন্য হলমার্ক যুক্ত সামগ্রীর নমুনা এলোমেলোভাবে সংগ্রহ করে। AHC-গুলি নির্ধারিত শর্তাবলি পূরণ করে চলেছে কি না, তা যাচাই করতে BIS নিয়মিত নজরদারি নিরীক্ষাও পরিচালনা করে।হলমার্কের অপব্যবহার সংক্রান্ত অভিযোগ বা প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংস্থা অভিযান-সহ বিভিন্ন প্রয়োগমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এই পদক্ষেপগুলি গ্রাহকদের সুরক্ষা এবং হলমার্কিং ব্যবস্থার প্রতি আস্থা সুদৃঢ় করতে সহায়তা করে। ২০২৫-২৬ সালে এই ধরনের লঙ্ঘনের জন্য গয়না ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ৩০টিরও বেশি প্রয়োগমূলক অভিযান পরিচালিত হয়। কেনার আগে যাচাই করুনঅ্যাপের মাধ্যমে ভোক্তারা হলমার্কযুক্ত সোনা ও রুপোর গয়নার বিবরণ স্বাধীনভাবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে যাচাই করতে পারেন। কোনও হলমার্ক যুক্ত সামগ্রী যাচাই করার জন্য গ্রাহককে তার অনন্য হলমার্ক ইউনিক আইডেন্টি ফিকেশন নম্বর প্রবেশ করাতে হয়।অ্যাপটি সামগ্রীর বিশুদ্ধতা, পণ্যের ধরন, গয়না ব্যবসায়ী এবং অ্যাসেয়িং অ্যান্ড হলমার্কিং সেন্টারের মতো তথ্য প্রদান করে। এছাড়া, এ বছর ৮ জুন থেকে চালু হওয়া ডিজিটাল উন্নয়নের ফলে অ্যাপে সামগ্রীর ছবি, তার গায়ে চিহ্নিত হলমার্ক এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে নথিভুক্ত ওজন দেখার সুবিধা রয়েছে। এর মাধ্যমে ক্রেতারা কেনাকাটা সম্পন্ন করার আগে হাতে থাকা সামগ্রীর সঙ্গে সরকারি নথিতে থাকা তথ্য মিলিয়ে নিতে পারেন। এ বিনামূল্যে উপলব্ধ এবং ১২টি ভাষায় ব্যবহার করা যায়।ডিজিটাল ট্রেসেবিলিটি, যন্ত্রপাতির সংযুক্তিকরণ এবং সরেজমিন নজরদারি-এই তিনটির সমন্বয় হলমার্কিং ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে জবাবদিহিতা আরও শক্তিশালী করে।এক নজরে হলমার্কিংঃপ্রসার ও সচেতনতা বৃদ্ধিন্ডন্ডনিবন্ধিত গয়না ব্যবসায়ী এবং অ্যাসেয়িং অ্যান্ড হলমার্কিং সেন্টারের ক্রমবর্ধমান নেটওয়ার্কের পাশাপাশি, গ্রাহক-সচেতনতা উদ্যোগের মাধ্যমে হলমার্কিংয়ের আওতা সম্প্রসারিত

ক্যান্সারের চিকিৎসায় বা. স্বস্তি, সোমবার থেকেই কার্যকর ১৩৭টি ওষুধের নতুন দাম



নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর ঃ ক্যান্সার আক্রান্ত রোগী ও তাঁদের পরিবারগুলির আর্থিক বোঝা লাঘব করতে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ কার্যকর করল কেন্দ্রীয় সরকার। গত সোমবার, ৯ নভেম্বর থেকে দেশজুড়ে কার্যকর হয়েছে সংশোধিত সর্বোচ্চ খুচরো মূল্য বা এমআরপি। ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটি (এনপিপিএ)-র ' মার্জিন রেশনালাইজেশন' (টিএমআর) নীতির আওতায় ১৩৭টি নন-শিডিউলড অ্যান্টি -ক্যান্সার ওষুধের বাণিজ্যিক মার্জিন সর্বোচ্চ ৩০ শতাংশে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে দেশজুড়ে ১,৩৬৪টি অ্যান্টি -ক্যান্সার ফর্মুলেশনের দাম একধাক্কায় অনেকটাই কমে গেল।স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের অধীন ডিরেক্টরেট জেনারেল অব হেলথ সার্ভিসেস (ডিজিএইচএস)-এর বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে এই ট্রেড মার্জিন ক্যাপ কার্যকর করেছে কেন্দ্রীয়সার ও রাসায়নিক মন্ত্রক। ওষুধ কোম্পানিগুলি যে অতিরিক্ত মুনাফা বা কমিশন রাখত, তার ওপর সরকারি লাগাম টানায় ক্যান্সার চিকিসার অত্যন্ত ব্যয়বহুল কেমোথেরাপি ও টার্গেটেড থেরাপির ওষুধের দাম উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। সরকারি হিসেবে, এই পদক্ষেপে সাধারণ গ্রাহকদের বছরে আনুমানিক সাড়ে ৩ হাজার কোটি টাকারও বেশি অর্থ সাশ্রয় হবে।এনপিপিএ-র নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, প্রতিটি হাসপাতাল, নার্সিংহোম, খুচরো ও পাইকারি ওষুধ বিক্রেতাদের তাদের নিজস্ব চত্বর এবং ওয়েবসাইটে সংশোধিত মূল্যের তালিকা স্পষ্টভাবে ঝুলিয়ে রাখতে হবে। রাজ্য ড্রাগ কন্টোলারদের এই নির্দেশিকা কঠোরভাবে পর্যবেক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষ ও রোগীরা কেন্দ্রের ' সহি দাম' মোবাইল অ্যাপ কিংবা এনপিপিএ-র অফিশিয়াল ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ওষুধের সঠিক দাম যাচাই করতে পারবেন এবং কোথাও পুরনো চড়া দামে ওষুধ বিক্রি হলে সরাসরি অভিযোগ জানাতে পারবেন।

তারকেশ্বর সর্বাধিক স্বচ্ছ শহর হিসেবে নির্বাচিত, জানালেন অগ্নিমিত্রা



কলকাতা, ১১ নভেম্বর ঃ বুধবার নিজের সমাজ মাধ্যমে রাজ্যের জন্য খুশির খবর ভাগ করে নিলেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। এ দিন তিনি জানান, তারকেশ্বরকে সর্বাধিক স্বচ্ছ শহর হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে।বুধবার সমাজ মাধ্যম ফেসবুক পেজে একটি পোস্টে রাজ্যের পুর ও নগরোন্ন

শহর ও শহরতলী

বিভেদের প্রাচীর ভেঙে সম্প্রীতির ভাইফোঁটা

কলকাতা ব্লাইন্ড স্কুলে অ্যাসিড আক্রান্ত ও দৃষ্টিহীনদের অনন্য উদ্যোগ

সৈকত দাস, হাওড়া ঃ সমাজে বিভেদের প্রাচীর ভেঙে মানবিকতা, ভালোবাসা ও সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দিতে কলকাতা ব্লাইন্ড স্কুলে আয়োজিত হল ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান ' ভাইফোঁটা'। দক্ষিণ হাওড়ার সামাজিক সংগঠন ' উদ্যোগে এই



বিশেষ অনুষ্ঠানের আযোজন করা হয়। অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল অ্যাসিড আক্রান্ত মহিলাদের হাতে দৃষ্টিহীন ছাত্রদের ভাইফোঁটা এবং ব্লাইন্ড স্কুলের দৃষ্টিহীন ছাত্রীদের হাতে সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ভাইফোঁটা প্রদান।প্রচলিত সামাজিক ধারণা ও বিভেদের বেড়াজাল ভেঙে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে এক মঞ্চে নিয়ে আসাই ছিল এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য। আযোজকদের মতে, সমাজের যাঁরা নানা প্রতিকূলতার সঙ্গে প্রতিনিযত লড়াই করে জীবনযাপন করছেন, তাঁদের সম্মানজনক সামাজিক প্রতিষ্ঠা দেওযা এবং নিজেদের প্রতিভা প্রকাশের উপযুক্ত মঞ্চ তৈরি করে দেওযাই এই অনুষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য।এদিনের অনুষ্ঠানে অভিনেতা-অভিনেত্রী, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানানো হয। পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন সমাজের নানা প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে এগিযে চলা অ্যাসিড আক্রান্ত মহিলারা এবং কলকাতা ব্লাইন্ড স্কুলের দৃষ্টিহীন ছাত্রছাত্রীরা।অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল ভাইফোঁটার প্রচলিত রীতিতে এক নতুন মানবিক সংযোজন। অ্যাসিড আক্রান্ত মহিলারা দৃষ্টিহীন ছাত্রদের কপালে ভাইফোঁটা দিযে তাঁদের দীর্ঘাযু ও মঙ্গল কামনা করেন। অন্যদিকে, ব্লাইন্ড স্কুলের দৃষ্টিহীন ছাত্রীরা সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ভাইফোঁটা দিযে সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের বার্তা তুলে ধরেন।আযোজকদের দাবি, এই ধরনের উদ্যোগ রাজ্যে প্রথমবারের মতো এক বিশেষ সামাজিক বার্তা নিযে হাজির হযেছে। তাঁদের বক্তব্য, অ্যাসিড আক্রান্ত মহিলারা কিংবা দৃষ্টিহীন ছাত্রছাত্রীরা সমাজের মূলস্রোতের বাইরে নন। তাঁদেরও রযেছে নিজস্ব প্রতিভা, আত্মসম্মান এবং স্বপ্ন। প্রযোজন শুধু তাঁদের যথাযথ সম্মান ও সুযোগ দেওযা।দক্ষিণ হাওড়া মুক্তধারার এই উদ্যোগের পিছনে অন্যতম ভাবনা ছিল, শারীরিক সীমাবদ্ধতা কিংবা জীবনের কঠিন অভিজ্ঞতা যেন কোনও মানুষের সামাজিক পরিচয ও সম্মানের পথে বাধা হযে না দাঁড়ায়। ভাইফোঁটার মতো একটি পারিবারিক ও আবেগঘন উসবকে সামাজিক সম্প্রীতির বৃহত্তর মঞ্চে নিযে আসার চেষ্টা করেন উদ্যোক্তারা।অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা জযদীপ দে জানান, সমাজের লড়াকু মহিলাদের এবং দৃষ্টিহীন ছাত্রছাত্রীদের সম্মানজনক অবস্থান তৈরি করে দেওযাই তাঁদের উদ্দেশ্য। তাঁরা চান, এই সমস্ত মানুষ নিজেদের যোগ্যতা ও প্রতিভার মাধ্যমে সমাজের বুকে স্বতন্ত্র পরিচিতি গড়ে তুলুন।সব মিলিযে, ' ভাইফোঁটা' শুধুমাত্র একটি উসবের আযোজন নয, বরং সামাজিক সম্মান, মানবিকতা, সমান অধিকার এবং পারস্পরিক ভালোবাসার এক বিশেষ বার্তা। যেখানে চোখের দৃষ্টি নয, মনের অনুভূতি দিযেই তৈরি হযেছে ভাই-বোনের সম্পর্কের এক অনন্য বন্ধন।

মাটির টান ও তেজি উল্লাসঃ গরু ও কাড়া খুঁটানোর রোমাঞ্চে রাঢ়ের প্রাণস্পন্দন বাঁদনা পরব

শেফালী মাহাতো ,পুরুলিয়া, ১১ নভেম্বর ঃ বাংলার সংস্কৃতি বৈচিত্র্যে ভরপুর। এখানে প্রতিটি অঞ্চলের নিজস্ব উৎসব, লোকাচার আর জীবনধারা রযেছে। তার মধ্যে রাঢ় অঞ্চলের এক বিশেষ ও প্রাণের উৎসব হলো বান্দনা পরব। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জুড়ে বিস্তৃত রাঢ় ভূমির কৃষিজীবী মানুষের জীবনে এই পরবের গুরুত্ব অপরিসীম। এটি কেবল একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, বরং মানুষ ও প্রকৃতির, মানুষ ও পশুর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের এক জীবন্ত উদ্‌যাপন। গো বন্দনা বা গবাদি পশুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনই এই পরবের মূল উপজীব্য, যার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ঐতিহ্যমণ্ডিত 'গরু খুঁটানো' ও 'কাড়া (মহিষ) খুঁটানো' লোকাচার। 'বাঁদনা' শব্দটি বন্দনা শব্দের আঞ্চলিক রূপ। বাঁদনা অর্থ স্তুতি বা শ্রদ্ধা নিবেদন। সাধারণত কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে, দীপাবলি বা কালীপুজোর সময়কালেই এই পরব পালিত হয়। রাঢ় অঞ্চলের কুড়মি, সাঁওতাল, ভূমিজ, বাউরি, মুন্ডা-সহ এতদঞ্চলে বসবাসকারী প্রায় সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষ নিজেদের রীতি অনুযায়ী এই উৎসবে অংশ নেন। রাঢ় ভূমির মাটি রুক্ষ, লালচে ও কাঁকুরে। এখানে চাষাবাদ সহজ কাজ নয়। এই কঠিন মাটিতে ফসল ফলাতে কৃষকের সবচেয়ে বড় সহায় তাঁর বলদ ও মহিষ। লাঙল টানা, জমি তৈরি, মই দেওয়া, ধান মাড়াই, গরুর গাড়ি টানা-সবই এই পশুদের কাঁধে ভর করে চলেছে। সারা বছর এই নীরব প্রাণীরা কৃষকের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে। বাঁদনা পরব সেই পরিশ্রমের স্বীকৃতি। পরবের কয়েকদিন আগে থেকেই গ্রামে সাজ সাজ রব পড়ে যায়। ঘরদোর পরিস্কার করে মাটি ও গোবর-জলে নিকানো হয়। আঁকা হয় ঐতিহ্যবাহী আল্পনা। পরবের দিন সকালে গরু, বলদ ও মহিষকে পুকুরে বা নদীতে নিয়ে গিয়ে ভালো করে স্নান করানো হয়। শিং-এ সিঁদুর ও তেল লাগিয়ে, কপালে ফোঁটা দিয়ে এবং গলায় ধান, খড় ও ফুলের মালা পরিয়ে তাদের সাজানো হয়। এরপর গোয়ালঘরে গো-মাতাকে পুজো করে নতুন ধানের চাল, গুড়, কলা ও ভালো ঘাস-খড় খেতে দেওয়া হয়। শুধু পশুই নয়, কৃষিকাজে ব্যবহৃত লাঙল, জোয়াল, মই, কাস্তে ও গরুর গাড়িও ধুয়ে-মুছে সিঁদুর- চন্দন লাগিয়ে পুজো করা হয়। বাঁদনা পরবের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর, ঐতিহ্যবাহী ও জমজমাট অধ্যায় হলো গরু খুঁটানো ও কাড়া (মহিষ) খুঁটানো লোকাচার। এই লোকাচারের মধ্য দিয়ে গৃহপালিত পশুর শারীরিক শক্তি ও ক্ষিপ্রতার এক অপূর্ব প্রদর্শন ঘটে। পরবের বিশেষ দিনে গ্রামের মাঠে বা নির্দিষ্ট আখড়ায় মোটাসোটা ও তেজি গরু ও কাড়াদের অত্যন্ত যত্নে তেল- সিঁদুর ও নানান রঙে সাজানো হয়। এরপর তাদের গ্রামের শক্ত খুঁটিতে বা পোঁতালে বেঁধে রাখা হয়। ঢাক, ঢোল, কাঁসা এবং ধামসা-মাদলের গর্জনে ও উদ্দীপনাময় মাদলের তালে চারদিক মুখরিত করে তোলা হয়, যা পশুগুলোকে সাময়িকভাবে উদ্দীপ্ত করে তোলে।
এই উন্মাদনার মধ্যে পশুর মাথার কাছে বা সামনে ধরা হয় মৃত পশুর শুকনো চামড়া বা চামড়ার তৈরি বিশেষ বস্তু, যা দেখে পশুর স্বাভাবিক সহজাত ক্ষিপ্রতা ও তেজ আরও বেড়ে যায়। ক্ষিপ্ত বলদ বা বিশাল আকৃতির কাড়াগুলো তখন শিং উঁচিয়ে তেড়ে আসে, আর চারপাশের উৎসুক গ্রামবাসী সেই দৃশ্য দেখে আনন্দে ফেটে পড়েন।

ফলতায় জাহাঙ্গির খানের বাড়ি ভাঙার কাজ শুরু প্রশাসনের, আরও চাপে জেলবন্দি 'পুষ্পা'

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর ঃ রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর এবার প্রশাসনের নজরে ফলতার তৃণমূল নেতা জাহাঙ্গির খানের বহুতল বাড়ি। বেআইনি নির্মাণের অভিযোগে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বুধবার সকাল থেকে বাড়ি ভাঙার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।উল্লেখ্য, রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের আগে ফলতা এলাকায় যথেষ্ট প্রভাবশালী নেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন তৃণমূল নেতা জাহাঙ্গির খান। বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর ফলতার নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ান তিনি। পরবর্তী সময়ে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যান বলেও অভিযোগ ওঠে। শেষপর্যন্ত নেপাল সীমান্ত এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ। বর্তমানে তিনি জেলবন্দি। এদিকে ফলতার শ্রীরামপুরে অবস্থিত জাহাঙ্গির খানের বহুতল বাড়িটি বেআইনিভাবে নির্মাণ করা হয়েছে বলে দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ উঠছিল। এই নিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনের কাছে একাধিক অভিযোগ জমা পড়ে। বাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অনুমোদন নেওয়া হয়নি বলেও অভিযোগ। বিষয়টি নিয়ে আদালতে মামলাও হয়। আদালতের নির্দেশের পর বাড়িটি ভাঙার প্রশাসনিক প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। প্রশাসন সূত্রে খবর, বাড়িটি ভেঙে ফেলার জন্য আগেই



নোটিস দেওয়া হয়েছিল। সাত দিনের মধ্যে নির্মাণ ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হলেও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সেই নির্দেশ কার্যকর হয়নি। এরপরই বুধবার সকাল থেকে বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। উপস্থিত ছিলেন বিডিও সন্দীপ সিংহ রায়-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। প্রথমে বাড়ির ভিতরে থাকা আসবাবপত্র ও মূল্যবান সামগ্রী বাইরে বের করে আনার কাজ শুরু হয়। বাড়িটি সম্পূর্ণ খালি করার পর ভাঙার কাজ শুরু করার প্রক্রিয়া নেওয়া হয় প্রশাসনের তরফে। দোতলার বেশি উঁচু বাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রে জেলা পরিষদের অনুমোদন প্রয়োজন বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। সেই নিয়ম মানা হয়নি বলেই অভিযোগ। আদালতের নির্দেশ মেনেই এবার বাড়ি ভাঙার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। জেলবন্দি জাহাঙ্গির খানের বাড়ি ঘিরে প্রশাসনের এই পদক্ষেপে ফলতার রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে জোর চর্চা।

নবদ্বীপের ভবতারিণী মন্দিরের আদলে শ্যামাপুজোর মণ্ডপ, জয়নগরে দর্শনার্থীদের ভিড়

নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর ঃ থিমের পুজোর ভিড়ে এবার ভক্তি, আবেগ ও বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্যকে তুলে ধরার উদ্যোগ নিয়েছে জয়নগরের ৭-এর পল্লী অধিবাসীবৃন্দ। নবদ্বীপের ঐতিহাসিক ভবতারিণী মায়ের মন্দিরের আদলে তৈরি হয়েছে এবারের শ্যামাপুজোর মণ্ডপ। আর এই মণ্ডপ দেখতে পুজোর দিনগুলিতে ভক্ত ও দর্শনার্থীদের ভিড় জমছে জয়নগরের তিলিপাড়ায়। জানা গিয়েছে, ১৬৬৯ সালে নদিয়ার নবদ্বীপে মহারাজা রাঘব গঙ্গার ধারে একটি বিশাল গণেশ মূর্তি ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরবর্তীকালে গঙ্গার ভাঙনের কারণে বিগ্রহটি অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। পণ্ডিতদের বিধান অনুযায়ী ১২ বছর মাটির নীচে রাখা হয়েছিল সেই বিগ্রহ। এরপর মাটি থেকে মূর্তিটি তোলার সময় কোনও ভাবে গণেশের শুঁড় ভেঙে যায়। কথিত রয়েছে, পরবর্তীকালে মহারাজা গিরিশচন্দ্রের নির্দেশে এক শিল্পী সেই ভগ্ন মূর্তিকে দেবীমূর্তির রূপ দেন। সেই মূর্তিই পরবর্তীকালে ভবতারিণী রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।এই ভবতারিণী মায়ের বিগ্রহের বিশেষত্বও রয়েছে। প্রচলিত কালীমূর্তির মতো মায়ের হাতে খড়্গ নেই, গলায় নেই মুণ্ডমালা, এমনকি পাশে নেই শৃগালও। চারচালা স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত এই মন্দিরও নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে অনন্য। ২০১৯ সালে ঐতিহাসিক গুরুত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ মন্দিরটি হেরিটেজ তকমা পায়। নবদ্বীপের সেই ঐতিহ্যবাহী ভবতারিণী মন্দিরের স্থাপত্য ও রূপকেই এবার জয়নগরের তিলিপাড়ার ৭-এর পল্লী সর্বজনীন শ্রীশ্রী শ্যামাপুজোর মণ্ডপে ফুটিয়ে তুলেছেন উদ্যোক্তারা। পুজো কমিটির কর্মকর্তা গৌরচাঁদ নন্দী জানান, বর্তমানে বিভিন্ন পুজোয় চোখধাঁধানো থিম, আলোকসজ্জা ও আধুনিক ভাবনার প্রতিযোগিতা চলছে। কিন্তু তাঁরা চেয়েছিলেন বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং বিখ্যাত মন্দিরগুলির ইতিহাসকে মানুষের সামনে তুলে ধরতে। সেই ভাবনা থেকেই নবদ্বীপের ভবতারিণী মায়ের মন্দিরকে বেছে নেওয়া হয়। ক্লাবের সদস্যদের নিজস্ব উদ্যোগ ও সৃজনশীলতায় তৈরি হয়েছে এই মণ্ডপ। এবছর ২৪তম বর্ষে পদার্পণ করেছে জয়নগর ৭-এর পল্লী সর্বজনীন শ্রীশ্রী শ্যামাপুজো। পুজো উপলক্ষে রবিবার দরিদ্র নারায়ণ সেবা এবং মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছে বলে জানান পুজো উদ্যোক্তারা।সব মিলিয়ে আধুনিক থিমের চাকচিক্যের পাশাপাশি বাংলার প্রাচীন মন্দির স্থাপত্য ও ধর্মীয় ঐতিহ্যকে তুলে ধরে এবারের শ্যামাপুজোয় বিশেষ আকর্ষণ হয়ে উঠেছে জয়নগরের ৭-এর পল্লী।

জয়নগরে স্ত্রীকে খুনের অভিযোগে গ্রেফতার স্বামী, আদালতে পেশ ধৃত

নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর ঃ স্ত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় খুনের অভিযোগে স্বামীকে গ্রেফতার করল জয়নগর থানার পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জয়নগর থানার উত্তরপাড়া নিজ এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশ কয়েক বছর আগে উত্তরপাড়া নিজ এলাকার বাসিন্দা শিবা হালদার (৩২)-এর সঙ্গে প্রেম করে বিয়ে হয়েছিল স্বপ্না হালদারের। বিয়ের পর থেকেই তাঁদের মধ্যে প্রায়ই সাংসারিক অশান্তি লেগে থাকত বলে জানা গিয়েছে। সোমবার শ্বশুরবাড়ি থেকে স্বপ্নার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনার দিন রাতেই মৃতার বাবা জয়নগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ। এরপর মঙ্গলবার রাতে উত্তরপাড়া নিজ এলাকার বাড়ি থেকে স্বামী শিবা হালদারকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। বুধবার ধৃতকে জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। স্ত্রীর মৃত্যুর পিছনে প্রকৃত কারণ কী, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ফের বাড়ল দুধের দাম! লিটার পিছু ৪ টাকা পর্যন্ত মূল্যবৃদ্ধি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১১ নভেম্বর ঃ ফের মূল্যবৃদ্ধির ধাক্কা! এবার বাড়ল দুধের দাম। দৈনন্দিন জীবনের অন্যতম প্রয়োজনীয় এই খাদ্যপণ্যের দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল মাদার ডেয়ারি। লিটার প্রতি ২ থেকে ৪ টাকা পর্যন্ত দাম বাড়ানোর ঘোষণা করেছে সংস্থাটি। বৃহস্পতিবার থেকেই নতুন দাম কার্যকর হতে চলেছে। ফলে প্রতিদিনের বাজার খরচে আরও কিছুটা চাপ বাড়তে চলেছে সাধারণ মানুষের। বিশেষ করে যেসব পরিবার নিয়মিত মাদার ডেয়ারির দুধ কেনে, তাদের মাসিক খরচ যে বাড়বে, তা বলাই বাহুল্য। তবে আপাতত দিল্লি-এনসিআর অঞ্চলের বাজারেই এই বর্ধিত দাম কার্যকর হচ্ছে। দেশের অন্যান্য শহর ও রাজ্যে একই হারে দুধের দাম বাড়ানো হবে কি না, সে বিষয়ে এখনও কোনও ঘোষণা করেনি সংস্থা। ফলে কলকাতা-সহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ক্রেতাদের জন্য এখনই নতুন দামের কোনও ঘোষণা নেই।
মাদার ডেয়ারির তরফে বিভিন্ন ধরনের দুধের দাম বাড়ানো হয়েছে। সবচেয়ে বেশি দাম বেড়েছে ফুল ক্রিম মিল্কের। এক্ষেত্রে লিটার প্রতি ৪ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। আগে যে দুধের দাম ছিল ৭২ টাকা,



বৃহস্পতিবার থেকে তা বেড়ে হচ্ছে ৭৬ টাকা। অন্যদিকে, টোনড এবং ডবল টোনড দুধের দামও বেড়েছে। এক নজরে দেখে নিন নতুন দাম।
- ফুল ক্রিম মিল্ক (পাউচ)ঃ ৭২ টাকা থেকে বেড়ে ৭৬ টাকা।
- টোনড মিল্ক (বাল্ক)ঃ ৫৮ টাকা থেকে বেড়ে ৬০ টাকা।
- টোনড মিল্ক (পাউচ)ঃ ৬০ টাকা থেকে বেড়ে ৬২ টাকা।
- ডবল টোনড মিল্কঃ ৫৪ টাকা থেকে বেড়ে ৫৬ টাকা।
- গরুর দুধঃ ৬২ টাকা থেকে বেড়ে ৬৫ টাকা।
অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের দুধের ক্ষেত্রে লিটার প্রতি ২ থেকে ৪ টাকা পর্যন্ত দাম বৃদ্ধি করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার থেকেই নতুন মূল্য কার্যকর হবে।
কেন বাড়ানো হল দুধের দাম? হঠা দুধের দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত কেন? এই প্রসঙ্গে মাদার ডেয়ারির তরফে জানানো হয়েছে, দুধ উৎপাদনের খরচ ক্রমাগত বাড়ছে। বিশেষ করে কৃষকদের কাছ থেকে দুধ কেনার দাম আগের তুলনায় অনেকটাই বেড়েছে। পাশাপাশি পশুখাদ্য, পরিবহণ এবং অন্যান্য উপাদন সংক্রান্ত খরচও বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে সংস্থার উপর আর্থিক চাপ তৈরি হয়েছে। সংস্থার বক্তব্য, কৃষকদের ন্যায্য দাম দেওয়া এবং দুধ সরবরাহের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার স্বার্থেই এই মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। চা, কফি থেকে শুরু করে শিশুদের খাবার কিংবা রান্না-প্রতিদিনের জীবনে দুধের ব্যবহার অপরিহার্য। ফলে দুধের দাম সামান্য বাড়লেও মাসের শেষে তার প্রভাব পড়ে সংসারের বাজেটে। আপাতত দিল্লি-এনসিআরেই নতুন দাম কার্যকর হলেও দেশের অন্যান্য বাজারে পরবর্তী সময়ে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, এখন সেটাই দেখার।

সামাজিক দায়বদ্ধতার এক মানবিক উদ্যোগের সাক্ষী বৈদ্যপুর পুলিশ ফাঁড়ি



রাজকুমার ঘোষ, কালনাঃ কালীপুজোকে কেন্দ্র করে সামাজিক দায়বদ্ধতার এক মানবিক উদ্যোগের সাক্ষী থাকল কালনা থানার অন্তর্গত বৈদ্যপুর পুলিশ ফাঁড়ি। পুজোর আনন্দকে সমাজের পিছিয়ে পড়া ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সঙ্গে ভাগ করে নিতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করল বৈদ্যপুর পুলিশ ফাঁড়ি। কালীপুজো উদযাপন উপলক্ষে বৈদ্যপুর পুলিশ ফাঁড়ি প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে অভাবী ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হয় মোট ১০০টি কম্বল ও শাড়ি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কালনার এসডিপিও । বৈদ্যপুর পুলিশ ফাঁড়ির আইসি সৌরভ দত্ত সহ পুলিশ আধিকারিকেরা তাদের উপস্থিতিতে এই বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি সম্পন্ন হয়।পুলিশের এই মানবিক উদ্যোগে স্বাভাবিকভাবেই খুশি উপকৃত মানুষজন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতা ও মানবিকতার বার্তা দিতেই পুলিশের এই উদ্যোগ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। কালীপুজোর উৎসবকে কেন্দ্র করে পুলিশের এই সামাজিক কর্মসূচি এলাকায় প্রশংসা কুড়িয়েছে।

বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে সচেতনতার বার্তা দিতে স্কুলছাত্রীদের নাটক

'স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রামঃ বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে সচেতনতার বার্তা দিতে স্কুলছাত্রীদের অভিনয়ে মঞ্চস্থ হচ্ছে নাটক 'অপরাজিতা' পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশিয়াড়ি ব্লকের তিলাবনি আপার জুনিয়র হাই স্কুলের ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির ন'জন ছাত্রী এই নাটকে অভিনয় করছে। মঙ্গলবার ঝাড়গ্রাম গ্রামীণের গড়শালবনি এলাকায় এবং সন্ধ্যায় শহরের নবচেতনা প্রাঙ্গণে নাটকটির মহড়া প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।জঙ্গলমহলের প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে বাল্যবিবাহের সমস্যা কাছ থেকে দেখেছেন ঝাড়গ্রামের সমাজকর্মী দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়। গড়শালবনি এলাকার বাসিন্দা দীপক বিভিন্ন এলাকায় ঘোরার অভিজ্ঞতা থেকেই বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তুলতে নাটক তৈরির পরিকল্পনা করেন। তাঁর সঙ্গে উদ্যোগে সামিল হন তিলাবনি জুনিয়র হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শুভাশিস দাস। নাটকটির পরিকল্পনা ও নির্দেশনার দায়িত্বে রয়েছেন দু'জনেই। নাটকের গল্পে উঠে এসেছে এক নাবালিকা ছাত্রীর বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর ফের পড়াশোনায় ফিরে আসার লড়াই। তার এক সহপাঠিনী ও স্কুলশিক্ষিকার উদ্যোগে সমস্ত বাধা পেরিয়ে কী ভাবে সে শিক্ষার আঙিনায় ফিরে



আসে, তা-ই তুলে ধরা হয়েছে নাটকে। ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী রিয়া মাহাতো অভিনয় করেছে আলোর চরিত্রে। মুক্তার ভূমিকায় অষ্টম শ্রেণির প্রিয়াঙ্কা মাহাতো। আর সুমনা ম্যাডামের চরিত্রে রয়েছে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী বর্ণালী সিং। বাল্যবিবাহের মতো পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে ভয় না পেয়ে কী ভাবে পুলিশ, প্রশাসন ও চাইল্ডলাইনের সাহায্য নেওয়া যায়, সেই বার্তাও দেওয়া হয়েছে নাটকে। মূলত পথনাটকের আদলে তৈরি হলেও মঞ্চেও অভিনয় করা যাবে 'অপরাজিতা'। অভিভাবকদের সামনেও নাটকটি পরিবেশনের পরিকল্পনা রয়েছে উদ্যোক্তাদের। তাঁদের আশা, এই নাটকের মাধ্যমে পড়ুয়াদের পাশাপাশি অভিভাবকদের মধ্যেও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সচেতনতা ছড়িয়ে পড়বে।

পরকীয়ার সন্দেহে অশান্তি, মদ্যপানের আসরেই কি প্রেমিককে খুন?

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১১ নভেম্বর ঃ শনিবার রাতে ঠিক কী ঘটেছিল গড়িয়ার ফ্ল্যাটে? কীভাবে লিভ-ইন সঙ্গী সার্থক সরকারকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানো হয়েছিল? প্রেমের সম্পর্কে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি নিয়েই কি শেষ পর্যন্ত ভয়াবহ পরিণতি? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে এবার ঘটনার পুনর্নির্মাণ করল পুলিশ। মঙ্গলবার সকালে গড়িয়ার সেই ফ্ল্যাটে অভিযুক্ত সঞ্চালিকা বসু ও তাঁর মা মৌমিতা বসুকে নিয়ে পৌঁছন তদন্তকারীরা। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরাও। ঘটনাস্থলের বিভিন্ন জায়গা থেকে নমুনা সংগ্রহ করার পাশাপাশি ঘটনার সময় কী পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তা বোঝার চেষ্টা করেন তদন্তকারীরা। গড়িয়ার ওই ফ্ল্যাটে লিভ-ইন সম্পর্কে থাকতেন সার্থক সরকার ও সঞ্চালিকা বসু। অভিযোগ, গত শনিবার সেখানেই ধারালো অস্ত্র দিয়ে সার্থককে কোপানো হয়। গুরুতর আঘাতের জেরে তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় সঞ্চালিকা এবং তাঁর মা মৌমিতা বসুকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ঘটনার পিছনে কী কারণ ছিল এবং খুনের সময় ঠিক কী ভূমিকা ছিল অভিযুক্তদের, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সঞ্চালিকা ও সার্থকের মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরেই সম্পর্কের টানাপোড়েন চলছিল। মূলত তাঁদের সম্পর্কে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি নিয়েই অশান্তি তৈরি হয়েছিল বলে প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে। তদন্তকারীদের দাবি, ঘটনার দিন দু'জনে একসঙ্গে মদ্যপান করছিলেন। সেই সময়ই তাঁদের মধ্যে শুরু হয় তীব্র বচসা। সঞ্চালিকার অভিযোগ ছিল, সার্থকের একাধিক মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে। পালটা সার্থকও সঞ্চালিকার বিরুদ্ধে একাধিক সম্পর্কে জড়িত থাকার অভিযোগ তোলেন বলে জানা যাচ্ছে। দু'জনের মধ্যে এই নিয়ে দীর্ঘক্ষণ কথা কাটাকাটি চলতে থাকে। ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং একে অপরের বিরুদ্ধে পালটা অভিযোগ থেকেই বিবাদ চরমে পৌঁছয়। এরপরই ধারালো অস্ত্র দিয়ে সার্থকের গলায় আঘাত করার অভিযোগ ওঠে সঞ্চালিকার বিরুদ্ধে। ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে শুধু অভিযুক্তদের বয়ানের উপর নির্ভর করতে চাইছেন না তদন্তকারীরা। তাঁদের বক্তব্যের সঙ্গে ঘটনাস্থলের বাস্তব পরিস্থিতি মিলিয়ে দেখতেই মঙ্গলবার ঘটনার পুনর্নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। সঞ্চালিকা ও তাঁর মা মৌমিতা বসুকে নিয়ে পুলিশ ওই ফ্ল্যাটে পৌঁছয়। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরাও ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। ফ্ল্যাটের ভিতরে কোথায় কী ঘটেছিল, বিবাদের সময় অভিযুক্তরা কোথায় ছিলেন এবং কীভাবে সার্থকের উপর হামলা চালানো হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখা হয়। পাশাপাশি বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রয়োজনীয় নমুনা সংগ্রহ করেন ফরেনসিক আধিকারিকরা। তদন্তকারীদের লক্ষ্য, অভিযুক্তদের বয়ানে কোনও অসঙ্গতি রয়েছে কি না, তা চিহ্নিত করা। ঘটনার পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে পাওয়া তথ্যের সঙ্গে ফরেনসিক রিপোর্ট মিলিয়ে খুনের সম্পূর্ণ ঘ

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ৩৩৭ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার , ২৫ কার্ত্তিক, ১৪৩৩

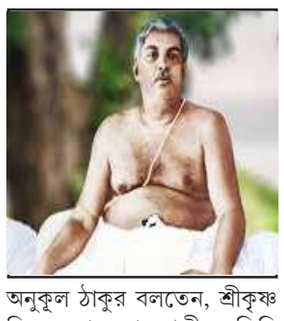
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পরলোকগমন করেন ৬ নভেম্বর, ১৯৭০ সালে। তাঁর সাহিত্যচর্চা শুরু হয় ছাত্রজীবনে। কালক্রমে তিনি গল্প, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতি রচনা করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি হলোঞ্চ উপন্যাস- উপনিবেশ (৩ খন্ড, ১৯৪৪-৪৭), সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী (১৯৪৪), মন্দ্রমুখর (১৯৪৫), শিলালিপি (১৯৪৯), লালমাটি (১৯৫১), কৃষ্ণপক্ষ (১৯৫১), বৈতালিক (১৯৫৫), অসিধারা (১৯৫৭); গল্পগ্রন্থ- ট্রফি (১৯৪৯), বীতংস, জন্মান্তর, ভাঙ্গাবন্দর, দুঃশাসন, ভাটিয়ালী (১৯৫৭), একজিবিশন (১৯৬১), ছায়াতরী, ঘূর্ণি, আলেয়ার রাত; প্রবন্ধগ্রন্থ- সাহিত্য ও সাহিত্যিক (১৯৫৬), সাহিত্যে ছোটগল্প (১৯৫৬), কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ (১৯৬৫), ছোটগল্পের সীমারেখা (১৯৬৯); রম্যরচনা- সুনন্দর জার্নাল (১৯৬৬); কিশোরগ্রন্থ- সপ্তকান্ড, অন্ধকারের আগন্তুক, ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প (১৯৫২), ছুটির আকাশ, খুশির হাওয়া, ঝাউ বাংলোর রহস্য, পঞ্চাননের হাতি, পটলডাঙ্গার টেনিদা, গল্প বলি গল্প শোন, অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ, টেনিদার অভিযান (১৯৪১) ইত্যাদি। তাঁর রচিত নাটক ভাড়াটে চাই এবং আগন্তুক সে সময় বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তিনি কয়েকটি চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যও রচনা করেন। তাঁর রচিত বহু গান, চলচ্চিত্র ও রেকর্ডে গৃহীত হয়েছে। তার উপন্যাস-গল্প রচনার অনুপ্রেরণা যোগান উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, সুধাংশুকুমার রায় চৌধুরী, বিজয় লাল চট্টোপাধ্যায়, মন্মথ সান্যাল, সজনীকান্ত দাস ও ফনীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় শনিবারের চিঠির নিয়মিত লেখক ছিলেন। জীবনের শেষ সময়ে তিনি সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকায় 'সুনন্দ' ছদ্মনামে লিখতেন। ইতিহাসবোধ ও স্বাদেশিকতা তাঁর রচনার উপজীব্য। বাংলার নিসর্গ ও নদনদীর তরঙ্গমালা, বাঙালির আদিম ও আরণ্যক জীবন তাঁর উপন্যাসে রোম্যান্টিকতার নিরিখে মনোজ্ঞভাবে চিত্রিত হয়েছে। তাঁর ছোটগল্পগুলি নাটকীয় ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ। বাংলা সাহিত্যে অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে আনন্দ পুরস্কার (১৯৬৪) ও সাপ্তাহিক বসুমতীর পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা (১৯৬৮) জ্ঞাপন করা হয়। প্রকৃত নাম তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 'নারায়ণ' তাঁর সাহিত্যিক ছদ্মনাম। দিনাজপুর জেলার বালিয়াডিঙ্গিতে তাঁর জন্ম। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল বরিশাল জেলার বাসুদেবপুরের নলচিরায়। পিতা প্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন দারোগা। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৩৩ সালে দিনাজপুর জেলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাস করেন। তারপর ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজে ভর্তি হলেও রাজনৈতিক কারণে ১৯৩৫ সালের ১ মে তাঁকে ফরিদপুর ত্যাগ করতে হয় এবং রিভোলিউশনারি সাসপেক্ট হিসেবে অন্তরীণ থাকার কারণে তিনি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে পারেননি। পরে তিনি বরিশালের বিএম কলেজে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণিতে ভর্তি হন এবং নন-কলেজিয়েট ছাত্র হিসেবে আইএ পাস করেন (১৯৩৬)। একই কলেজ থেকে তিনি ডিস্টিংকশনসহ বিএ (১৯৩৮) পাস করেন। তারপর ১৯৪১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ পরীক্ষায় অসাধারণ ফলাফল অর্জন করায় তিনি 'ব্রহ্মময়ী স্বর্ণপদক' লাভ করেন। ওই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই ১৯৬০ সালে তিনি ডিফিল ডিগ্রি অর্জন করেন।

সাংবাদিক অরুণ মিত্র

প্রথিতযশা কবি, অনুবাদক ও খ্যাতনামা অধ্যাপক অরুণ মিত্রের কবিতায় সমকালীন জীবন, জীবনের সংকট এর সাথে রয়েছে যুগযন্ত্রণার অতীত চিরন্তন প্রেম ভালোবাসার ইতিবৃত্ত। মাত্র ষোলো বছর বয়সে 'বেণু' নামে একটি কিশোর পত্রিকায় প্রথম তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়। তাঁর মৌলিক কাব্যগ্রন্থগুলি হল প্রান্তরেখা (১৯৪৩), উৎসের দিকে (১৯৫০), ঘনিষ্ঠ তাপ(১৯৬৩), মঞ্চের বাইরে মাটিতে (১৯৭০), শুধু রাতের শব্দ নয় (১৯৭৮), প্রথম পলি শেষ পাথর (১৯৮১) ও খুঁজতে খুঁজতে এতদূর (১৯৮৬)। শুধু রাতের শব্দ নয় কাব্যগ্রন্থটি ১৯৭৯ সালে রবীন্দ্র পুরস্কারে এবং খুঁজতে খুঁজতে এতদূর কাব্যগ্রন্থখানি ১৯৮৭ সালে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারে সম্মানিত হয়। ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর একমাত্র উপন্যাস শিকড় যদি চেনা যায়। তাঁর মৌলিক প্রবন্ধ গ্রন্থ ফরাসি সাহিত্য প্রসঙ্গে প্রকাশিত হয় ১৯৮৫ সালে। বাংলায় তিনি একাধিক গ্রন্থ অনুবাদও করেছেন। তাঁর কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের নাম ঞ্চ প্রান্তরেখা (১৯৪৩), উৎসের দিকে (১৩৫৭), ঘনিষ্ঠ তাপ (১৯৬৩), মঞ্চের বাইরে (১৯৭০), শুধু রাতের শব্দ নয় (১৯৭৮), প্রথম পলি শেষ পাথর (১৯৮০), শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৮৫)। ১৯৯০ সালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানিক ডি. লিট. উপাধিতে ভূষিত করে। ফরাসি ভাষা ও সাহিত্যে নিরন্তর গবেষণার জন্য ১৯৯২ সালে ফরাসি সরকার তাঁকে 'লিজিয়ন অফ অনার' সম্মানে ভূষিত করে। তিনি যশোর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই অরুণ মিত্র কলকাতায় চলে আসেন। কলকাতার বঙ্গবাসী স্কুলে তাঁর শিক্ষাজীবনের সূত্রপাত ঘটে। ১৯২৬ সালে এই স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২৮ সালে বঙ্গবাসী কলেজ থেকে আইসিএস পরীক্ষা ও ১৯৩০ সালে রিপন কলেজ (বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) থেকে ডিস্টিংশন সহ বিএ পাস করেন। এই সময়ে সাহিত্যের চেয়ে সংগীতের প্রতি তাঁর অধিক আকর্ষণ ছিল। আবার এই সময়েই ভিক্টর হুগোর উপন্যাস ইংরেজি অনুবাদে পড়ে ফরাসি সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ফরাসি ভাষা শিখতে শুরু করেন। বিএ পাস করার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যে এমএ পড়া শুরু করেন। কিন্তু পিতামাতার জ্যেষ্ঠপুত্র হওয়ায় সাংসারিক দায়দায়িত্বের চাপে এমএ পড়া অসমাপ্ত রেখেই ১৯৩১ সালে আনন্দবাজার পত্রিকায় চাকরি গ্রহণ করতে বাধ্য হন। তারপর থেকে তিনি লেখায় মগ্ন থাকতে শুরু করেন।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর



অনুকূল ঠাকুর বলতেন, শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন মানবতার প্রতীক। তিনি মানুষের স্বাধীন চিন্তার করার অধিকারকে স্থান দিয়েছিলেন। স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করার অধিকারকে তিনি গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। তিনি চাইতেন অশুভ শক্তির পরাজয়। তিনি সব সময়ে শুভশক্তির উদ্ভব চেয়েছিলেন বলেই তিনি আজকেও দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে পুজিত হচ্ছেন। মানবজাতির জয়গান গেয়েছিলেন ঠাকুর। মাতৃধর্ম পালন করাই হচ্ছে সন্তানদের মুখ্য কর্তব্য। মাতৃধর্মটা কি? মাতৃধর্ম হচ্ছে মাকে ভালোবাসা দেওয়া। শ্রদ্ধা করা।

সাধক রামপ্রসাদ



সত্যকে প্রকাশ করতে এবং গ্রহণ করতে আগ্রহী ছিলেন। সাধক রামপ্রসাদ সব সময়ে মাকে ডাকতেন। শ্যামা সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে মায়ের পুজো করতেন সাধক রামপ্রসাদ। তিনি ভক্তি দিয়ে সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। শ্যামা সঙ্গীত গাইতেন। তিনি বলেছেন, পুজো করেও মায়ের নাম করা যেমন যায় ঠিক তেমনি গান গেয়ে গান রচনা করে মা শ্যামার ভক্তি প্রকাশ করা সম্ভব। মা শ্যামা হচ্ছেন শক্তিদায়িনী। তিনি সবাইকে শক্তি দিয়ে থাকেন। তিনি তাঁর ভক্তদের কারোর কাছে পরাস্ত হন না। মা শ্যামা ওপরে ভরসা করতে হবে। তাকে ভক্তি দিতে হবে। তার প্রতি ভালোবাসা দেখতে হবে। মা মা বলে ডাকতে হবে। মা বলে ডেকে ডেকে পাগল হয়ে যেতে হবে। তবেই মা শ্যামা তাকে দেখা দেবেন। সাধক রামপ্রসাদ বলতেন, সত্যকে জানার চেষ্টা করবি। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবি। তাহলে জীবনে কোনও দিন ঠকবি না। জীবনের সত্যকে গ্রহণ করার মতো আর দ্বিতীয় আনন্দ নেই। সারা জীবন ধরে সত্যকে অবলম্বন করে চললে তাকে কেউই পরাজিত করতে পারে না।

মেকি প্রগতির আস্ফালনে মনীষীদের অবমাননা, শিক্ষাঙ্গনে মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়

শিবনাথ দাস

মুক্তচিন্তার নামে ঔদ্ধত্যের আস্ফালন, প্রতিবাদের নামে কুরুচির প্রদর্শন এবং তথাকথিত আধুনিকতার মোড়কে ঐতিহ্যকে অস্বীকার করার বিকৃত প্রবণতা আজ বাংলার শিক্ষাঙ্গনের সামনে এক গভীর প্রশ্নচিহ্ন তুলে ধরেছে। প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক ঘটনা কেবল কয়েকজন পড়ুয়ার আচরণগত বিচ্যুতি নয়, বরং আমাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনৈতিক চেতনা ও সামাজিক মূল্যবোধের সামগ্রিক অবস্থান নিয়ে নতুন করে ভাবার অবকাশ তৈরি করেছে।

বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে যে কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় নিঃসন্দেহে তাদের অন্যতম। এক সময়কার হিন্দু কলেজ থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজ, আর সেখান থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তরণের দীর্ঘ ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায়ে জড়িয়ে রয়েছে বাংলার বৌদ্ধিক জাগরণ, যুক্তিবাদী চিন্তা, সমাজ সংস্কার এবং আধুনিক শিক্ষার এক অনন্য উত্তরাধিকার। এই প্রতিষ্ঠান কেবল ডিগ্রি প্রদানের গতানুগতিক কেন্দ্র ছিল না, ছিল চিন্তার স্বাধীনতা, মননের সুষম বিকাশ এবং সমাজকে নতুন চোখে দেখার এক পথপ্রদর্শক ক্ষেত্র। সেই ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গণেই সম্প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের ছবি সংবলিত একটি পোস্টারে অত্যন্ত আপত্তিকর ও অবমাননাকর শব্দ প্রয়োগের ঘটনা সামনে এসেছে। এক জন সর্বজনশ্রদ্ধেয় মনীষীর ছবি ব্যবহার করে এমন কুরুচিকর ভাষা প্রয়োগ নিঃসন্দেহে রুচি, শালীনতা এবং সামাজিক দায়িত্ব বোধের প্রশ্নকে সামনে এনে দাঁড় করায়।

ঘটনাটিকে নিছক একটি পোস্টার বিকৃতি কিংবা ছাত্ররাজনীতির সাধারণ বিবাদ বলে উড়িয়ে দেওয়ার কোনও সুযোগ নেই। কারণ, এখানে প্রশ্নটি কেবল একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বকে অপমান করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আমাদের ইতিহাসের প্রতি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং সর্বোপরি শিক্ষাঙ্গনে প্রতিবাদের ভাষা কতটা সংযত ও দায়িত্বশীল হওয়া উচিত, সেই মৌলিক প্রশ্ন। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা, সংশ্লিষ্ট পক্ষের বক্তব্য গ্রহণ এবং তদন্ত কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে অভিযুক্ত দুই পড়ুয়ার বিরুদ্ধে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও



ডিগ্রি পাঠ্যক্রমে তাঁদের ভর্তির ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞার কথা সামনে এসেছে। রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তরও মনীষীদের অবমাননার বিরুদ্ধে কঠোর প্রশাসনিক অবস্থানের কথা জানিয়েছে।

প্রশাসনিকভাবে এই পদক্ষেপের গুরুত্ব অবশ্যই রয়েছে। কোনও বিদ্যাপীঠের ন্যূনতম শৃঙ্খলা ও প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা রক্ষার জন্য এ ধরনের কঠোর ব্যবস্থা অনিবার্য। কিন্তু এখানেই কি সমস্ত দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়? কয়েকজন পড়ুয়ার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেই কি শিক্ষাঙ্গনের গভীরে জমে থাকা অসহিষ্ণুতা, অন্ধ বিদ্বেষ, অশালীনতা এবং রাজ নৈতিক প্রতিহিংসার বিষাক্ত প্রবণতা দূর হয়ে যাবে? যে অসুস্থ মানসিকতা থেকে এমন ঘটনার জন্ম হয়, সেই মানসিকতার আমূল পরিবর্তন ঘটানোর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিকভাবে কী উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে, সেটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কারণ, একটি ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের তাৎক্ষণিকভাবে চিহ্নিত করে শাস্তি দেওয়া সম্ভব হলেও, বৃহত্তর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে যদি সেই ক্ষতিকারক প্রবণতার শিকড় অক্ষত থেকে যায়, তবে ভবিষ্যতে ভিন্ন কোনও মোড়কে একই ধরনের কুরুচিকর ঘটনা আবারও ফিরে আসতে পারে।

এখানেই আজকের তথাকথিত প্রগতিশীলতার একটি বড় অংশের আন্তরিক আত্ম সমালোচনার প্রয়োজন রয়েছে। প্রগতিশীল হওয়া মানে কি অতীতের সমস্ত অর্জন ও অবদানকে এক লহমায় অস্বীকার করা? মুক্তচিন্তার অর্থ কি নিজের পছন্দের বাইরে থাকা প্রতিটি বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে প্রকাশ্যে অপমান করা? আধুনিক হওয়ার অর্থ কি শালীনতা, আত্মসংযম এবং শ্রদ্ধাবোধকে অপ্রয়োজনীয় ও সেকেলে বলে বর্জন করা? এই মৌলিক প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজা আজ অত্যন্ত জরুরি। কারণ, প্রকৃত প্রগতিশীলতা কখনও অন্ধ বিদ্বেষ ও ধ্বংসাত্মক মানসিকতার উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। প্রকৃত মুক্তচিন্তা মানুষকে যুক্তিবাদী করে, প্রশ্ন করতে শেখায়, প্রতিষ্ঠিত ধারণাকে নির্মোহভাবে বিশ্লেষণ করতে শেখায়। কিন্তু সেই প্রশ্নের ভাষা যদি কেবল ব্যক্তিগত আক্রমণ, কদর্য ভাষা এবং চরিত্রহননের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে, তবে তাকে মুক্তচিন্তার সুস্থ প্রকাশ বলা চলে না, বরং তা এক ধরনের বৌদ্ধিক দেউলিয়া পনা।

স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে মতপার্থক্য থাকতেই পারে, তাঁর সামাজিক বা আধ্যাত্মিক দর্শনের বিভিন্ন দিক নিয়ে অ্যাকাডেমিক স্তরে বিতর্ক, বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা ও গবেষণা হতে পারে। কোনও ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বই সমালোচনার ঊর্ধ্বে নন। বরং একটি সুস্থ ও গণতান্ত্রিক সমাজে মনীষীদের চিন্তাভাবনাকে নতুন প্রজন্মের সামনে যুক্তি ও প্রমাণের আলোয় বিচার করার অবাধ সুযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু গঠনমূলক সমালোচনা এবং কুরুচিকর চরিত্রহননের মধ্যে যে মৌলিক নীতিগত ফারাক রয়েছে, সেটি ভুলে গেলে চলবে না। একটি রাজনৈতিক মতাদর্শের বিরোধিতা করতে গিয়ে কোনও মনীষীকে লক্ষ্য করে নোংরা শব্দ প্রয়োগ করা যুক্তির শক্তি প্রকাশ করে না, বরং তা প্রতিপক্ষের বৌদ্ধিক দৈন্য ও যুক্তির দুর্বলতাকেই নগ্নভাবে সামনে নিয়ে আসে।

শিকাগোর বিশ্বধর্ম মহাসভায় দাঁড়িয়ে স্বামী বিবেকানন্দ যে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ভারতীয় দর্শন ও সর্বজনীন মানবিকতাকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরেছিলেন, তা ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। তাঁর চিন্তার কেন্দ্রে ছিল মানুষের মর্যাদা, অসীম আত্মবিশ্বাস, সার্বিক শিক্ষা, পরার্থপর মানবসেবা এবং আত্মশক্তির জাগরণ। তিনি যুবসমাজকে আত্মবিশ্বাসী হতে বলেছিলেন, আর্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে শিখিয়েছিলেন এবং একটি পরাধীন জাতির আত্মমর্যাদাকে জাগ্রত করার ডাক দিয়েছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক বা ধর্মীয় দর্শনের সঙ্গে কেউ একমত না-ও হতে পারেন, তাঁর বক্তব্যের তীব্র তাত্ত্বিক সমালোচনাও করতে পারেন। কিন্তু সেই সমালোচনা হওয়া উচিত যথাযথ তথ্য, ইতিহাস ও প্রামাণ্য যুক্তির ভিত্তিতে। অবমাননাকর শব্দ ও অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে কোনও মনীষীর ঐতিহাসিক মূল্যায়ন সম্ভব নয়। তাতে ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠ বিচার হয় না, বরং আক্রমণকারীর নিজস্ব সমকালীন মানসিকতার কদর্য রূপটিই উন্মোচিত হয়।

দুঃখের বিষয়, আমাদের শিক্ষাঙ্গনের একটি অংশে আজ প্রতিবাদের ভাষা নিয়ে অদ্ভুত এক দিকভ্রান্তি ও রাজনৈতিক বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। ছাত্ররাজনীতি নিঃসন্দেহে একটি গণতান্ত্রিক সমাজের অপরিহার্য অঙ্গ। বিশ্ববিদ্যালয় হল নতুন চিন্তার জন্মভূমি, যেখানে মতের সংঘাত থাকবে, মতাদর্শের গভীর বিতর্ক থাকবে, ছাত্র সংগঠনগুলির পারস্পরিক প্রতিযোগিতা থাকবে এবং প্রশাসনের নীতির সমালোচনাও হবে। কিন্তু রাজনৈতিক বিরোধিতার অর্থ কখনও এই হতে পারে না যে, মতাদর্শের ভিন্নতার কারণে শ্রদ্ধেয় মনীষীদের ব্যক্তিগত আক্রমণের নিশানা করা হবে। কোনও নির্দিষ্ট ছাত্র সংগঠনের বিরোধিতা করতে হলে তাদের নীতি, কর্মসূচি, রাজনৈতিক অবস্থান কিংবা কার্যকলাপ নিয়ে রাজপথে বা দেওয়ালে বিতর্ক তোলা যেতে পারে। কিন্তু সেই বিরোধিতার অছিলায় মনীষীদের ছবিতে কালি লাগানো বা কুরুচিকর ভাষা ব্যবহারের মধ্যে প্রতিবাদের কোনও সুস্থ ও গঠনমূলক চরিত্র খুঁজে পাওয়া যায় না।

এখানে বাকস্বাধীনতার প্রশ্নটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাকস্বাধীনতা গণতন্ত্রের প্রধান ভিত্তি হলেও স্বাধীনতা আর স্বেচ্ছাচারিতা কখনও এক নয়। নিজের মত প্রকাশের অধিকারের সঙ্গে যুক্ত থাকে সামাজিক দায়বদ্ধতা ও অন্যের প্রতি ন্যূনতম সম্মান বোধ। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা কখনও যুক্তিহীন কুরুচির অবাধ ছাড়পত্র হতে পারে না। যে তথাকথিত স্বাধীনতা অন্যের আত্মমর্যাদা ও ঐতিহ্যকে পদ দলিত করে নিজের উপস্থিতি জানান দিতে চায়, তার সার্থকতা নিয়ে গণতান্ত্রিক সমাজে প্রশ্ন ওঠা অনিবার্য।

বাংলার নবজাগরণের ইতিহাস আমাদের শেখায় যে রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ কিংবা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু প্রচলিত অচলায়তনের বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের প্রতিবাদের প্রধান হাতিয়ার ছিল জ্ঞান, আত্মসংযম এবং মানুষের কল্যাণে নিজেদের উৎসর্গ করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। তাঁরা কখনও সস্তা প্রচারের জন্য কুরুচির আশ্রয় নেননি। প্রেসিডেন্সির ঐতিহ্যও সেই গভীর জ্ঞানচর্চা ও বৌদ্ধিক উৎকর্ষের প্রতীক।

আজকের শিক্ষাঙ্গনে সেই গভীরতার বদলে তাৎক্ষণিক বিতর্ক, সমাজমাধ্যমের নজরকাড়া চটক এবং রাজনৈতিক আনুগত্যই কি মুখ্য হয়ে উঠছে? বিদ্যাপীঠের দেওয়ালে কেবল পোস্টার সেঁটে রাখা থাকে না, ফুটে ওঠে একটি জাতির ভবিষ্যৎ মূল্যবোধের প্রতিচ্ছবি। সেখানে যদি যুক্তির জায়গা দখল করে অন্ধ আস্ফালন ও অবমাননা, তবে তা গোটা সমাজকেই অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেয়। মনীষীদের অবমাননা করে প্রগতিশীল হওয়া যায় না, বরং ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা, স্বাধীন চিন্তার আত্মমর্যাদা এবং মানবিক মূল্য বোধের সুস্থ মেলবন্ধনেই নিহিত থাকে প্রকৃত প্রগতির পথ।

সুকুমার সেন

রমেন হালদার

সুকুমার সেন ছিলেন একজন ভাষাতাত্ত্বিক ও সাহিত্য বিশারদ। বৈদিক ও ধ্রুপদি সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, বাংলা, আবেস্তা ও প্রাচীন পারসিক ভাষায় তাঁর বিশেষ বুৎপত্তি ছিল। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ও পুরাণতত্ত্ব আলোচনাতেও তিনি তাঁর বৈদগ্ধের পরিচয় রেখেছিলেন। ১৯০১ সালের ১৬ই জানুয়ারি কলকাতার গোয়াবাগানের মাতুলালয়ে সুকুমার সেনের জন্ম হয়। পিতা হরেন্দ্রনাথ মিত্র ছিলেন বর্ধমান কোর্টের আইনজীবী এবং মা নলিনী দেবী। বর্ধমান জেলার গোতান গ্রামে ছিল তাঁদের পৈতৃক নিবাস। এখানেই সুকুমার সেনের পড়াশোনার শুরু। ১৯১৭ সালে বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুল থেকে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষা এবং ১৯১৯ সালে বর্ধমান রাজ কলেজ থেকে বাংলা, সংস্কৃত, লজিক ও অঙ্কে লেটার সহ প্রথম বিভাগে আই.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২১ সালে কলকাতার সংস্কৃত কলেজ থেকে সংস্কৃতে সাম্মানিক সহ প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম.এ. পরীক্ষায় পাশ। ১৯২৫ সালে 'সিনট্যাক্স অফ বৈদিক প্রোজ' নামে একটি থিসিস লিখে প্রেমচাঁদ- রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। তাঁর গবেষণা প্রবন্ধ 'নোটস অফ দি ইউজ অফ কেসেস ইন দ্য কথক সংহিতা' ।

ঔপন্যাসিক, গল্পকার ও প্রাবন্ধিক আশালতা সিংহ

রমেন সর

ঔপন্যাসিক, গল্পকার এবং প্রাবন্ধিক আশালতা সিংহ জন্মঃ- ১০ নভেম্বর, ১৯১১ । যাঁর লেখা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, '...আশার মননশক্তির মধ্যে অসাধারণতা আছে'; তিনি আশালতা সিংহ। নিতান্ত অল্প বয়সে অমিতার প্রেম উপন্যাসে, 'নারী' নামক প্রবন্ধে তাঁর যে স্বাধীন মনের প্রকাশ দেখা যায়, তা যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছিল। ১৯৪৬-এ প্রকাশিত হয় আশালতার সমী ও দীপ্তি প্রবন্ধগ্রন্থ। ভাগলপুরের প্রবাসী বাঙালি পরিবারের এগারো বছরের একটি বালিকা বাবার সঙ্গে কলকাতায় এসেছে। উঠেছে বেল তলা রোডের বাড়িতে। সে বাড়ি থেকে দেখা যায় দেশবন্ধুর বাড়ি। বোধ হয় কুড়ি কি একুশ সাল। মহাত্মা গাঁধী এসেছেন দেশবন্ধুর বাড়ি। মেয়েটি দেখতে চায় তাঁকে। 'একদিন সকালে আমরা গান্ধীকে দেখতে গেলাম। বাবা-কাকা আমাকে ভীষণ সাজিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। দামী বেনারসী শাড়ি। এক-গা গয়না।' সাজানো- গোছানো মেয়েটি যখন হাজির হল গাঁধীর কাছে, তিনি খুব বকলেন। হিন্দিতে বললেন 'দেশের এমন দুর্দিনে গয়না পরতে নেই। ছিঃ! দাও, আমাকে সব খুলে দাও'। অপর্ণা দেবীকে গাঁধী বললেন কথাগুলো বাংলা করে বুঝিয়ে দিতে। কিন্তু, আশালতা লিখছেন, 'আমি বুঝেছিলাম সব। কী করব হঠাৎ ঠিক করতে পারছিলাম না। বাবার মুখের দিকে তাকালাম। বাবা বললেন, দাও, মহাত্মা চেয়েছেন; সব গয়না খুলে ওঁকে দাও। আমি একে একে খুলে দিলাম। কিন্তু ভাল লাগছিল; এমন করে সব অলঙ্কার মহাত্মাকে দিয়ে দিতে খুব ভাল লাগছিল।'

আশালতা সিংহ বিহারের ভাগলপুরে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যশিক্ষার হাতেখড়ি গৃহের ভিতরেই। আশালতা সিংহ এগারো বছর বয়সে বাবার সঙ্গে কলকাতায় এসে উঠেন বেলতলা রোডের বাড়িতে। তের বছরের ১৯২৪ সালে বীরভূমের বাতিকার গ্রামের জমিদার বাড়ির বউ হতে হয়েছে।

সাহিত্যকর্ম ঃ বর্তমান শতকে তিরিশের দশকে তাঁর গল্প ও উপ্যাস সকলকে চমক দিয়েছিল। সাহিত্য জীবনে খ্যাতি ও অখ্যাতি দুই তিনি পেয়েছিনেন। প্রবাসী, বসুমতী, বিচিত্রা সব বড় বড় কাগজে লিখেছেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ- আবির্ভাব, কলেজের মেয়ে,স্বয়ম্বরা, বিয়ের পরে, শহরের মোহ, সমর্পণ, একাকী, ভুলের ফসল, নূতন অধ্যায়,



দুই নারী, জীবনধারা। তাঁর লেখা জীবন গ্রন্থ ঃ শ্রীশ্রীবালানন্দ দেবের জীবনী,তপোবনে জ্যোতির্ময় দেবতা, পরমপুরুষ শ্রীশ্রীমহানন্দ, অমর জীবনী, সতাং প্রসঙ্গ একই বৃত্তে শ্রবণ মঙ্গলম।

সন্ন্যাসিনী আশাপুরী হয়ে সেই মেয়েটি, আশালতা সিংহ, যখন লেখালিখি থেকে স্বেচ্ছা নির্বাসনে দিন কাটাচ্ছেন দুবরাজপুরে তখনই এক বিষণ্ণ সন্ধ্যার পূর্ব মুহূর্তে উত্তাল হয়ে ওঠে তাঁর বালিকা-স্মৃতি, 'মহাত্মা গান্ধী আবার আমাকে বললেন, তুমি আর কারুর কাছে গয়না চাইতে পারবে না। দেশের দুর্দিনে মায়েরা কি অলঙ্কার পরে? আমাকে কথা দাও, বাবার কাছে কিংবা বিয়ের পর স্বামীর কাছে কখনও গয়না চাইবে না... সেদিন ধন্য হয়ে কথা দিয়েছিলাম মহাত্মাকে। না, তারপর আমি বাবার কাছে কি স্বামীর কাছে কোনদিনও কোন অলঙ্কার চাই নি, পরিও নি; আমার চাইতে কি পরতে ইচ্ছেও করে নি'।

শুধু দেশের টানে অলঙ্কার দিয়ে দেওয়াই নয়, সেই এগারো বছর বয়সেই নিজের হাতে চরকা কাটত ছোট্ট আশালতা। সে স্মৃতি কোনও দিন ভোলেনি সে। পরে লিখেছে, 'আমার পিতৃপিতামহের আদি নিবাস চন্দ্রকোণায়। তাঁরা তিন পুরুষ থেকে তখন বিহার প্রবাসী। চন্দ্রকোণার তাঁতীরা নাকি মসলিন বোনায় সুদক্ষ ছিল। আমার চরকা কাটা সুতো ১৯২১-২২ সালে ঐ আমার দশ এগার বছর বয়সেই এত সরু হতো যে সবাই চন্দ্রকোণার তাঁতী বলে ক্ষেপাতো। আমার স্কুলের সেক্রেটারি সুরেন গাঙ্গুলী তখন আমায় বললেন; 'চরকাকাটা খদ্দর পরলে চাকর টেকে না এমনি একটা কথা শরৎ বলেছে, কারণ সে খদ্দরের কাপড

ভাইফোঁটার দিন বড় বার্তা বিজেপির সাংসদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ১১ নভেম্বরঃ বাংলায় বোনেদের সুরক্ষিত রাখতে এই ভাইফোঁটায় সকল ভাইকে শপথ নিতে হবে। বুধবার ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন পুরুলিয়া জেলা বিজেপির মহিলা নেত্রী-কর্মীদের কাছ থেকে ভাইফোঁটা নিয়ে সকল ভাইদের প্রতি এমন আহ্বান-ই রাখলেন পুরুলিয়ার সাংসদ তথা রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো। এদিন শহর পুরুলিয়ার রাঁচি রোডে সাংসদ কার্যালয়ে তিনি দলের মহিলা নেতা-কর্মীদের কাছ থেকে ফোঁটা নেন। সেই সঙ্গে ভাই- বোনের স্নেহের সম্পর্ককে মজবুত রাখতে বোনের কাছ থেকে ভাইফোঁটার ওই থালি নিয়ে রাজ্য পুলিশ থেকে জওয়ানদেরকেও ফোঁটা দেন সাংসদ। বোনেদের সুরক্ষার বিষয়ে বিকালে জমা, সকালে খরচ-র কথা মনে করিয়ে দেন তিনি। যারা বোনেদের প্রতি কু-দৃষ্টি দেবেন তাদের পরিণতি যে বিকালে জমা ও সকালে খরচের মত হবে। সেটাও পরিস্কার করে দেন তিনি। সাংসদ বলেন, ''ভাই-ফোঁটার দিনে বোনেরা যেমন ভাইয়ের দীর্ঘায়ু কামনায় ফোঁটা দিচ্ছেন। ঠিক তেমনই পশ্চিমবাংলায় বোনেদেরকে সুরক্ষিত



রাখার জন্য সকল ভাইদেরকে আজকের দিনেই শপথ নিতে হবে।'' পশ্চিমবাংলায় যে সরকার চলছে, তারা বোনেদেরকে সুরক্ষিত রেখেছে। এই কথা বলে সাংসদ জানান, ''যাঁরা বোনেদের প্রতি কু-দৃষ্টি দিয়েছে তাদেরকে আপনারা দেখেওছেন বিকালে জমা, সকালে খরচ। আগামী দিনেও কিন্তু এটা হবে।'' আগে সন্ধ্যা সাতটার পর বোনেরা বার হলে তাদেরকে প্রশ্ন করা হতো? তাদের দায়িত্ব কে নেবে? সেই কথা বলে সাংসদ বলেন,''যে ভাই দেশের প্রধানমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন তাঁরা বোনেদের দায়িত্ব নিয়েছেন। সেই রকমই আমরা সকল বোনেদের দায়িত্ব নেব।'' এদিন দুপুরে সাংসদ কার্যালয়ে রীতিমতো উৎসবের চেহারা নেয়। ঠিক যেমন ভাবে ফোঁটা হয়। অর্থাৎ ফোঁটার থালিতে প্রদীপ জ্বালিয়ে, সাংসদের মাথায় ধান ছড়িয়ে, দুর্বা ঘাস দিইয়ে, আয়না-চিরুনি দেখে ফোঁটা পর্ব চলে। হয় মিষ্টি মুখ। বোনেরা যেমন সাংসদ ভাইকে লাড্ডু খাওয়ান। তেমনই সাংসদও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান থেকে রাজ্য পুলিশের কর্মীদের লাড্ডু খাইয়ে দেন। বিজেপির মহিলা মোর্চার সভাপতি পুনম সিং পান্ডে বলেন, ''সাংসদ আমাদের দাদা। ফোঁটা দিয়ে আমরা ওনার দীর্ঘায়ু কামনা করেছি। উনি আমাদের সকলকে আশীর্বাদ করেছেন। আমাদেরকে সুরক্ষিত রাখার কথা বলেছেন। বিজেপি একটা পরিবারের মতো। এদিন ফোঁটার অনুষ্ঠান থেকে আমরা সেই বার্তা দিলাম।''

পূর্বস্থলী দক্ষিণের বিধায়ককে ভাইফোঁটা দিলেন মহিলা মোর্চার কর্মীরা, আগামী পাঁচ বছর মানুষের পাশে থাকার আর্জি

প্রসেনজি দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ১১ নভেম্বরঃ ভাই-বোনের স্নেহ, ভালোবাসা ও আত্মিক সম্পর্কের বন্ধনকে আরও দৃঢ় করতে ভাইফোঁটার দিন বিশেষ উদ্যোগ নিল কাটোয়া সাংগঠনিক জেলা মহিলা মোর্চা। উৎসবের আবহে বুধবার



সকালে পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভার বিধায়ক কার্যালয়ে আয়োজন করা হয় এক বিশেষ ভাইফোঁটা অনুষ্ঠানের। সেখানে মহিলা মোর্চার কর্মী ও কার্যকর্তারা পূর্বস্থলী দক্ষিণের বিধায়ক প্রাণকৃষ্ণ তপাদারকে ভাইফোঁটা দিয়ে তাঁর দীর্ঘায়ু, সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনা করেন। এদিনের অনুষ্ঠানে মহিলা মোর্চার একাধিক কার্যকর্তা উপস্থিত ছিলেন। শুধু বিধায়ক প্রাণকৃষ্ণ তপাদারই নন, বিজেপির অন্যান্য দাদা ও ভাইদেরও ভাইফোঁটা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন মহিলা মোর্চার কর্মীরা। উৎসবের আনন্দ, পারস্পরিক সৌহার্দ্য এবং স্নেহ-ভালোবাসার পরিবেশে সম্পন্ন হয় গোটা অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে মহিলা মোর্চার জিএস কণিকা সরকার জানান, মহিলা মোর্চার কর্মীরা সকলে একত্রিত হয়েই বিধায়কসহ বিজেপির সমস্ত দাদা ও ভাইদের জন্য এই ভাইফোঁটার আয়োজন করেছেন। ভাইফোঁটার এই অনুষ্ঠান তাঁদের কাছে শুধুমাত্র একটি উৎসব নয়, বরং পারস্পরিক সম্পর্ক ও ভালোবাসার বন্ধনকে আরও মজবুত করার একটি বিশেষ উপলক্ষ। এদিন বিধায়ক প্রাণকৃষ্ণ তপাদার মহিলা মোর্চার কর্মীদের কাছে জানতে চান, ভাইফোঁটার উপহার হিসেবে তাঁরা কী চান। উত্তরে মহিলা মোর্চার কর্মীরা জানান, তাঁদের আলাদা করে কোনও উপহারের প্রয়োজন নেই। বিধায়ক যেভাবে সাধারণ মানুষের পাশে থেকে কাজ করে চলেছেন, আগামী পাঁচ বছরও যেন একইভাবে মানুষের পাশে থেকে তাঁদের সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসেন, সেটাই তাঁদের একমাত্র প্রত্যাশা। মহিলা মোর্চার কর্মীদের এই বার্তা অনুষ্ঠানে এক বিশেষ মাত্রা যোগ করে। তাঁদের বক্তব্যে উঠে আসে, ব্যক্তিগত কোনও চাওয়া-পাওয়ার চেয়ে মানুষের স্বার্থে কাজ করাই তাঁদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বিধায়কের কাছে তাঁদের প্রত্যাশা, আগামী দিনেও যেন এলাকার মানুষের সুখ-দুঃখের সঙ্গী হয়ে উন্নয়নের কাজ চালিয়ে যান তিনি। সব মিলিয়ে, ভাইফোঁটার এই আয়োজন শুধুমাত্র উৎসবের আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। ভাই-বোনের স্নেহ, ভালোবাসা ও আন্তরিকতার পাশাপাশি রাজনৈতিক সহকর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের এক সুন্দর ছবি ধরা পড়ে এদিনের অনুষ্ঠানে। একই সঙ্গে মানুষের পাশে থাকার অঙ্গীকারই হয়ে উঠল এই ভাইফোঁটা অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান বার্তা।

রক্তের সম্পর্ক ছাড়িয়ে অনুভূতির টানে! অন্যরকম ভাইফোঁটা দেখল মেদিনীপুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেদিনীপুর, ১১ নভেম্বরঃ কারও মা আছে তো বাবা নেই, কেউ আবার জন্ম থেকেই সম্পূর্ণ অনাথ পরিবারের উষ্ণতা ও ভাইফোঁটার আনন্দ যাদের কাছে বরাবরই এক অধরা স্বপ্ন ছিল। তাদের জীবনেই খুশির জোয়ার এনে দিল এক অনন্য উদ্যোগ। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুর-২ নম্বর ব্লকের ভূপতিনগর থানার পাঁউশি অন্ত্যোদয় অনাথ আশ্রমে এ বছরও অত্যন্ত সাড়ম্বরে পালিত হলো ব্যতিক্রমী 'গণ ভাইফোঁটা'। রক্তের সম্পর্কের গণ্ডি পেরিয়ে স্নেহের টানে এ দিন মেতে উঠেছিল গোটা আশ্রম চত্বর। আশ্রম কর্তৃপক্ষ তথা সম্পাদক বলরাম করণের উদ্যোগে আয়োজিত এই গণ ভাইফোঁটা উৎসব এ বছর ৩২ বছরে পদার্পণ করল। ভাইফোঁটা মানেই ভাই-বোনের মেলবন্ধন, উপহারের ছড়াছড়ি আর ভুরিভোজ। কিন্তু পাঁউশি অন্ত্যোদয় অনাথ আশ্রমের ছবিটা একটু আলাদা। এ দিন আশ্রমের শিশুরা শুধু একে অপরকেই ফোঁটা দেয়নি, বরং সমাজের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দূরদূরান্ত থেকে ছুটে আসা বহু মানুষও এই মহতী আয়োজনে সামিল হন। অনাথ শিশুদের মুখে হাসি ফোটাতে এবং তাদের এক বিরাট পরিবারের অংশ করে তুলতে এই গণ ভাইফোঁটার উদ্যোগ এক গভীর সামাজিক বার্তা বহন করে।

পায়ে দগদগে ক্ষত, সেনা ছাউনির মধ্যেই এসে হাজির 'সে'!

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধূপগুড়ি, ১১ নভেম্বরঃ জঙ্গলের মধ্যেই ইতিউতি ঘোরাফেরা করছিল। পায়ে দগদগে ঘা। সেনা জওয়ানদের নজরে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দফতরে খবর দেন তাঁরা। বিন্নাগুড়ি সেনা ছাউনির ভিতরে আহত হাতি, ঘিরে চাঞ্চল্য ডুয়ার্সে, আহত হাতির চিকিৎসা করল বন দপ্তর। তবে কীভাবে আহত হয়েছে হাতিটি, তা এখনও স্পষ্ট নয়। হাতিটির একটি পায়ে গভীর ক্ষত রয়েছে বলে বন দফতর সূত্রে খবর। বিন্নাগুড়ি সেনা ছাউনির ভিতরে রেতি জঙ্গলের একটি অংশে আহত অবস্থায় একটি পূর্ণবয়স্ক হাতিকে দেখতে পান সেনা জওয়ানরা। হাতিটিকে দেখে তার একটি পায়ে গভীর ক্ষত রয়েছে বলে বুঝতে পারেন তাঁরা। এরপরই বিষয়টি বন দফতরের আধিকারিকদের জানান সেনা জওয়ানরা। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন বন দফতরের কর্মীরা। আহত হাতিটির চিকিৎসার উদ্যোগ শুরু হতেই সেনা ছাউনি এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। রাজপুতানা রাইফেলসের অধীন বিন্নাগুড়ি সেনা ছাউনির ভিতরে হাতিটির অবস্থান জানার পর ঘটনাস্থলে পৌঁছন



জলপাইগুড়ি জেলা বনাধিকারিক দ্বীজপ্রতিম সেন, সহকারী জেলা বন আধিকারিক রাজীব দে, বিন্নাগুড়ি বন্যপ্রাণী স্কোয়াডের রেঞ্জার হেমাদ্রী দেবনাথ এবং পশু চিকিৎসকদের একটি দল। আহত হাতিটির চিকিৎসার জন্য বিশেষ দল গঠন করে বন দফতর। দলে ছিলেন প্রশিক্ষিত ট্যাঙ্কুলাইজার কর্মী এবং দুজন পশু চিকিৎসক। হাতিটিকে নিরাপদে নিয়ন্ত্রণে এনে চিকিৎসা করার জন্য সেনা জওয়ানদের সহযোগিতা নেওয়া হয়। সেনা ছাউনির জেসিবির সাহায্যে হাতিটিকে নিয়ন্ত্রণে আনার পাশাপাশি ট্যাঙ্কুলাইজারের মাধ্যমে অচেতন করে তার পায়ের ক্ষত পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করা হয়। তবে কী কারণে হাতিটির পায়ে এত গভীর ক্ষত তৈরি হয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। কোনও ট্রেনের ধাক্কায় হাতিটি আহত হয়েছে, নাকি বিভিন্ন এলাকায় থাকা ধারাল ব্লেড ফেন্সিংয়ের তারে পা কেটে গিয়ে এই ক্ষত তৈরি হয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে বন দফতর। চিকিৎসার পরেও হাতিটির শারীরিক অবস্থা ও গতিবিধির উপর নজরদারি চালানো হচ্ছে। সেনা ছাউনির ভিতরে আহত হাতির উপস্থিতি ঘিরে এখনও সতর্কতা রয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলা সহকারী বন আধিকারিক রাজীব দে জানান, খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বন দফতরের দল ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। আহত হাতিটিকে খুঁজে বের করে চিকিৎসার জন্য প্রশিক্ষিত ট্যাঙ্কুলাইজার কর্মী এবং দুজন পশু চিকিৎসককে নিয়ে বিশেষ দল গঠন করা হয়েছিল। এই কাজে বিন্নাগুড়ি সেনা ছাউনির জওয়ানরাও সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের জেসিবির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। হাতিটিকে সুস্থ করে তোলাই বন দফতরের প্রধান লক্ষ্য।

চিকিৎসকদের উপর নজরদারিতে নোডাল অফিসার নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ১১ নভেম্বরঃ কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল ও কলেজে হাসপাতালের বহির্বিভাগে এবার চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের উপর নজরদারি চালাবেন একজন নোডাল অফিসার। তাঁরা সময়মতো আসছেন কি না, রোগীরা সঠিক পরিষেবা পাচ্ছে কি না, এই সমস্ত কিছু দেখবেন দায়িত্বপ্রাপ্ত নোডাল অফিসার। পাশাপাশি আউটডোর থেকে এক ফাঁকে বেরিয়ে প্রাইভেট চেম্বার বা নার্সিংহোমে চিকিৎসকরা রোগী দেখছেন কি না, তাও নজরে রাখবেন এই অফিসার। এ নিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট দেবেন তিনি। সকাল ন'টা থেকে বেলা দু'টো পর্যন্ত চলে বহির্বিভাগের পরিষেবা। গড়ে প্রতিদিন দুই থেকে আড়াই হাজার মানুষ কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের বহির্বিভাগে চিকিৎসার জন্য আসেন। কিন্তু বারেবারে অভিযোগ উঠেছে যে, এখানে চিকিৎসকরা সময়মতো আসেন না, নির্দিষ্ট সময়ে গেলেও অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের দেখা মেলে না। চিকিৎসকদের কাছে প্রায়ই মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভ-সহ বহিরাগতদের ভিড় লেগে থাকে। এমনকী, চিকিৎসকদের একাংশ রোগীদের প্রাইভেট চেম্বারে দেখাতে ও বেসরকারি ক্লিনিক থেকে পরীক্ষা করাতে উৎসাহিত করেন বলেও অভিযোগ। এর পাশাপাশি স্বাস্থ্যকর্মীদের একাংশের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহার ও ফাঁকিবাজি করার



অভিযোগ রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে এক অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারকে নোডাল অফিসার করে বহির্বিভাগে নজরদারি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। শুধু চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা নন, কোনও রোগী সমস্যায় পড়েছেন কি না, টিকিট কাউন্টার এবং ওষুধের লাইনে সবকিছু স্বাভাবিক আছে কি না, এই সবকিছু দেখে রিপোর্ট তৈরি করবেন তিনি। এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি তনয় মহন্ত বলেন, ''বহির্বিভাগে সমস্ত পরিষেবা ঢেলে সাজানো হচ্ছে। দু'টি টিকিট কাউন্টারে ভিড় বেশি হতো। এর ফলে সমস্যায় পড়তেন রোগীরা। তাই কাউন্টার বাড়িয়ে পাঁচটি করা হয়েছে। এছাড়া ওষুধ নেওয়ার লাইনে বহু সময় চলে যায়। সেটিও পাশে অন্য একটি জায়গায় শীঘ্রই স্থানান্তরিত করা হবে। সেই কাজ পূর্ত দপ্তর শুরু করেছে। এছাড়াও চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীদের কাজের বিষয়টি দেখভাল করতে একজন নোডাল অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে।''

মাথাভাঙায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু তিন বন্ধুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, মাথাভাঙা, ১১ নভেম্বরঃ ভাইফোঁটার সকালে মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী থাকল কোচবিহারের মাথাভাঙা। বুধবার ভোরে মাথাভাঙা রাজ্য সড়কের শিকারপুরে মুরগি বোঝাই ট্রাকের সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল তিন বন্ধুর। পর পর পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যুর জেরে ব্যাপক আলোড়ন পড়েছে মাথাভাঙা জুড়ে। মৃতদের নাম সঞ্জয় রবিদাস, নীলাদ্রি শেখর রায় ও শুভজিৎ সরকার। প্রত্যেকের বয়স আনুমানিক ২৫ থেকে ২৬ বছর। তিনজনেরই বাড়ি ছিল মাথাভাঙ্গার পচাগড় এলাকায়। বুধবার ভোর পাঁচটা নাগাদ একই মোটরসাইকেলে করে বাড়ি ফেরার পথে শিকারপুরের একটি পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন এলাকায় শিলিগুড়িগামী মুরগি ভর্তি ট্রাকের সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষ হয়। ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন ট্রাকচালক গোপাল রায়। তাঁকে প্রথমে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে শিলিগুড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

আলিপুরদুয়ার জংশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার নোটিশ নং : ৮৮/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ০৯-১১-২০২৬; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **টেন্ডার নং: ৩১-এপি-I-২০২৬; কাজের নাম ঃ** আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের এক্তিয়ারের অধীনে প্রাক এবং পরবর্তী ট্যাম্পিং পরিমাপের জন্য পরিমাপক ট্রলি ব্যবহার করে ট্র্যাকের রাইডিং কোয়ালিটির উন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্য:** ১,৪৫,৪৭,৪১১.৩৩/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ২,৯১,০০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **০১-১২-২০২৬** তারিখে **১৫:০০** টায় এবং টেন্ডার **খোলার** সময় **১৫:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **০১-১২-২০২৬** তারিখ **১৫:০০** টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

তিনসুকিয়া কোচিং ডিপোতে ইওটি ক্রেন মেরামত ও অন্যান্য কাজ

টেন্ডার নোটিশ নং : এম-টিএসকে-২০২৬-৪৬; তারিখ: ০৯-১১-২০২৬; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **টেন্ডার নং ঃ** এম-টিএসকে-২০২৬-৪৬; **কাজের নাম ঃ** উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের তিনসুকিয়া কোচিং ডিপোতে ইওটি ক্রেন এবং ইলেকট্রিক্যালি অপারেটেড সিস্ক্রোনাইজড স্ক্রু জ্যাক-এর এককালীন মেরামত। **টেন্ডার মূল্য:** ১১,৫২,৬৬১.৭৬/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ২৩,১০০/- টাকা; টেন্ডার **জমা** দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময় **৩০-১১-২০২৬** তারিখে **১৩:০০** টায় এবং **খোলার** সময় **১৫:০০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিএমই, তিনসুকিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

রঙ্গিয়া মণ্ডলে সেতু নং. ৩৭১ এবং ৩৭২ এর পুনর্নির্মাণ

ই-টেণ্ডার নোটিশ নং. ইএল-আরএনওয়াই-টিআরডি-১২-২০২৬-২৭ তারিখঃ ০৯-১১-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে: **কাজের নামঃ** উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রঙ্গিয়া মণ্ডলের অন্তর্গত নিউ বঙ্গাইগাঁও-গোয়ালপারা টাউন-কামাখ্যা খণ্ডের যোগীঘোপা-পঞ্চরত্নের মধ্যে সেতু নং. ৩৭১ এবং ৩৭২ এর (উভয় ওআরএন-২) পুনর্নির্মাণ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৫১,২৮,৭৫৭.১৫/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ১,০২,৬০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ৩০-১১-২০২৬** তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/রঙ্গিয়া

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

তিনসুকিয়া ডিভিশনে এস অ্যান্ড টি কাজ

টেন্ডার নোটিশ নং ঃ এন-২০২৬-২৭-টিএসকে-এনআইটি-১৭, তারিখ ঃ ০৯-১১-২০২৬; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **টেন্ডার নং ঃ** এন-২০২৬-২৭-টিএসকে-টি-১৭; **আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** তিনসুকিয়া ডিভিশনের বিভিন্ন স্থানে নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে টেলিকম যন্ত্রপাতির মেয়াদোত্তীর্ণ ব্যাটারি প্রতিস্থাপন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৭২,৩০,১৩০.১২/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ১,৪৪,৬০০/-টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **০৪-১২-২০২৬** তারিখে **১৫:০০** টায় এবং **টেন্ডার খোলার** সময় **১৫:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (এস অ্যান্ড টি)/তিনসুকিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং. এসডিএসটিই-বুকিং-অফিস-২৬, তারিখ ঃ ০৯.১১.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া ডিভিসন, সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম, পূর্ব রেলওয়ে, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের কাছে, হাওড়া পশ্চিমবঙ্গ-৭১১১০১, **টেন্ডার নং. এসডিএসটিই- বুকিং -অফিস-২৬**-এর সাপেক্ষে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের নাম ঃ** শিডিউল 'এ' - সিঙ্গুর, নসিবপুর, মগরা, শক্তিগড়, মেরতলা ফালেয়া হল্ট, ডুমুরদহ, কুন্তীঘাট ও ত্রিবেনী স্টেশনগুলোর বুকিং অফিসগুলোতে পরিকাঠামোর উন্নয়নসহ পুনর্নির্মাণ/উন্নয়ন/সংস্কারের কাজ। **টেন্ডারের ধরন ঃ** ওপেন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময় ঃ** ৩০.১১.২০২৬ দুপুর ৩.০০টা। **বিজ্ঞপিত মূল্য ঃ** ১,২৭,২৩,৪৬৪.৭৩ টাকা। **বায়নামূল্য/বিড সিকিউরিটি ঃ** ২,৫৪,৫০০.০০ টাকা, **টেন্ডারনথির মূল্য ঃ** শূন্য। **নিলাম শুরুর তারিখ ঃ** ১৬.১১.২০২৬। **নিলাম-এর পদ্ধতি ঃ** সিঙ্গল প্যাকেট। **প্রস্তাবের বৈধতা (দিন) ঃ** ৬০ দিন। **কাজ শেষ করার মেয়াদ ঃ** ১২ মাস। **টেন্ডার আপলোড করার তারিখ এবং সময় ঃ** ০৭.১১.২০২৬ বিকাল ৫.৪০ মিনিট। দরদাতারা তাঁদের মূল/সংশোধিত দর শুধুমাত্র টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময় পর্যন্তই জমা করতে পারবেন। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে হাতে-হাতে জমা করা দরপ্রস্তাব গ্রাহ্য করা হবে না এবং হাতে-হাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব অগ্রাহ্য করা হবে। HWH-439/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ; @EasternRailway

Eastern Railway Headquarter

সমস্ত কোচের স্টেইনলেস-স্টিল কম্পোনেন্টস-এর বাফিং সহ ব্যাপক পরিষ্কারকরণ

টেন্ডার নং.ঃ IMF-MP-PLG-NBQS-626। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নামঃ** উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, নিউ বঙাইগাঁও-এ সিঅ্যান্ডডব্লিউ ওয়ার্কশপে পিওএইচ-এর অধীনে সমস্ত কোচের (এলএইচবি, আইসিএফ, ডেমু) স্টেইনলেস-স্টিল কম্পোনেন্টস-এর বাফিং সহ ব্যাপক পরিষ্কারকরণ। **বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ** ১,৭২,৭৮,০২৭.০৮ টাকা; **বায়নার মূল্যঃ** ৩,৪৫,৬০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ০১-১২-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিডব্লিউ এম/সিঅ্যান্ডডব্লিউ ওয়ার্কশপ/নিউ বঙাইগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

Office of the Banharishpur Gram Panchayat

Banharishpur, under Panchla Development Block, Dist-Howrah

NOTICE INVITING E-TENDER

Office of the Prodhan, Banharishpur Gram Panchayat under Panchla Development Block, Dist-Howrah has invited E-Tender Notice. List of Tender Notice: **1)452/BGP/15-TH FC/2026 Dated: 29/10/2026, SL NO: 01,02,03,04,05,06, 2) 453/BGP/15-TH FC/2026 Dated: 29/10/2026, SL NO: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07.** Bid Submission date- **31/10/2026, 10:00 AM** and End of Bid Submission **13/11/2026 at 5:00 PM,** the details tender notice along with Tender Documents and others forms is available at **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- **Executive Assistant**

Banharishpur Gram Panchayat

NIQ, Govt. of West Bengal

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works.

1. Name of Work: "Provision for temporary IT Infrastructure arrangement for the programme to be attended by VVIP in connection with Chhat Puja at Lok bhaban, on 15th November, 2026" **[Job No. KIT/RW/250 of 26-27]**

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-137/KIT/Q of 26-27)

Bid Submission Closing :

13.11.2026 up to 03.00 PM

2. Name of Work: "Provision for Temporary High Speed Internet Connectivity for the programme to be attended by VVIP in connection with Chhat Puja at Lok bhaban, on 15th November, 2026" **[Job No. KIT/RW/251 of 26-27]**

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-138/KIT/Q of 26-27)

Bid Submission Closing :

13.11.2026 up to 03.00 PM

3. Name of Work: "Provision for temporary IT Infrastructure arrangement for the programme to be attended by VVIP in connection with Observance of Janjatiya Gourav Divas at Lok bhaban, on 15th November, 2026" **[Job No. KIT/RW/252 of 26-27]**

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-139/KIT/Q of 26-27)

Bid Submission Closing :

13.11.2026 up to 03.00 PM

4. Name of Work: "Provision for temporary additional IT infrastructure arrangement for the programme to be attended by VVIP at Nabanna Sabhaghar on 13.11.2026" **[Job No. KIT/RW/253 of 26-27]**

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-140/KIT/Q of 26-27)

Bid Submission Closing :

12.11.2026 up to 03.00 PM

5. Name of Work: "Provision for temporary IT Infrastructure arrangement for the programme to be attended by VVIP at Netaji Indoor Stadium, Kolkata on 14-11-2026" **[Job No. KIT/RW/254 of 26-27]**

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-141/KIT/Q of 26-27)

Bid Submission Closing :

13.11.2026 up to 03.00 PM

6. Name of Work: "Provision for Temporary High Speed Internet Connectivity for the programme to be attended by VVIP at Netaji Indoor Stadium, Kolkata on 14-11-2026" **[Job No. KIT/RW/255 of 26-27]**

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-142/KIT/Q of 26-27)

Bid Submission Closing :

13.11.2026 up to 03.00 PM

Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/- **Executive Engineer, PWD**

Kolkata IT Division

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation sealed Bid for the work of " 1. Temporary electrical installation work at Dress changing room, police assistance booth etc in connection with Jagadhatri puja, Kartik puja and Chhat puja at Mogra Hooghly district in November 2026. 2. Temporary electrical installation work at different ghats, Police assistance booths etc in connection with Jagadhatri puja, Kartik puja Chhat puja at Chinsurah Hooghly in November 2026." **NIQ No.-WBPWD/EE/HED/SHORT/NIQ-95 of 2026-27**. Bid submission closing date: **12/11/2026 upto 04.30 P.M.**

Sd/- Executive Engineer, P.W.Dte.

Hooghly Electrical Division

CHILTORE GRAM PANCHAYAT

Sarenga, Bankura

NOTICE INVITING TENDER

NIT05/VB-G RAM-G/2026,

Memo 221/CHGP/2026 Date: 06.11.2026

Executive Assistant, Chiltore GP, Sarenga invites Tender of different schemes which are available in **www.tenders.wb.gov.in** and Notice board. Last date of dropping **17.11.2026 (6 pm)**

Sd/- **Executive Assistant,**

Chiltore Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এনআইটি/০২/২৬/৫৯ **তারিখ ঃ ০৯.১১.২০২৬**

প্রিন্সিপাল চিফ মেটেরিয়ালস্ ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া-৭১১২০৪, নিম্নলিখিত সামগ্রী সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **সারণী

দেশের খবর

‘দীপাবলি মানবসৃষ্ট রোগ!’ কংগ্রেস সাংসদ ইমরান মাসুদের মন্তব্যে দেশজুড়ে বিতর্ক, তীব্র আক্রমণ বিজেপির, পরে সুর বদল নেতার

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ দীপাবলিকে কেঃদ্র করে ফের রাজনৈতিক বিতর্কের ঝড়। আলোর উৎসব নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করে নতুন করে অস্বস্তিতে কংগ্রেস। দলের সাংসদ ইমরান মাসুদের একটি মন্তব্য ঘিরে শুরু হয়েছে তুমুল রাজনৈতিক তরজা। দিল্লি-সহ দেশের বিভিন্ন শহরের বায়ুদূষণ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি দীপাবলিকে ‘মানবসৃষ্ট রোগ’ বলে উল্লেখ করেছেন বলে অভিযোগ। তাঁর এই মন্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই সরব হয়েছে বিজেপি। কংগ্রেস সাংসদের বিরুদ্ধে হিঃদু ধর্মের ভাবাবেগে আঘাত করার অভিযোগ তুলেছে গেরুয়া শিবির। যদিও বিতর্ক বাড়তেই নিজের বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিয়ে সুর বদল করেছেন ইমরান। তাঁর দাবি, দীপাবলি নিয়ে তিনি কোনও বিতর্কিত মন্তব্য করেননি। তিনি আসলে বায়ুদূষণের কথাই বলতে চেয়েছিলেন। এর আগে দীপাবলির শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে উসবকে ‘ ইদ’-এর সঙ্গে তুলনা করেছিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। সেই মন্তব্য নিয়েও রাজনৈতিক মহলে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। এবার ইমরান মাসুদের বক্তব্য ঘিরে নতুন করে অস্বস্তি বাড়ল হাত শিবিরের। দিল্লির দূষণ নিয়ে বলতে গিয়েই বিতর্কিত মন্তব্য? সম্প্রতি দিল্লির ভয়াবহ বায়ুদূষণ নিয়ে নিজের প্রতিক্রিয়া



জানাতে গিয়ে সাহারানপুরের কংগ্রেস সাংসদ ইমরান মাসুদ বলেন, রাজধানীর বাতাসের গুণমান অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছে। শুধু দিল্লি নয়, সাহারানপুরেও দূষণের মাত্রা উদ্বেগজনক। তাঁর দাবি, সেখানে বায়ুর গুণমান সূচক বা AQI ৬০০ ছাড়িয়েছে। রাতের দিকে পরিস্থিতি আরও খারাপ হচ্ছে। এই প্রসঙ্গেই দীপাবলির উল্লেখ করেন তিনি। তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম ছিল, দীপাবলি হোক বা বায়ুদূষণ, সবই মানুষের তৈরি সমস্যা। এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হলে সাধারণ মানুষকে সচেতন হতে হবে। শুধু সরকারের পক্ষে দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। নাগরিকদেরও দায়িত্ব নিতে হবে। তবে তাঁর বক্তব্যের একটি অংশকে কেঃদ্র করেই শুরু হয় বিতর্ক। অভিযোগ ওঠে, তিনি দীপাবলিকে ‘ রোগ’ বলে আখ্যা দিয়েছেন। আর এই মন্তব্য সামনে আসতেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয় তীব্র প্রতিক্রিয়া। কংগ্রেসকে নিশানা বিজেপির -ইমরান মাসুদের মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করেছে বিজেপি। উত্তরপ্রদেশের বিজেপি মুখপাত্র রাকেশ ত্রিপাঠী কংগ্রেসকে আক্রমণ করে বলেন, দলের নেতারা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁর অভিযোগ, কংগ্রেস নেতারা বারবার সনাতন ধর্ম এবং হিঃদু ভাবাবেগকে অপমান করছেন। রাকেশ ত্রিপাঠীর বক্তব্য, একদিকে কংগ্রেসের নেতারা সনাতন ধর্মকে ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়া ও মশার সঙ্গে তুলনা করছেন, অন্যদিকে এবার দীপাবলিকে রোগ বলে উল্লেখ করা হচ্ছে। তাঁর দাবি, কোটি কোটি হিঃ দু ধর্মাবলম্বী মানুষ এই উসব পালন করেন। ভগবান রামের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের স্মৃতির সঙ্গেও দীপাবলির গভীর সম্পর্ক রয়েছে। বিজেপি মুখপাত্র আরও বলেন, দীপাবলি নিয়ে এ ধরনের মন্তব্য কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এর রাজনৈতিক পরিণাম কংগ্রেসকে ভোগ করতে হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। বিতর্ক বাড়তেই সুর বদল ইমরানের-তবে নিজের মন্তব্য ঘিরে বিতর্ক ছড়াতেই ব্যাখ্যা দিতে এগিয়ে আসেন ইমরান মাসুদ। তাঁর দাবি, দীপাবলি নিয়ে তিনি কখনও কোনও আপত্তিকর মন্তব্য করেননি। এমন বক্তব্য কোথা থেকে ছড়িয়েছে, তা-ও তাঁর জানা নেই। কংগ্রেস সাংসদ বলেন, তিনিও দীপাবলি উদযাপন করেন। তাঁর বক্তব্যকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। তিনি আসলে বোঝাতে চেয়েছিলেন, বাতাসের গুণমান সূচক এমনিতেই অত্যন্ত খারাপ থাকে। দীপাবলির সময় পরিস্থিতি আরও শোচনীয় হয়ে ওঠে। আগে থেকেই দূষণ নিয়ন্ত্রণে রাখা গেলে পরিস্থিতি এতটা খারাপ হয় না। ইমরানের দাবি, বায়ুদূষণ মানুষের তৈরি একটি সমস্যা এবং তা নিয়ন্ত্রণে সরকার ও সাধারণ মানুষ-উভয়েরই ভূমিকা রয়েছে। দীপাবলি ঘিরে ফের রাজনৈতিক তরজা-একদিকে পরিবেশ দূষণ নিয়ে উদ্বেগ, অন্যদিকে ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাতের অভিযোগ-দুইয়ের টানাপোড়েনে নতুন করে উত্তপ্ত জাতীয় রাজনীতি। ইমরান মাসুদের বক্তব্যের প্রকৃত অর্থ কী ছিল, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে বিতর্ক অব্যাহত। তবে তাঁর মন্তব্যকে হাতিয়ার করে কংগ্রেসকে আক্রমণের সুযোগ ছাড়তে নারাজ বিজেপি। অন্যদিকে নিজের বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিয়ে বিতর্ক থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছেন সাহারানপুরের সাংসদ।

মাটির নীচে পোঁতা পাটের ‘বিনুনি তুলতে গ্রামবাসীদের লড়াই

স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রামঃ মাটির নীচে পোঁতা পাটের মোটা বিনুনি। তা টেনে তুলতে কোমর বেঁধে নামেন গ্রামের যুবক ও ক্ষেতমজুরেরা। চলে টানাটানি। চারপাশে ভিড় করেন গ্রামবাসীরা। বাজে মাদল, ঢোল, নাগাড়া-সহ নানা বাদ্যযন্ত্র। ওঠে সমবেত কুযাকুলি (হর্ষধ্বনি)। কৃষি সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা প্রাচীন লৌকিক উৎসব ‘ এমনই ছবি দেখা গেল মঙ্গলবার ঝাড়গ্রাম জেলার বিভিন্ন প্রান্তে। কার্তিক মাসের শুক্লা প্রতিপদে, কালীপুজোর পরের দিন এই উৎসব পালিত হয়। মূলত সুবর্ণরেখা নদীর অববাহিকা অঞ্চলে পৈড়ানের প্রচলন। তবে জেলার অন্য এলাকাতেও কোথাও কোথাও এই উৎসব হয়।এক সময় কৃষক পরিবারগুলিতে, বিশেষত সম্পন্ন কৃষকের বাড়ির সামনে সকালে পোঁতা হত পৈড়ান। লম্বা পাটের গোছা বিনুনির মতো পাকিয়ে তৈরি করা হত মোটা দড়ি। তার মাথার দিকটি গোল করে মাটির নীচে প্রায় তিন ফুট গর্তে পুঁতে রাখা হত। কোথাও পাশাপাশি দু’টি গর্ত করে কাঠের খিলের সাহায্যে পাটের বিনুনি মাটির নীচে আটকে দেওয়া হত। পোঁতার আগে পৈড়ান সাজানো হত নানা ফুল দিয়ে। কোথাও পাটের বিনুনির গায়ে লাগানো হত পিঠুলি বা পিটুলির প্রলেপ। উৎসবকে ঘিরে সকাল থেকেই বাড়ির সামনে জড়ো হতেন পাড়া-প্রতিবেশীরা। গ্রামের ছোট-বড় সকলের মধ্যে তৈরি হত উৎসবের আমেজ। বিকেলে গ্রামের যুবক ও ক্ষেতমজুরেরা শালবল্লি কিংবা শক্ত বাঁশের সাহায্যে সেই বিনুনি টেনে তোলার চেষ্টা করতেন। কোথাও পাটের বদলে ব্যবহার করা হত বাঁশের কঞ্চি বা বনের শক্ত লতা।পৈড়ান তুলতে পারলে অংশগ্রহণকারীদের জন্য থাকত পুরস্কার। তার বেশির ভাগই ছিল খাদ্যদ্রব্য। কোনও কোনও সম্পন্ন কৃষক পুরস্কার হিসেবে খাসিও বেঁধে রাখতেন। আবার টানাটানির সময় পাটের বিনুনি ছিঁড়ে গেলে যিনি তা পুঁতেছিলেন, তাঁকে পৈড়ান তোলার দলকে খাওয়াতে হত। সময়ের সঙ্গে বদলেছে উৎসবের ধরন ও জৌলুস। তবু কয়েকটি গ্রামে এখনও স্থানীয় যুবকেরা নিজেদের উদ্যোগে পৈড়ান পোঁতেন এবং তোলেন। কারও মতে, পৈড়ান দৈত্যরাজ বলির পুজোর অঙ্গ। সুবর্ণরেখার অববাহিকার গোপীবল্লভপুর-২ ব্লকের জুনশোলা এবং নয়াগ্রাম ব্লকের ছোট ঝরিয়া-সহ কয়েকটি গ্রামে এ বারও উৎসব হয়েছে। জুনশোলার বাসিন্দা তথা সুবর্ণরৈখিক ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চার গোষ্ঠী ‘ ভাষা, আমারকার গর্ব’-এর পরিচালক মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য বিশ্বজিৎ পাল জানান, গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় তাঁদের গ্রামে উৎসাহের সঙ্গে পৈড়ান হয়েছে। নযাগ্রামের যুবক রিংকু ঘোষ জানান, তাঁদের গ্রামে পৈড়ানের পাশাপাশি পরিখেল ও কলাগাছে চড়ার প্রতিযোগিতাও হয়েছে।ঝাড়গ্রামের ভূমিপুত্র লোকসংস্কৃতি বিষয়ে অনুসন্ধিসু শিক্ষক সুদীপ কুমার খাঁড়ার কথায়, আধুনিকতার প্রভাবে কৃষি সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত এমন উৎসবগুলি ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। এই লোকাচার ও পরম্পরা বাঁচিয়ে রাখতে সকলকে উদ্যোগী হতে হবে।

থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুর চিকিৎসায় ১০ হাজার টাকা দিল গ্রাম রক্ষী বাহিনী

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রামঃ নবছরের শিশুর চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা। বিপুল সেই খরচ জোগাড় করতে হিমশিম খাচ্ছে পরিবার। এমন পরিস্থিতিতে অসুস্থ শিশুটির পাশে দাঁড়াল সাঁকরাইল থানা গ্রাম রক্ষী বাহিনী। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সাঁকরাইল থানার কালীপুজোর সাংস্কৃতিক মঞ্চ থেকে শিশুটির বাবা আশিষ দাসের হাতে ১০ হাজার টাকার চেক তুলে দেন গ্রাম রক্ষী বাহিনীর সদস্যেরা।জানা গিয়েছে, সাঁকরাইল ব্লকের রগড়া এলাকার বাসিন্দা আশিষের ন’বছরের সন্তান থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত। শিশুটিকে সুস্থ করে তুলতে প্রয়োজন বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট। চিকিৎসায় আনুমানিক ৪০ লক্ষ টাকা খরচ হতে পারে। পরিবারের পক্ষে এত টাকা জোগাড় করা কার্যত অসম্ভব হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন মাধ্যমে শিশুটির অসুস্থতার কথা জানতে পেরে সাহায্যের উদ্যোগী হয় সাঁকরাইল থানা গ্রাম রক্ষী বাহিনীর কালীপুজো কমিটি।এ দিন চেক তুলে দেওয়ার সময় শিশুটির দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন উপস্থিত সকলে। সাঁকরাইল থানার ওসি সৌমেন সিনহা মহাপাত্র বলেন, এই উদ্যোগ তাঁর একার সিদ্ধান্ত নয়, গ্রাম রক্ষী বাহিনীর কালীপুজো কমিটির সকল সদস্যের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত। সোশ্যাল মিডিয়া-সহ বিভিন্ন মাধ্যমে আমরা শিশুটির অসুস্থতার কথা জানতে পারি। মাত্র ৯ বছরের এই শিশুর মধ্যে অনেক সম্ভাবনা রয়েছে। সে সুস্থ হয়ে উঠলে আর পাঁচটা শিশুর মতো স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারবে। তাই তার স্বাভাবিক জীবনের ছন্দ যাতে হারিয়ে না যায়, সেই লক্ষ্যেই আমরা সাধ্যমতো পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। শিশুটির বাবা নিজের মতো করে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। আমরাও মানুষ হিসেবে আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী পাশে থাকার চেষ্টা করেছি। শিশুটি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুক, এটাই আমাদের কামনা।সাহায্য পেয়ে আবেগাপ্লুত আশিষ বলেন, এইভাবে আমার পাশে দাঁড়ানোর জন্য আপনাদের সকলকে প্রণাম ও কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি আশাবাদী, মানবিক সরকারও আমার সন্তানের চিকিৎসার জন্য পাশে দাঁড়াবে। সকলের সম্মিলিত সহযোগিতায় আমার সন্তানকে সুস্থ করে তুলতে পারব বলে আশা রাখছি।

উৎসবের মরসুমে যাত্রীদের সুবিধার জন্য কয়েকটি বিশেষ ট্রেন

গোরখপুর, ১১ নভেম্বরঃ উৎসবের মরসুমে যাত্রীদের সুবিধার জন্য রেল প্রশাসন বেশ কয়েকটি বিশেষ ট্রেন চালাচ্ছে। ১০ই নভেম্বর, ২০২৬ থেকে ৩০শে নভেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত এই বিশেষ ট্রেনগুলিতে সান্ধ্যকালীন বার্থের প্রাপ্যতা নিম্নরূপ- গোরখপুর থেকে ছাড়ার ০৫১০১ গোরখপুর-শাকুর বস্তি (দিল্লি) ফেস্টিভ্যাল স্পেশাল ট্রেনে ১৫ই নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে এসি ফার্স্ট ক্লাসে ৭টি বার্থ এবং ২৯শে নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে এসি ফার্স্ট ক্লাসে ১৫টি বার্থ, এসি সেকেন্ড ক্লাসে ৪৫টি বার্থ এবং এসি থার্ড ক্লাসে ৩৫৫টি বার্থ উপলব্ধ আছে।- ২৭শে নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে গোরখপুর থেকে ছাড়ার ০৪৮৩০ গোরখপুর-যোধপুর ফেস্টিভ্যাল স্পেশাল ট্রেনে এসি II টায়ারে ১১টি বার্থ এবং এসি III টায়ারে ২১টি বার্থ উপলব্ধ আছে।- এসি III টায়ারে ৯৫টি বার্থ এবং স্লিপার ক্লাসে ২৫৫টি বার্থ উপলব্ধ আছে। ১৩ই নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে গোরখপুর থেকে ছাড়ার জন্য ০৩১৩২ গোরখপুর-শিয়ালদহ ফেস্টিভ্যাল স্পেশাল ট্রেন।- ১২ই নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে গোরখপুর থেকে ছাড়ার জন্য ০৫৯৭৭ গোরখপুর-ডিব্রুগড় ফেস্টিভ্যাল স্পেশাল ট্রেনে এসি III টায়ারে ১১৩টি বার্থ এবং স্লিপার ক্লাসে ২১৪টি বার্থ উপলব্ধ আছে এবং ২৬শে নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে গোরখপুর থেকে ছাড়ার জন্য ০৫৯৭৭ গোরখপুর-ডিব্রুগড় ফেস্টিভ্যাল স্পেশাল ট্রেনে এসি III টায়ারে ৩৬টি বার্থ এবং স্লিপার ক্লাসে ১৩১টি বার্থ উপলব্ধ আছে।- ২৪শে নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে বেনারস থেকে ছাড়ার জন্য ০৫০৪৮ বেনারস-কলকাতা ফেস্টিভ্যাল স্পেশাল ট্রেনে এসি III ইকোনমি ক্লাসে ৮৮৭টি বার্থ উপলব্ধ আছে।- এসি II ক্লাসে ৭৬টি বার্থ, এসি III ক্লাসে ৩৫০টি বার্থ এবং ১৪ই নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে গোরখপুর থেকে ছেড়ে যাওয়া ০৩৫২৮ গোরখপুর-আসানসোল ফেস্টিভ্যাল স্পেশাল ট্রেনে স্লিপার ক্লাসে ৩৯৪টি বার্থ ২১শে নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে এসি ২ ক্লাসে ৭২টি, এসি ৩ ক্লাসে ৩০৯টি এবং স্লিপার ক্লাসে ১৬৫টি বার্থ এবং ২৮শে নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে এসি ২ ক্লাসে ৭৭টি, এসি ৩ ক্লাসে ৩৪২টি এবং স্লিপার ক্লাসে ৩৭০টি বার্থ রয়েছে।-

অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশ, নেত্রকোনায় জ্বলছে ট্রেন, ভাঙচুর, নামল সেনা

ঢাকা, ১১ নভেম্বর ঃ শ্রমিক বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে ফের অশান্ত হয়েছে বাংলাদেশ। জানা যাচ্ছে, শুরুর দিকে আংেদালনের তেমন ঝাঁজ ছিল না। কিন্তু যত সময় যাচ্ছে, ততই পরিস্থিতি গুরুতর হয়ে উঠছে। অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে ৬৭০টি বস্ত্র কারখানা বন্ধ রাখতে হয়েছে।

ডিসেম্বরেই দেশে ফেরার বার্তা দিয়েছেন ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর প্রত্যাবর্তনের আগেই অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশ। সোমবার রাত থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নতুন করে উত্তেজনা শুরু হয়েছে। চলছে ভাঙচুর। নেত্রকোনায় একটি ট্রেনে আগ্নিসংযোগের অভিযোগ উঠেছে দুস্কৃতীদের বিরুদ্ধে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঢাকা, গাজিপুর, নারায়ণগঞ্জে নামানো হয়েছে সেনা। শ্রমিক বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে ফের অশান্ত হয়েছে বাংলাদেশ। জানা যাচ্ছে, শুরুর দিকে আন্দোলনের তেমন ঝাঁজ ছিল না। কিন্তু যত সময় যাচ্ছে, ততই পরিস্থিতি গুরুতর হয়ে উঠছে। অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে ৬৭০টি বস্ত্র কারখানা বন্ধ রাখতে হয়েছে। ফলে চাপ ক্রমশই বাড়ছে। কিন্তু কেন এই আন্দোলন? আসলে বাংলাদেশের বস্ত্র শ্রমিকরা বর্তমানে ১২ হাজার ৫০০ টাকা বেতন পান। এই বেতন ৩০ হাজার টাকা করার দাবি উঠেছে। শ্রমিকদের বক্তব্য, এত কম টাকায় সংসার চলছে না। কারখানা মালিকরা ২৫ শতাংশ বেতন বা।ানোর প্রস্তাব দিলেও তাতে রাজি হননি শ্রমিকরা। এই গোটা বিষয়টিকে কেঃদ্র করেই ক্রমশ চড়ছে পারদ। সোমবার সকালে ফরিদপুরে একটি বাসে আগুন লাগিয়ে দেন বিক্ষোভকারীরা।সেই সময় বাসের ভিতর ঘুমাচ্ছিলেন চালক। জীবন্ত অবস্থায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় চালকের। শুধু তাই নয়, রাত বাড়তেই বিভিন্ন জায়গায় ব্রুড বোমা নিয়ে হামলা চালান দুস্কৃতীরা।

মঙ্গলবার ভোরে নেত্রকোণার মোহনগঞ্জ স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা হাওর ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসে আগুন লাগিয়ে দেন দুর্বৃত্তরা। পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে চারটি বগি। জানা গিয়েছে, এদিন ভোর ৫টা ১০মিনিট নাগাদ ঢাকা থেকে ট্রেনটি নেত্রকোণায় এসে পৌঁছয়। অভিযোগ, যাত্রীরা নেমে যাওয়ার পরই ট্রেনটিতে অগ্নিসংযোগ করে দেন কয়েকজন অজ্ঞাত পরিচয় যুবক। আগুন এবং ধোঁয়া দেখতে পেয়ে দ্রুত সেখানে ছুটে আসেন রেলের আধিকারিকরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল। বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন। এদিকে পরিস্থিতি সমাল দিতে ঢাকা, গাজিপুর ও নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় নামানো হয়েছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। মঙ্গলবার সকালে বিজিবি সদর দপ্তরের জনসংযোগ কর্তা শরিফুল ইসলাম জানান, শিল্পাঞ্চলের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিবি।ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে মনিটরিং সেল ড্রোন, বডি-ওয়ার্ন ক্যামেরা ও অন্যান্য ডিভাইসের ব্যবহার করা হচ্ছে।

পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁউশি অনাথ আশ্রমে পালিত হলো ৩২তম গণ ভাইফোঁটা!

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্ব মেদিনীপুরঃ ভগবানপুর!কারও মা আছে তো বাবা নেই, কেউ আবার জন্ম থেকেই সম্পূর্ণ অনাথ-পরিবারের উষ্ণতা ও ভাইফোঁটার আনন্দ যাদের কাছে বরাবরই এক অধরা স্বপ্ন ছিল, তাদের জীবনেই খুশির জোয়ার এনে দিল এক অনন্য উদ্যোগ। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুর-২ নম্বর ব্লকের ভূপতিনগর থানার পাঁউশি অন্ত্যোদয় অনাথ আশ্রমে এ বছরও অত্যন্ত সাড়ম্বরে পালিত হলো ব্যতিক্রমী ’গণ ভাইফোঁটা’। রক্তের সম্পর্কের গণ্ডি পেরিয়ে স্নেহের টানে এ দিন মেতে উঠেছিল গোটা আশ্রম চত্বর। আশ্রম কর্তৃপক্ষ তথা সম্পাদক বলরাম করণের উদ্যোগে আয়োজিত এই গণ ভাইফোঁটা উৎসব এ বছর ৩২ বছরে পদার্পণ করল। স্নেহের বাঁধনে ব্যতিক্রমী আয়োজনভাইফোঁটা মানেই ভাই-বোনের মেলবন্ধন, উপহারের ছড়াছড়ি আর ভুরিভোজ। কিন্তু পাঁউশি অন্ত্যোদয় অনাথ আশ্রমের ছবিটা একটু আলাদা। এ দিন আশ্রমের শিশুরা শুধু একে অপরকেই ফোঁটা দেয়নি, বরং সমাজের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দূরদূরান্ত থেকে ছুটে আসা বহু মানুষও এই মহতী আয়োজনে সামিল হন। অনাথ শিশুদের মুখে হাসি ফোটাতে এবং তাদের এক বিরাট পরিবারের অংশ করে তুলতে এই গণ ভাইফোঁটার উদ্যোগ এক গভীর সামাজিক বার্তা বহন করে। আশ্রমের সম্পাদক বলরাম করণ সংবাদমাধ্যমকে জানান, আমরা প্রত্যেক বছরই এই ভাইফোঁটার আয়োজন করে থাকি। এ বছর আমাদের এই উসব ৩২ বছরে পদার্পণ করল। সমাজের সব স্তরের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে এই দিনটি আমরা শিশুদের সঙ্গে কাটাই, যাতে ওরা কোনো দিন নিজেদের একা বা ব্রাত্য না ভাবে।দিনভর উসবের মেজাজএ দিন সকাল থেকেই পাঁউশি অনাথ আশ্রমে ছিল সাজো সাজো রব। ঢাক-ঢোল বা সুনির্দিষ্ট নিয়মের ঘেরাটোপে না হলেও, অকৃত্রিম ভালোবাসা আর উল্লাসে মেতে উঠেছিল ছোট ছোট মনগুলো। কপালে চন্দনের ফোঁটা, মিষ্টি মুখ আর একে অপরকে মিষ্টি হাসিতে বরণ করে নেওয়ার এই দৃশ্য উপস্থিত সকলকেই আবেগপ্রবণ করে তোলে। সারাদিন ধরে চলা এই আনন্দানুষ্ঠানে, হাসি-কান্না আর স্নেহের এক অপূর্ব মেলবন্ধন দেখা যায়।রক্তের সম্পর্ককে ছাপিয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের যে নিখাদ মেলবন্ধন হতে পারে, পাঁউশি অন্ত্যোদয় অনাথ আশ্রমের এই ৩২ বছরের ঐতিহ্যবাহী গণ ভাইফোঁটা উৎসব সেটাই ফের প্রমাণ করে দিল। অনাথ শিশুদের মুখে এই চওড়া হাসিই যেন সমাজকে এক নতুন দিশা দেখালো।

দীপাবলির পরেও কমল না দূষণ, এআইকিউ ২৯৯, একাধিক এলাকায় ৩৫০ পার, উদ্বিগ্ন সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি,১১ নভেম্বর ঃ দীপাবলির রেশ কাটলেও রাজধানী দিল্লির আকাশ থেকে সরছে না দূষণের কালো চাদর। সকাল হলেই ধোঁয়াশায় ঢেকে যাচ্ছে রাজপথ থেকে অলিগলি। মঙ্গলবারের তুলনায় বুধবার সকালে বায়ুর গুণমান সূচক বা বস্তুত সামান্য কমলেও স্বস্তির কোনও জায়গা নেই। কারণ, সামগ্রিকভাবে দিল্লির বাতাস এখনও ‘ থেকে ‘ খারাপ’ পর্যায়ের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। বুধবার সকাল ৭টায় রাজধানীর গড় এআইকিউ ছিল ২৯৯। মঙ্গলবার একই সময়ে এই সূচক ছিল ৩০৭। অর্থাৎ দূষণের মাত্রা কিছুটা কমলেও পরিস্থিতি এখনও যথেষ্ট উদ্বেগজনক। দীপাবলির আগে থেকেই দূষণ নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। উৎসবের দিন লাগামছাড়া বাজি পোড়ানোর পর পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। প্রশাসনের তরফে একাধিক বিধিনিষেধ জারি করা হলেও দূষণের দাপট পুরোপুরি আটকানো যায়নি। উসবের দু’দিন পরেও দিল্লিবাসীকে কার্যত বিষাক্ত বাতাসের মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে। বিশেষ করে শিশু, প্রবীণ এবং শ্বাসকষ্টের সমস্যায় ভোগা মানুষের জন্য পরিস্থিতি আরও উদ্বেগের। দিল্লির গড় দূষণের মাত্রা সামান্য কমলেও বিভিন্ন এলাকার পরিস্থিতি অত্যন্ত খারাপ। একাধিক মনিটরিং স্টেশনে বায়ুর গুণমান সূচক ৩৫০-এর উপরে রয়েছে। সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি চাওলা এলাকায়। সেখানে এআইকিউ পৌঁছেছে ৩৯৬-এ। এছাড়াও দূষণের মাত্রা উদ্বেগজনক অবস্থায় রয়েছে একাধিক এলাকায়।

- চাওলা - ৩৯৬
- চাঁদনি চক - ৩৭৯
- ডিটিইউ - ৩৭৫
- আইআইটি দিল্লি - ৩৭৫
- নর্থ ক্যাম্পাস - ৩৭৪
- আইটিও - ৩৬৭
- বুরারি ক্রসিং - ৩৬২
- পুসা - ৩৫৯
- এনটিএইচ নরেলা - ৩৫২
- জাফরপুর - ৩৫২

অর্থাৎ গড় বস্তুত সামান্য কমলেও রাজধানীর বহু এলাকায় বাতাসের গুণমান অত্যন্ত খারাপ। ফলে দূষণের প্রকোপ থেকে এখনও রেহাই পাচ্ছেন না দিল্লিবাসী। দিল্লির বায়ুদূষণের অন্যতম কারণ হিসেবে বারবার উঠে এসেছে প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে ফসলের অবশিষ্টাংশ



বা শস্যের গোড়া পোড়ানোর বিষয়টি। এবারও দূষণের জন্য পাঞ্জাবের দিকে আঙুল তুলেছেন দিল্লির মন্ত্রী কপিল মিশ্র। আপশাসিত পাঞ্জাবকে নিশানা করে তাঁর অভিযোগ, শস্যের গোড়া পোড়ানোর ঘটনা দূষণ বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। তবে এই বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টে জমা পড়া নথিতে উঠে এসেছে কিছুটা ভিন্ন ছবি। শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা এবং রাজস্থানে শস্যের গোড়া পোড়ানোর ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। এই পদক্ষেপের প্রশংসাও করেছে আদালত। তবে শুধু কৃষিক্ষেত্রের দূষণ কমলেই যে রাজধানীর বাতাস পরিস্কার হবে না, সেই বিষয়টিও স্পষ্ট। বিশেষ করে যানবাহন থেকে নির্গত ধোঁয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে শীর্ষ আদালত। দিল্লি-সহ উত্তর ভারতের একাধিক রাজ্যের ভয়াবহ দূষণ পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। দূষণ নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলি কী কী পদক্ষেপ করেছে, তা জানতে চেয়েছে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চ। ইতিমধ্যেই দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান এবং হরিয়ানা সরকারকে নোটিস পাঠিয়েছে শীর্ষ আদালত। আগামী দু’সপ্তাহের মধ্যে জবাব জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে যানবাহনের দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং সামগ্রিক বায়ুর গুণমান উন্নত করতে কী পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, তা জানতে চেয়েছে আদালত। কবে মিলবে দূষণ থেকে মুক্তি? দীপাবলির পরেও রাজধানীর দূষণ পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি না হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই বাড়ছে উদ্বেগ। একদিকে যানবাহনের ধোঁয়া, অন্যদিকে বিভিন্ন উস থেকে নির্গত দূষণ-সব মিলিয়ে দিল্লির বাতাসের গুণমান ফের বড়সড় প্রশ্নের মুখে। সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতির কতটা উন্নতি হয়, এখন সেটাই দেখার। আপাতত বিষাক্ত বাতাসের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার অপেক্ষায় রাজধানীবাসী।

কুলগামে ক্যাম্প লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি, বাংলার জওয়ান-সহ আহত ৩

জম্মু, ১১ নভেম্বর ঃ প্রায় এক বছর পর ফের জঙ্গি হামলায় উত্তপ্ত জম্মু ও কাশ্মীর। কুলগামের মিরবাজারে সিআরপিএফ-এর নাকা চেকিং পয়েন্ট লক্ষ্য করে গুলি চালাল বাইকে আসা দুই অজ্ঞাতপরিচয় হামলাকারী। ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গের এক জওয়ান-সহ আহত হয়েছেন তিনসিআরপিএফ কর্মী। হামলার পরেই গোটা এলাকায় শুরু হয়েছে নিরাপত্তা বাহিনীর তল্লাশি অভিযান। জম্মু ও কাশ্মীরে ফের নিরাপত্তা বাহিনীকে নিশানা করে জঙ্গি হামলার ঘটনা সামনে এল। এবার হামলার কেন্দ্র কুলগাম জেলার মিরবাজার এলাকা। সেখানে একটি ষ্টঃপ্পক্স ক্যাম্পের কাছে নাকা চেকিং চলাকালীন নিরাপত্তারক্ষীদের লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালায় দুই অজ্ঞাতপরিচয় বঃদুকধারী। এই হামলায় তিনজন সিআরপিএফ জওয়ান গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজন পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে অনন্তনাগ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, দুপুর প্রায় দুটো নাগাদ একটি মোটরবাইকে চেপে ঘটনাস্থলে আসে দুই হামলাকারী। সেই সময় মিরবাজার এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনীর তরফে নাকা চেকিং চলছ

ছটপুজো উপলক্ষে ৩০০ মহিলার হাতে শাড়ি তুলে দিল বর্ধমান সিটি অ্যাসোসিয়েশন

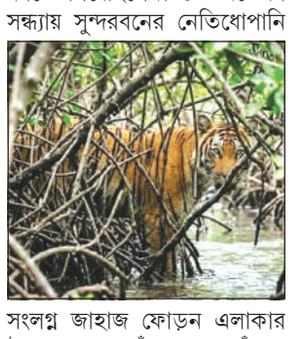
সুজিত দত্ত, বর্ধমানঃ ছটপুজো উপলক্ষে সামাজিক উদ্যোগের নজির গড়ল বর্ধমান সিটি অ্যাসোসিয়েশন। মঙ্গলবার, ১০ নভেম্বর বর্ধমান রেল স্টেশন চত্বরে প্রায় ৩০০ জন মহিলার হাতে শাড়ি তুলে দেওয়া হয় সংগঠনের পক্ষ থেকে। বিকেল ৩টে নাগাদ এই শাড়ি বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মসূচির কথা জানান বর্ধমান সিটি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি পবন চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ বিদ্যুৎ পাল, সাধারণ সম্পাদক অমিত সাউ, সোমনাথ ভট্টাচার্য, বিনোদ সাউ-সহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আরএসএসের বর্ধমান জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত চন্দন সাহা, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বর্ধমান জেলা সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নগর দায়িত্বপ্রাপ্ত



দিগ্বিজয় বিশ্বাস, বর্ধমান জেলার গীতা প্রচারক বিপ্লব দাস, দুর্গা বাহিনীর নগর দায়িত্বপ্রাপ্ত অঞ্জনা হালদার, বিজেপির প্রাক্তন জেলা সভাপতি অর্ধেন্দু বিশ্বাস, বিশিষ্ট আইনজীবী দ্বীপায়ন দাস, বিশিষ্ট সাংবাদিক পার্থ চৌধুরী এবং বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বিশ্বেশ্বর চৌধুরী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও সমাজসেবীরা। উল্লেখ্য, বর্ধমান সিটি অ্যাসোসিয়েশন বিগত দিনেও একাধিক সামাজিক ও ধর্মীয় কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। শ্রাবণ মাসে চারটি সোমবার এবং বর্ধমানেশ্বর শিবের জন্মদিন উপলক্ষে হাজার হাজার ভক্তের মধ্যে মহাপ্রসাদ বিতরণ করেছিল সংগঠনটি। সংগঠনের সভাপতি পবন চৌধুরী জানান, আগামী দিনে ছটপুজোর দিন সদরঘাটে একটি পরিষেবা শিবির করার পরিকল্পনা রয়েছে। পাশাপাশি পরবর্তী সময়ে একটি রক্তদান শিবির আয়োজনেরও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই আগামী দিনেও এ ধরনের জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে বলে জানান তিনি।

আচমকাই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে মৎস্যজীবীকে টেনে নিয়ে গেল বাঘ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝড়খালি, ১১ নভেম্বরঃ পেটের তাগিদে সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে কাঁকড়া ধরতে যাওয়াই কাল হল। বাঘের আক্রমণে প্রাণ হারালেন এক বৃদ্ধ মৎস্যজীবী। মৃতের নাম প্রদীপ রায় ওরফে বাবু (৭০)। তাঁর বাড়ি ঝড়খালি ৪নং আশ্রম পাড়া এলাকায়। স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ৮ নভেম্বর প্রদীপ রায় তাঁর কয়েকজন সঙ্গীর সঙ্গে নৌকা নিয়ে সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিলেন। ১০ নভেম্বর সন্ধ্যায় সুন্দরবনের নেতিধোপানি



সংলগ্ন জাহাজ ফোড়ন এলাকার উত্তর পাড়ে তাঁরা যখন কাঁকড়া ধরছিলেন, ঠিক সেই সময় জঙ্গল থেকে দক্ষিণরায় অতর্কিতে হামলা করে। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে সোজা তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে প্রদীপ রায়কে টেনে গভীর জঙ্গলের ভিতরে নিয়ে যায় রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। সঙ্গে থাকা অন্যান্য মৎস্যজীবীরা দূর থেকে গোটা ঘটনাটি দেখলেও, বাঘের সামনে অসহায় হয়ে পড়েন তাঁরা। সহকর্মীর প্রাণ বাঁচাতে কার্যত কিছুই করার ছিল না তাঁদের। অবশেষে তাঁরা বাড়িতে ফিরে এসে পরিবারের সদস্যদের গোটা ঘটনার কথা জানায়। এই খবরপৌঁছতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন প্রদীপ রায়ের আত্মীয়স্বজনরা। ঘটনার খবর পেয়ে বিষয়টি খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে ঝড়খালি কোস্টাল থানা, বনদফতরের আধিকারিকরা।

শুরু বীরসা মুন্ডার ১৫১ তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন

সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচির ও গৌরব দিবসের ঘোষণা বিজেপি এসটি মোর্চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ নভেম্বরঃ স্বাধীনতা সংগ্রামী বিরসা মুন্ডার ১৫১তম জন্মদিন উপলক্ষে সপ্তাহভর কর্মসূচি 'জনজাতি ও গৌরব দিবস' পালন করতে চলেছে বিজেপির এসটি মোর্চা। বুধবার



দলের তরফে এমনটাই ঘোষণা করা হয়েছে। জানানো হয়েছে, আগামী ১৫ নভেম্বর স্বাধীনতা সংগ্রামীর জন্মদিন। সে জন্য বুধবার থেকেই শুরু হয়েছে এই কর্মসূচি পালন। যা চলবে ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত। এদিন বিজেপির বিধাননগর কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন সাংসদ ও এসটি মোর্চার সভাপতি খগেন মুর্মু। কেন্দ্রীয়ভাবে সাংবাদিক বৈঠক আয়োজনের পর বৃহস্পতিবার জেলায় জেলায় সাংবাদিক বৈঠক করবে এসটি মোর্চা। রাজ্যে আদিবাসী ও অন্য মনীষীদের মূর্তি পরিষ্কার হবে ১৩ এবং ১৪ নভেম্বর। শুক্রবার সন্ধ্যে ৬টায় বিরসা মুন্ডার প্রতিকৃতি, মূর্তিতে শ্রদ্ধাও জানানো হবে। জানা গিয়েছে, ৫৩টি আদিবাসী বিধানসভা এলাকা ও সমস্ত আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় বিরসা মুন্ডার দেশের জন্য জীবন উৎসর্গের কাহিনী তুলে ধরা হবে। ১৫ নভেম্বর জন্মদিনে সকাল ৮টায় বিরসা মুন্ডার মূর্তিতে অথবা প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হবে। ৫৩টি বিধানসভায় এলাকায় আদিবাসীদের সংস্কৃতি, নাচগান, খেলাধুলাকে তুলে ধরা হবে ১৬ ও ১৭ তারিখ। একইসঙ্গে ১৬, ১৭, ১৮ নভেম্বর কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার আনা আদিবাসীদের জন্য সমস্ত প্রকল্পের প্রচার করা হবে। জানানো হয়েছে, এই তিনদিন ট্যাবলো বেরোবে, মিউজিয়াম প্রদর্শন করতে নিয়ে যাওয়া হবে আদিবাসীদের। সাম্প্রতিক কালে পদ্মভূষণ ও পদ্মবিভূষণ প্রাপক এবং 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে সম্মানিতদের সম্মান জানানো হবে। এছাড়াও ১৫ নভেম্বর ঝাড়গ্রামের শীলদা ও ১৮ নভেম্বর আলিপুরদুয়ারের কুমারগ্রামে বড় সমাবেশ হবে। সেখানে উপস্থিত হতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও।

কালীপুজো উপলক্ষে সমাজসেবায় মৈপীঠ কোস্টাল থানা, শীতবস্ত্র পেলেন সুন্দরবনের দুঃস্থ মৎস্যজীবীরা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলতলি, ১১ নভেম্বরঃ কালীপুজো উপলক্ষে সমাজসেবামূলক কর্মসূচিতে সামিল হলো বারুইপুর পুলিশ জেলার মৈপীঠ কোস্টাল থানা। পুজোকে কেন্দ্র করে প্রতিদিনই থানার উদ্যোগে আয়োজন করা হয় একাধিক সমাজসেবামূলক



অনুষ্ঠান। রক্তদান শিবির, বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতী পড়ুয়াদের সংবর্ধনা থেকে শুরু করে শীতবস্ত্র বিতরণ-এমন নানা কর্মসূচির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে পুলিশ। বুধবার বিকেলে মৈপীঠ কোস্টাল থানার ওসি জাহিদ মণ্ডলের উপস্থিতিতে থানা এলাকার দুঃস্থ মানুষদের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, সুন্দরবনের মৈপীঠ উপকূলবর্তী এলাকায় বহু দরিদ্র মৎস্যজীবী পরিবারের বসবাস। জীবিকার তাগিদে তাঁদের অনেককেই প্রতিনিয়ত জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে মাছ, কাঁকড়া ও মধু সংগ্রহ করতে যেতে হয়। সেখানে একদিকে যেমন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আশঙ্কা, অন্যদিকে বাঘের আক্রমণের ভয় নিয়েই তাঁদের জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। অথচ এখনও এই সমস্ত মানুষের জন্য পর্যাপ্ত বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়নি। এমন পরিস্থিতিতে সুন্দরবনের প্রান্তিক ও দুঃস্থ মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে মৈপীঠ কোস্টাল থানার এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এদিন প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা উপেক্ষা করেও বহু দুঃস্থ মানুষ শীতবস্ত্র নিতে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন। পুলিশের এই মানবিক উদ্যোগে উপকূলবর্তী এলাকার সাধারণ মানুষের সঙ্গে পুলিশের সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।

পরেশরামের পরে এবার গ্রেফতারির আশঙ্কা শামিমের?

ভাইফোঁটার সকালে নিরাপত্তার চাদর সরতেই চিন্তায় তৃণমূল বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, মগরাহাট, ১১ নভেম্বরঃ ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার তরফে নিরাপত্তা তুলে নেওয়া নিয়ে দুশ্চিন্তার কথা জানালেন মগরাহাট পশ্চিমের তৃণমূল বিধায়ক শামিম আহমেদ। তাঁর আশঙ্কা, এই পুলিশি নিরাপত্তা প্রত্যাহার আসলে তাঁর গ্রেফতারির দিকে প্রথম পদক্ষেপের ইঙ্গিত। তবে তিনি সব পরিস্থিতির জন্যই প্রস্তুত বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন। একই সঙ্গে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পটপরিবর্তন, পুলিশি জেরা এবং ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাসের গ্রেফতারির পরেই শামিমকে কেন্দ্র করে এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রাজনৈতিক মহলে। বিধায়ক শামিম আহমেদের সূত্রে জানা গেছে, তাঁর নিরাপত্তার জন্য ২ জন হাউস গার্ড এবং ২ জন ব্যক্তিগত সুরক্ষা কর্মী নিযুক্ত ছিল। ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার পক্ষ থেকেই এই নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। গত ৪ মের আগে বিগত সরকারের আমল থেকেই তাঁর কাছে এই সিকিউরিটি ছিল, যা সরকার বদলের পর ৪ জুন পর্যন্ত বহাল থাকে। এরপর আচমকাই পুলিশ সেই নিরাপত্তা তুলে নেয়। পরবর্তীতে 'ঋত শিবির'-এ যোগ দেওয়ার পর তাঁকে ফের সিকিউরিটি দেওয়া হলেও, আজ সকাল থেকে আবারও তা সম্পূর্ণভাবে তুলে নেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের কথা উল্লেখ করে শামিম জানান, পালাবদলের পর মাঝে বেশ কিছুদিন তিনি নিজেকে রাজনীতিবিদ হিসেবে না ভেবে কেবল একজন বিধায়ক হিসেবে কাজ করে সাধারণ মানুষের মতো জীবন কাটানোর কথা ভেবেছিলেন। ঘর-সংসার করার



মানসিকতা নিয়ে তিনি বিধায়ক হিসেবে ঋত শিবিরেই ছিলেন। কিন্তু সেই সময় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্ত সহায়ক সুমিত রায়কে সঙ্গে নিয়ে পুলিশ তাঁকে বিভিন্ন বিষয়ে জেরা করতে শুরু করে। তিনি নিজের মতো করে সাধ্যমতো সব প্রশ্নের উত্তরও দেন। তবে তাঁর অভিযোগ, এরপর থেকেই তাঁর ওপর পুলিশি হেনস্থা লাগাতার চলতে থাকে। বিশেষ করে তিনি যখন থেকে পুনরায় কালীঘাট শিবিরে যাওয়া শুরু করেন, ঠিক তখন থেকেই তাঁকে নানাভাবে হেনস্থা করা হচ্ছে বলে তাঁর দাবি। উল্লেখ্য, শামিমের বিরুদ্ধে 'সেবাশ্রয়'-সহ একাধিক দুর্নীতির অভিযোগও রয়েছে। এই পরিস্থিতির মাঝেই ক্যানিং পশ্চিমের তৃণমূল বিধায়ক পরেশরাম দাসকে ধর্ষণ, তোলাবাজি-সহ একাধিক গুরুতর অভিযোগে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বারুইপুর পুলিশের একটি বিশেষ দল গত সোমবার সন্ধ্যায় কলকাতা বিমানবন্দর থেকে তাঁকে পাকড়াও করে। বেশ কিছুদিন ধরে পলাতক থাকা পরেশরাম মোবাইল টাওয়ার লোকেশন যাতে পুলিশ ট্র্যাক না করতে পারে, তার বন্দোবস্ত করলেও শেষরক্ষা হয়নি। বিমানবন্দর থেকে বিমানে মুম্বই পালিয়ে যাওয়ার ছক কষার আগেই পুলিশ সেখানে ওত পেতে থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে। এখানেই একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা সামনে এসেছে। শামিমের মতোই তৃণমূলের ভাঙনের প্রথম দিকে গোড়ার দিকে কয়েক মাস ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় শিবিরে ছিলেন পরেশরাম দাস। তবে পরবর্তীতে তিনিও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন কালীঘাট শিবিরেই ফিরে যান।

সীমান্তে ছটপুজো ঘিরে কড়া নিরাপত্তা ঘাট পরিদর্শনে বিধায়ক ও প্রশাসনিক কর্তারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেখলিগঞ্জঃ বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী চ্যাংরাবান্ধার ধরলা নদীর ঘাটে এবারও কড়া পুলিশ ও বিএসএফের নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে ছটপুজো। পুজোকে কেন্দ্র করে কোনোরকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে আগেভাগেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করছে প্রশাসন। মঙ্গলবার ছটপুজোর ঘাট পরিদর্শন করে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন মেখলিগঞ্জের বিধায়ক দধিরাম রায়। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক লোপসাং তামাং, বিডিও নরেশরাজ রাই সহ পুলিশ ও বিএসএফের আধিকারিকরা। উল্লেখ্য, ধরলা নদীর উন্মুক্ত সীমান্ত এলাকায় অতীতে একাধিকবার ওপার থেকে বাংলাদেশিদের অনুপ্রবেশ ও দৌরাত্ম্যের অভিযোগ সামনে এসেছে। কয়েক বছর আগে সীমান্ত পেরিয়ে দুষ্কৃতীরা ভারতে ঢুকে ছটপুজোর মঞ্চ ভাঙচুর করেছিল। সেই ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছিল। অতীতের অভিজ্ঞতার কথা মাথায় রেখেই এবার ছটপুজোকে কেন্দ্র করে যাতে কোনোরকম বিশৃঙ্খলা তৈরি না হয়, সেদিকে বিশেষ নজর দিচ্ছে প্রশাসন। কয়েক দিন আগেই এই ছটপুজোর ঘাট পরিদর্শন করে গিয়েছেন উত্তরবঙ্গ পুলিশের আইজি



সুকেশ জৈন, ডিআইজি প্রশান্তকুমার চৌধুরী, কোচবিহারের জেলাশাসক জিতিন যাদব এবং জেলা পুলিশ সুপার মণীশ যোশী সহ অন্যান্য আধিকারিক। ঘাট পরিদর্শনের পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দা ও পুজো কমিটির সদস্যদের সঙ্গেও তাঁরা কথা বলেন এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখেন তাঁরা। চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুনির্মল গুহ জানান, প্রতিবছরই সীমান্তবর্তী এই নদীঘাটে ছটপুজোর আয়োজন করা হয়। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বহু মানুষ এই উৎসবে অংশ নেন। তবে এলাকাটি বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেঁষা হওয়ায় নিরাপত্তার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পায়। এদিন প্রশাসনের আধিকারিকরা ঘাট পরিদর্শন করেছেন। সুষ্ঠুভাবে পুজো সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় সব ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে। এদিন বিধায়ক ও প্রশাসনের আধিকারিকরা মেখলিগঞ্জের জয়ী সেতু সংলগ্ন ছটপুজোর ঘাটও পরিদর্শন করেন। মেখলিগঞ্জ শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকার বহু পুণ্যার্থী এই ঘাটে ছটপুজোয় অংশ নেন। সেখানেও পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তা ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হচ্ছে।

ভরদুপুরে আকাশ থেকে ঝরঝর করে পড়ছে বরফের টুকরো! বিঘের পর বিঘে জমিতে বিরাট ক্ষতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদহ, ১১ নভেম্বরঃ আচমকা ভয়ঙ্কর শিলাবৃষ্টি। জলের থেকে বেশি ঝমঝমিয়ে পড়ছে বড় বড় জমাট বাঁধা বরফ। বুধবার দুপুরে গোটা এলাকা জুড়ে আকস্মিক এমন ছবি দেখা গেল। মালদহের হবিবপুরের ঘটনা। অনেকেই এই দৃশ্য উপভোগ করতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন। তবে অনেকেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন, কারণ শিলের চাপে নষ্ট হয়ে যেতে পারে বিঘের পর বিঘে ফসল। বাংলাদেশ সীমান্তের কাছে নিমবাড়ি, মণিকোড়া গ্রামে তীব্র শিলাবৃষ্টি হয়েছে বুধবার দুপুরে। এই মণিকোড়া গ্রামেই



থেকেও। শয়ে শয়ে পাঁঠাবলি হয়। এখন গ্রামে মেলা বসেছে। আর সেখানেই ব্যাপক হারে চলছে শিলাবৃষ্টি। মঙ্গলবার দুপুরে শিলাবৃষ্টি হয় হাওড়ায়। আচমকা বৃষ্টিতে তাপমাত্রাও কমে যায় অনেকটাই। জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জেও দেখা যায় একই ছবি। ভাইফোঁটার সকালে ঝলমলে রোদ থাকলেও বিকেল গড়াতেই সেখানে বদলে যায় আবহাওয়ার ছবি। সাধারণত কিউমুলোনিম্বাস নামের শক্তিশালী বজ্রমেঘ থেকেই শিলাবৃষ্টি তৈরি হয়। মেঘের ভিতরে থাকা শক্তিশালী উর্ধ্বমুখী বাতাস বরফ বা জলের কণাকে বারবার উপরে ও নীচে ঠেলে দেয়। ফলে প্রতিটি কণার চারপাশে বরফের একের পর এক স্তর জমে বড় শিলায় পরিণত হয় এবং একপর্যায়ে তা নীচে নেমে আসে।

নদীয়ার শান্তিপুরে প্রতিমা নিরঞ্জন করতে গিয়ে বিপত্তি, জেনারেটরে চুল জড়িয়ে হাসপাতালে গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিপুর, ১১ নভেম্বরঃ কালীপুজোর বিসর্জনের শোভাযাত্রায় গিয়ে বিপত্তি। জেনারেটরের সঙ্গে চুল জড়িয়ে গিয়ে গুরুতর আহত হন এক মহিলা। পরে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি। আহত মহিলার নাম সোমা বিন (২৫)। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার শান্তিপুর থানার অন্তর্গত ফুলিয়া পেট্রল পাম্প সংলগ্ন সার্ভিস রোডে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শান্তিপুর থানার ফুলিয়া মাঠপাড়া বিন পাড়া থেকে কালী প্রতিমা নিয়ে বয়রা গঙ্গার ঘাটের উদ্দেশে যাচ্ছিলেন পুজো উদ্যোক্তারা। সেই সময়ে জেনারেটরবাহী একটি গাড়িতে বসে ছিলেন ওই মহিলা। হঠাৎ তাঁর চুল জেনারেটরের যন্ত্রাংশে জড়িয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে থামিয়ে দেওয়া হয় গাড়িটি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় শান্তিপুর থানার পুলিশ। তড়িঘড়ি ওই মহিলাকে উদ্ধার করে প্রথমে ফুলিয়া ব্লক



প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে শারীরিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে তাঁকে রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। বর্তমানে মহিলা রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, ''৫০-৬০ জন প্রতিমা নিরঞ্জন যাচ্ছিলেন। ওই মহিলা জেনারেটরের গাড়িতে বসেছিলেন। হঠাৎ ওই মহিলার চুল জেনারেটরে জড়িয়ে যায়। ওঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তবে কী ভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। বিসর্জনে যাওয়ার পথে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

দার্জিলিং চা, কমলার পর এবার ক্ষীরের সিঙারার জিআই স্বীকৃতি চায় শিলিগুড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১১ নভেম্বরঃ এবার ক্ষীরের সিঙারার জিআই স্বীকৃতি চায় শিলিগুড়ি। দার্জিলিং চা ও কমলালেবু নিয়ে জিআই স্বীকৃতি মেলার পর এমন দাবি তুলেছেন মিষ্টি ব্যবসায়ীরা। ইতিমধ্যে তাঁরা এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করেছেন। সংশ্লিষ্ট সিঙারা এখানকার নিজস্ব মিষ্টি বলেই ব্যবসায়ীদের দাবি। যার ইতিহাস বহু পুরনো। একই সঙ্গে ব্যবসায়ীরা জানান, এ ব্যাপারে তাঁদেরকে সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। শিলিগুড়ি সুইট শপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিজয় ধর বলেন, ''প্রায় ছ'মাস আগে ক্ষীরের সিঙারার জিআই স্বীকৃতির জন্য কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রকের কাছে আবেদন করেছি। জেলা প্রশাসন ও রাজ্য সরকারের কাছেও এ বিষয়ে দরবার করব। ইতিমধ্যে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় এ বিষয়ে সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছে।'' উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার সমর বিশ্বাস বলেন, ''মিষ্টি ব্যবসায়ীদের উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তবে ব্যবসায়ীরা বিষয়টি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে, তা জানা নেই। এ বিষয়ে খোঁজখবর নেব। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে যতটা সহযোগিতা করা যায়, তা করব।'' দীর্ঘদিন আগে ভৌগোলিক নির্দেশক বা জিআই স্বীকৃতি পায় দার্জিলিং চা। এরপর গত বছর দার্জিলিংয়ের কমলালেবু জিআই স্বীকৃতি পেয়েছে। এজন্য কমলা চাষিদের দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করতে হয়েছে। এবার ক্ষীরের সিঙারার জন্য লড়াই করছেন শিলিগুড়িবাসী। মিষ্টি ব্যবসায়ীরা জানান, ''এখানে নানা ধরনের মিষ্টি উৎপাদন হয়। যারমধ্যে ক্ষীরের সিঙারার উৎপত্তিস্থল শহরের মহাবীরস্থান। স্বাধীনতার আগে থেকেই ওই মিষ্টি এখানে তৈরি হচ্ছে। যার স্বাদ ব্রিটিশ সাহেব থেকে উত্তরবঙ্গের জমিদার, রাজা সহ বিশিষ্টজনরা উপভোগ করেছেন।'' শিলিগুড়ি সুইট শপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বলেন, ''ময়দা,খোয়া ক্ষীর, ঘি, এলাচগুঁড়ো, ভাজা বাদাম, কাজু, পেস্তা প্রভৃতি দিয়ে ওই সিঙারা প্রস্তুত করা হয়। উত্তরবঙ্গ তো বটেই গোটা রাজ্যের সুস্বাদু মিষ্টিগুলির মধ্যে এটা অন্যতম।



শিল্পমন্ত্রকের কাছে আবেদন করেছি। জেলা প্রশাসন ও রাজ্য সরকারের কাছেও এ বিষয়ে দরবার করব। ইতিমধ্যে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় এ বিষয়ে সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছে।'' উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার সমর বিশ্বাস বলেন, ''মিষ্টি ব্যবসায়ীদের উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তবে ব্যবসায়ীরা বিষয়টি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে, তা জানা নেই। এ বিষয়ে খোঁজখবর নেব। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে যতটা সহযোগিতা করা যায়, তা করব।'' দীর্ঘদিন আগে ভৌগোলিক নির্দেশক বা জিআই স্বীকৃতি পায় দার্জিলিং চা। এরপর গত বছর দার্জিলিংয়ের কমলালেবু জিআই স্বীকৃতি পেয়েছে। এজন্য কমলা চাষিদের দীর্ঘদিন ধরে লড়াই এর ঐতিহাসিক কিছু তথ্য জোগাড় করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় এই মিষ্টি নিয়ে একটি নথিও প্রস্তুত করা হচ্ছে। এর জিআই ট্যাগের জন্য লড়াই শুরু করেছি।'' রাজ্যের বড়ো শহরগুলির মধ্যে শিলিগুড়ি একটি। উত্তর-পূর্ব ভারতের এই প্রবেশদ্বারে মিষ্টির কারবার রমরমা। শিলিগুড়ি সুইট শপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বলেন, ''এখানকার মিষ্টি বাংলাদেশ, ভুটান, নেপাল প্রভৃতি রাষ্ট্র এবং প্রতিবেশী রাজ্য সিকিম, বিহার, অসমে হামেসাই পাড়ি দেয়। ক্ষীরের সিঙারার জিআই মিললে এখানকার মিষ্টির কারবার আরও রমরমা হবে। আমাদের সুনাম বাড়বে। সেই সঙ্গে আমরা নিজেদের ঐতিহ্য রক্ষা করতে পারব।''

জালে জড়িয়ে গিয়েছিল সন্তান, উৎকণ্ঠায় ছাদে দাপাদাপি বানর দলের, ডাকা হলো পরিবেশপ্রেমীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেদিনীপুর, ১১ নভেম্বরঃ গাছ বাঁচাতে ছাদে লাগানো হয়েছিল জাল। কিন্তু সেই জালই যে একরত্তি প্রাণের বিপদের কারণ হয়ে উঠবে, তা কে জানত! অসাবধানতাবশত সেই জালে আটকে পড়ে মাত্র তিন মাসের এক বানর ছানা। সন্তানকে বিপদে পড়তে দেখে ছুটে আসে মা বানর ও তার সঙ্গীরা। শুরু হয় ছটফটানি, সন্তানকে উদ্ধারের মরিয়া চেষ্টা। কিন্তু কিছুতেই মিলছিল না মুক্তি। শেষমেশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন পশুপ্রেমীরা। তাঁদের তৎপরতায় দীর্ঘ উৎকণ্ঠার অবসান। জাল কেটে উদ্ধার করা হয় শাবকটিকে। আর সন্তানকে ফিরে পেয়ে স্বস্তি ফেরে মা বানরের চোখেমুখে। মেদিনীপুর শহরেরছোটবাজার এলাকার এই ঘটনা মন জয় করেছে নেটিজেনদের। পশুপ্রেমীদের তৎপরতায় বিপন্মুক্ত হয় বানর ছানা। সন্তানকে ফিরে পেয়ে স্বস্তি ফিরল মা বানরের চোখেমুখেও। মেদিনীপুর শহরের বিভিন্ন এলাকায় মাঝেমধ্যেই দলবেঁধে কিংবা দু-একটি করে বানরকে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। বাড়ির ছাদ থেকে অন্য বাড়ির ছাদে লাফিয়ে বেড়ানো, খুনসুটি-নিত্যদিনের দৃশ্য। ছোটবাজার এলাকার এক গৃহস্থের বাড়ির ছাদে গাছপালা রক্ষা করার জন্য জাল দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছিল। আর সেই জালেই কোনওভাবে আটকে পড়ে তিন মাসের একটি বানর ছানা। শাবকটিকে জাল থেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করতে মুহূর্তের মধ্যেই সেখানে



জড়ো হয়ে যায় বেশ কয়েকটি বড় বানর। শুরু হয় ছাদ জুড়ে তাদের ছোটাছুটি ও তাণ্ডব। শাবকটির চিৎকার যত বাড়তে থাকে, বড় বানরগুলির অস্থিরতাও তত বাড়তে থাকে। অন্য বানরগুলি জাল টেনে শাবকটিকে মুক্ত করার চেষ্টা করলেও তাতে বিপদ আরও বাড়ে। জালে আরও বেশি করে জড়িয়ে পড়ে ছোট্ট প্রাণীটি। একসঙ্গে এতগুলি বানরকে দেখে বাড়ির লোকজনও ভয়ে সামনে এগোনোর সাহস পাননি। এরপর খবর দেওয়া হয় মেদিনীপুর শহরের পশুপ্রেমী দেবরাজ চক্রবর্তী, সমর দে, সুরোজ মাইতিদের। খবর পেয়েই তাঁরা ঘটনাস্থলে পৌঁছন। কিন্তু শাবকটিকে উদ্ধার করা মোটও সহজ ছিল না। তার কাছে কেউ এগিয়ে গেলেই অন্য বানরগুলি তেড়ে আসছিল। পরিস্থিতি সামাল দিতে কয়েকজন লাঠি হাতে বানরগুলিকে দূরে রাখার চেষ্টা করেন। সেই সুযোগে অন্য একজন জাল কেটে শাবকটিকে জাল-সহ ঘরের ভিতরে নিয়ে আসেন। দরজা-জানলা বন্ধ করে শুরু হয় উদ্ধারকাজ। এরপর কাঁচি দিয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে শাব

গম্ভীরের সঙ্গে পাঙ্গা নেওয়ার ‘কর্মফল’?

এবার ঝামেলা পাকিয়ে চাকরিটাই খোয়ালেন ওভালের সেই কিউরেটর

সংবাদ সংস্থা, লন্ডন, ১১ নভেম্বরঃ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে পাঙ্গা নিলে ফল যে খুব একটা মধুর হয় না, সেটা হয়তো এখন হাড়ে হাড়ে



টের পাচ্ছেন লি ফর্টিস! কে এই ফর্টিস? গত বছর ওভালে ইংল্যান্ড-ভারত টেস্টের আগে পিচ পরিদর্শন নিয়ে যিনি ভারতীয় দলের হেড কোচের সঙ্গে রীতিমতো খেয়োখেয়িতে মেতেছিলেন। কিন্তু এবার আর বিদেশি দল নয়, খোদ ইসিবি কর্মীর সঙ্গে ঝামেলা পাকিয়ে সারের হেড কিউরেটরের চাকরি খোয়ালেন তিনি! এক দশকের বেশি সময় ধরে ওভালের পিচ সামলানো ফর্টিস এখন বেকার। তাঁর লিঙ্কডইন প্রোফাইল জ্বলজ্বল করছে ‘ওপেন টু ওয়ার্ক’ তকমা নিয়ে। গত জুলাইয়ে দ্য হান্ড্রেড-এর একটি ম্যাচের আগে এক ইসিবি কর্মীর সঙ্গে প্রবল বাদানুবাদে জড়ান ফর্টিস। শুধু তাই নয়, সারের চিফ এক্সিকিউটিভ স্টিভ এলওয়ার্দির সঙ্গেও উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয় তাঁর। ফলস্বরূপ, অনির্দিষ্টকালের জন্য ছুটিতে পাঠায় কাউন্টি ক্লাবটি। শুরু হয় শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির তদন্ত। অবশেষে অক্টোবরেই যে তিনি ক্লাব ছেড়েছেন, সেটা নিশ্চিত করেছে সারে। বলা ভাল, উদ্ধত মেজাজের ঠেলায় চাকরি হারিয়েছেন। ২০২৫ সালের জুলাইয়ে ওভালে পঞ্চম টেস্টের আগে ভারতীয় দলের অনুশীলন চলছিল। পিচের কাছে দলের সরঞ্জাম রাখা এবং পিচ পরিদর্শন নিয়ে গম্ভীরের সঙ্গে তীব্র বিবাদে জড়ান ফর্টিস। ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে গম্ভীরকে বলতে শোনা গিয়েছিল, ‘‘যাকে খুশি গিয়ে রিপোর্ট করো, কিন্তু আমাদের জ্ঞান দিতে এসো না। তুমি স্রেফ একজন কিউরেটর।’’ ভারতীয় দলের ব্যাটিং কোচ সিতাংশু কোটাকও ফর্টিসের আচরণকে চরম ‘উদ্ধত’ বলে দেগে দেন। সে বার ফর্টিস বিষয়টাকে লঘু করে দেখালেও, তাঁর সেই অহংকারই এবার কাল হল। মজার ব্যাপার, ২০২২ থেকে ২০২৪-টানা তিন বছর ইসিবির বর্ষসেরা গ্রাউন্ডস ম্যানেজারের পুরস্কার পেয়েছিলেন ফর্টিস। তাঁর তৈরি পিচে টানা তিনবার কাউন্টি চ্যাম্পিয়নও হয় সারে। কিন্তু মেজাজটাই যে আসল ভিলেন! ২০২৭ সালের জুনে ওভালে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল এবং তারপরেই অ্যাশেজ। এহেন মেগা ইভেন্টের আগে একরোখা মেজাজের খেসারত দিয়ে চাকরি খোয়াতে হল একদা দাপুটে কিউরেটরকে।

মেগা ট্রেডে বড় চমক!

মুম্বই ছেড়ে হার্দিক পঞ্জাবে, রোহিতদের শিবিরে অর্শদীপ

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ১১ নভেম্বরঃ আইপিএলের মেগা নিলামের আগে বড় চমক। মেগা ট্রেডে দলবদল। জল্পনা সত্যি করে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ছাড়লেন হার্দিক পাণ্ডিয়া। পাড়ি দিলেন পঞ্জাব কিংসে। আর তাঁর বদলে পঞ্জাব থেকে মুম্বইয়ের জার্সি গায়ে চাপাতে চলেছেন বাঁ-হাতি পেসার অর্শদীপ সিং। আগামী সপ্তাহের রিটেনশন ডেডলাইনের আগেই ব্লকবাস্টার চুক্তি চূড়ান্ত। পঞ্জাব কিংসে গিয়ে বেতনও বাড়ছে হার্দিকের। আগে পেতেন ১৬ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা। এবার পঞ্জাবে তাঁর চুক্তি ১৮ কোটির। অন্যদিকে, নিজের বর্তমান (১৮ কোটির) চুক্তিতেই মুম্বই শিবিরে যোগ দিচ্ছেন পেসার অর্শদীপ। হার্দিকের পাশাপাশি পঞ্জাব থেকে উইকেটকিপার-ব্যাটার বিষ্ণু বিনোদও মুম্বইয়ে আসতে পারেন বলে জল্পনা। এর আগে গতকাল নিউজিল্যান্ডে সাংবাদিক বিমল কুমারকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ট্রেডের খবর সম্পূর্ণ নিশ্চিত করেছেন অর্শদীপের বাবা দর্শন সিং। তাঁর কথায়, ‘‘অফিশিয়াল চিঠি পেয়েছি। ট্রেড সম্পন্ন। যেখানে জন্ম, সেই



জায়গার প্রতি আজীবন টান তো থাকেই। কিংস ইলেভেন পঞ্জাবও ওর কাছে ঘরের মতোই। তাই একটু আবেগ তো কাজ করছেই।’’ তবে মুম্বইয়ে ছেলের নতুন ইনিংস নিয়ে বেশ উচ্ছ্বসিত তিনি। সংযোজন, ‘‘প্রতিটি ফ্র্যাঞ্চাইজি নিজেদের ব্যালেন্স বুঝে দল সাজায়। মুম্বইয়ে গিয়ে বুমরাহ, সূর্যকুমার, পুরনো ক্যাপ্টেন রোহিতদের সঙ্গে ও খেলবে, এতে আমরা দারুণ খুশি।’’ মুম্বইয়ে হার্দিকের দ্বিতীয় অধ্যায় চূড়ান্ত হতাশাজনক। তিন সিজনে ৩৯ ম্যাচ খেলে সংগ্রহ মাত্র ৬৪৭ রান। গড় ২১.৫৩, স্ট্রাইক রেট ১৪৭.৮২। সর্বোচ্চ অপরাজিত ৪৮। বল হাতে ৩৪-এর ওপর গড়ে শিকার ২৯টি উইকেট। এক ইনিংসে পাঁচ উইকেটের নজির থাকলেও, তাঁর নেতৃত্বে ২০২৪ ও ২০২৬ সালে লিগ টেবিলের তলানিতে (নবম স্থানে) শেষ করে মুম্বই। মধ্যে ২০২৫ সালে প্লে-অফে উঠলেও দল দাগ কাটতে ব্যর্থ। অন্যদিকে, ২০১৯ সালে অভিষেকের পর থেকে পঞ্জাবের জার্সিতে বরাবর উজ্জ্বল অর্শদীপ। আট মরশুমে ৯৬ ম্যাচে ১১১ উইকেট নিয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজির সর্বকালের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারী তিনি। এবার শুরু নতুন অধ্যায়।

ভারতীয় ফুটবলে বদল চান সুনীল ছেত্রী

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বরঃ ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসে অন্যতম সেরা হিসেব গণ্য করা হয় তাঁকে। ফুটবল মাঠে জাতীয় দলের জার্সিতে একের পর এক নজির গড়েছেন সুনীল ছেত্রী। এ বার ইতিবাচক পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে এগোতে চান ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক। ফিফা-র প্লেয়ার ইমপ্যাক্ট প্রোগ্রাম-এর দ্বিতীয় সংস্করণে অংশ নিয়েছিলেন তিনি। সেই বিশেষ কর্মসূচি থেকে পাওয়া পরিকল্পনা ও শিক্ষা কাজে লাগিয়ে ফুটবল ছাড়াও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বদল আনতে চান তিনি। এই নিয়ে মুখ খুললেন সুনীল নিজেই। কী জানালেন? শিক্ষা, মানসিক স্বাস্থ্য এবং খেলায় সকলের সমান সুযোগ পাওয়ার মতো বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দেয় ফিফা। সেই জন্যই আয়োজিত হয়েছিল এই বিশেষ কর্মসূচি। তাতে অংশ নিয়ে উচ্ছ্বসিত ৪২ বছর বয়সি সুনীল ছেত্রী। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, ‘‘এই সুযোগ পেয়ে আমি সত্যিই খুব খুশি। এখানে যা শিখেছি, সেগুলি বাস্তবে প্রয়োগ করার জন্য আর তর সইছে না। এখানে পুরুষ-মহিলা ভাগাভাগি নেই। বিভিন্ন দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের এবং বিশ্বমানের প্লেয়ারদের সঙ্গেও আলাপ-আলোচনা হয়েছে এই প্রোগ্রামে।’’ ফিফা-র প্লেয়ার ইমপ্যাক্ট প্রোগ্রাম-এ প্রথম পুরুষ অংশগ্রহণকারী হিসেবে জায়গা নিয়েছিলেন সুনীল ছেত্রী। সঙ্গে ছিলেন রয়েছেন স্পেনের মহিলা বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলার আলেক্সিয়া পুতেয়াসও। ডিসেম্বর মাসে লন্ডনে অথবা ভার্চুয়াল মাধ্যমে ফের একত্রিত হবেন অংশগ্রহণকারীরা। সেখানে নিজেদের পরবর্তী পরিকল্পনার কথা জানাবেন তাঁরা। এই কর্মসূচির প্রথম সংস্করণটি হয়েছিল শুধুমাত্র মহিলা ফুটবলারদের নিয়ে। সেখানে অংশ নেওয়া অনেকেই পরে নিজেদের ফাউন্ডেশন ও ফুটবল অ্যাকাডেমি তৈরি করেছেন। এ বার সেই উদ্যোগে যোগ দিয়ে ভারতীয় ফুটবলের উন্নতি এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতি করতে চান সুনীল ছেত্রী। ফিফা-র মতে, মাঠে ফুটবলারদের প্রভাবের পাশাপাশি তাঁদের অবদান ফুটবলের গণ্ডি ছাড়িয়ে অনেক দূর পৌঁছতে পারে। সেই ভাবনা থেকেই বিভিন্ন দেশের ফুটবলারদের এক ছাতার তলায় নিয়ে এসেছে এই কর্মসূচি। অংশগ্রহণকারীদের ব্যক্তিগত পরামর্শ দেওয়া হয় এখানে। নিজেদের পরিচিতি, প্রভাব এবং বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ কাজে লাগিয়ে কী ভাবে সামাজিক সমস্যার সমাধানে ভূমিকা নেওয়া যায়, সেই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তাঁদের।

‘বুড়ো আঙুলে শিরীষ কাগজ সেঁটে আচ্ছাসে বল ঘষতাম!’

এবার খোয়াজার সুরে সুর মেলালেন ম্যাকগিলও

সংবাদ সংস্থা, মেলবোর্ন, ১১ নভেম্বরঃ উসমান খোয়াজার সদ্যপ্রকাশিত আত্মজীবনী ‘সবর’ ঘিরে এমনিতেই তোলপাড় অস্ট্রেলীয় ক্রিকেট। ২০১৮ সালের ‘স্যান্ডপেপার গেট’ নিয়ে তাঁর মারাত্মক দাবির জের এখনও টাটকা। আর এর মধ্যে আগুনে ঘি ঢাললেন স্টুয়ার্ট ম্যাকগিল। অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন দাপুটে স্পিনার এবার



অকপটে স্বীকার করে নিলেন, নিজের খেলোয়াড় জীবনে তিনিও শিরীষ কাগজ দিয়ে বল বিকৃতি করতেন! আট বছর আগের কাণ্ড নিয়ে যখন নতুন করে বিতর্ক দানা বেঁধেছে, ঠিক তখনই ম্যাকগিলের এহেন স্বীকারোক্তি ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার পুরোনো তদন্ত রিপোর্ট নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিল। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ৪৪টি টেস্ট এবং তিনটি ওয়ানডে খেলা ম্যাকগিল সম্প্রতি ‘ফ্যানাটিকস টিভি’-র এক ইউটিউব শোয়ে হাজির হয়েছিলেন। স্টিভ ও’কিফ এবং মোজেস হেনরিক্সদের সঙ্গে আড্ডার মধ্যে এই পর্দাফাঁস। তাঁর দাবি, বল ঘষার ওই ঘটনা কোনও ‘বৈশ্বিক জালিয়াতি’ ছিল না, স্রেফ কৌতূহলবশতই কাজটা করতেন। ম্যাকগিলের কথায়, ‘‘শিরীষ কাগজের একটা ছোট টুকরো কেটে বুড়ো আঙুলে সেঁটে নিতাম। এটা মেগা চিটিং স্ক্যাম ছিল না। স্রেফ দেখতে চাইতাম কাজ হয় কি না। আর সত্যি বলতে কী, দারুণ কাজ হত!’’ কীভাবে আম্পায়ারদের নজর এড়িয়ে কাজটা করতেন, তার নিখুঁত বর্ণনাও দিয়েছেন তিনি। ম্যাকগিল নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে জানান, ‘‘আম্পায়াররা মাঠে নামার সময় বাউন্ডারি লাইনের কাছে বল রেখে যেতেন। আমরা মাঠে নেমে সেটা তুলে নিতাম। আমি বুড়ো আঙুলে স্যান্ডপেপার লাগিয়ে রাখতাম। চা-বিরতির ঠিক পর বলটা তুলে নিয়ে আচ্ছাসে ঘষতাম। তারপর বল করার আগেই কাগজ খুলে নর্দমায় ফেলে দিতাম। ফলে কেউ টেরই পেত না, শুধু বলের গায়ে প্রচুর আঁচড় লেগে থাকত।’’ খোয়াজার দাবি, কেপটাউনে বল বিকৃতির কথা দলের সবাই জানত। যদিও ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া বা তৎকালীন কোচ ড্যারেন লেম্যান সেই বক্তব্য খারিজ করেছেন। দায় এড়িয়েছেন মিচেল স্টার্কও। তবে ডেভিড ওয়ার্নার আবার খোয়াজার পাশে। এহেন বিতর্কের আবহে এবার ম্যাকগিলের স্বীকারোক্তি প্রমাণ করল, অজি ক্রিকেটে বল বিকৃতির শিক। আসলে অনেক গভীরে।

ইনফান্তিনোকে সরাতে ইউরোপের বাজি ওয়েঙ্গার!

অনিচ্ছুক’ ফরাসি কোচ কি আদৌ যোগ্য বিকল্প?

সংবাদ সংস্থা, জুরিখ, ১১ নভেম্বরঃ জিয়ানি ইনফান্তিনোকে সরিয়ে ফিফার মসনদে কি এবার আর্সেন ওয়েঙ্গার? আগামী ১৮ নভেম্বরের মধ্যেই জল্পনার চূড়ান্ত উত্তর মিলবে। ফিফার আসন্ন নির্বাচনে বর্তমান প্রেসিডেন্ট ইনফান্তিনোর বিরুদ্ধে লড়তে প্রাক্তন ফরাসি কোচের উপর চাপ বাড়াচ্ছে উয়েফা-সহ উরোপীয় ফুটবলের বড় অংশ। আর এই চর্চার মধ্যেই উঠছে একটি বড় প্রশ্ন- ওয়েঙ্গার কি আদৌ ভাল ফিফা প্রেসিডেন্ট হতে পারবেন? প্রচলিত মত বলে- যিনি ক্ষমতার শীর্ষে বসতে চান, তাঁকে কখনোই সেই সুযোগ দেওয়া উচিত নয়। সেই যুক্তিতে ওয়েঙ্গারই হয়তো ফিফার প্রেসিডেন্ট পদের যোগ্যতম দাবিদার। কারণ, তিনি এই মসনদে বসা নিয়ে বিন্দুমাত্র আগ্রহী নন। ২০১৯ সাল থেকে ফিফার ‘চিফ অফ গ্লোবাল ফুটবল ডেভেলপমেন্ট’ পদে রয়েছেন। তাঁর কোনও রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই। ক্ষমতা বা অর্থের লোভে তিনি প্রভাবশালীদের তোষামোদ করবেন না। জোয়াও হ্যাভেলাঞ্জ, সেপ ব্লাটার বা ইনফান্তিনো-ফিফার শীর্ষপদে আসীন প্রত্যেকেই ছিলেন প্রশাসক বা আইনজীবী। আর্সেনালকে একাধিক ট্রফি দেওয়া ওয়েঙ্গার জিতলে তিনিই হবেন ফিফার প্রথম প্রকৃত ‘ফুটবল ম্যান’ প্রেসিডেন্ট। ফিফাকে প্রাইভেট ইনভেস্টরদের কাছে বিক্রির প্রস্তাব ঘিরে ইনফান্তিনোর উপর প্রবল ক্ষোভ জমেছে। বিতর্কের জেরে প্রস্তাব প্রত্যাহার হলেও তাঁর



পদত্যাগের দাবি জোরালো। ওয়েঙ্গার স্পষ্ট জানিয়েছেন, তিনি ওই প্রস্তাবের বিন্দুবিসর্গ জানতেন না। স্বাধীন ও স্বচ্ছ ফিফাতেই তাঁর আস্থা। ইনফান্তিনোর বিরুদ্ধে জাপান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট কোজো তাশিমাও লড়াইতে রয়েছেন। কিন্তু প্রার্থী হলে ওয়েঙ্গারই হবেন ইনফান্তিনোর সবচেয়ে কঠিন প্রতিপক্ষ। ওয়েঙ্গারের মতো সৎ মানুষ ফিফার মাথায় বসলে ভালই, কিন্তু বিপত্তি অন্য জায়গায়। ফুটবলের নিয়মকানুন নিয়ে তাঁর কিছু ‘খামখেয়ালি’ চিন্তাভাবনা রয়েছে। থ্রো-ইন এর বদলে ‘কিক-ইন’, অফসাইডের নিয়মে আমূল বদল কিংবা আউটসুইং কর্নার বাইরে গিয়ে আবার ভেতরে ঢুকলেও গোল দেওয়া-এহেন উদ্ভট নিয়ম চালুর পক্ষপাতী প্রাক্তন আর্সেনাল ম্যানেজার। এতদিন ফিফায় এই প্রস্তাবগুলো শুনে এড়িয়ে যাওয়া হত। কিন্তু তিনি প্রেসিডেন্ট হলে ক্ষমতা খাটিয়ে এই অদ্ভুত নিয়মগুলো ফুটবলে চাপিয়ে দিতে পারেন। এতে খেলার আসল মেজাজ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা প্রবল। তবে ওয়েঙ্গারের জেতার সমীকরণ বেশ কঠিন। ২১১টি সদস্য দেশের মধ্যে অন্তত ১০৬টি ভোট চাই। আফ্রিকা, এশিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকায় ইনফান্তিনোর ভিত বেশ শক্ত। তবু ফিফার অন্দরে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে, অদ্ভুত ধারণা থাকা একজন ‘অনিচ্ছুক’ প্রেসিডেন্টও ইনফান্তিনোর চেয়ে ঢের ভাল! এখন শুধু ওয়েঙ্গারের ‘হ্যাঁ’ বলার অপেক্ষা।

কিশোরের গান নয়, তার ভরসা ‘সীতারাম’

বিপক্ষকে ওড়াতে বাবার পথেই জুনিয়র শেহওয়াগ



সংবাদ সংস্থা, আল আমিরাত, ১১ নভেম্বরঃ ঠান্ডা মাথায় বিপক্ষকে ওড়াতে যিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন তিনি বীরেন্দ্র শেহওয়াগ। ওপেনে নেমে একাধিক ম্যাচে তাঁর ভয়ডরহীন ব্যাটিং দলকে জিতিয়েছে। সবচেয়ে বেশি চর্চায় গান করতে করতে ছক্কা হাঁকানোর দৃশ্য। পাকিস্তানের মুলতানের ট্রিপল সেঞ্চুরির সময় শোয়েব আখতারদের খেলার সময় কিশোর কুমারের গান গাইতেন শেহওয়াগ। এ বার সেই ছবি দেখা গেল তাঁর ছেলে আর্যবীর শেহওয়াগের ইনিংসে। তবে বাবার মতো বলিউডের গান নয়, মনে মনে ‘সীতারাম’ নাম জপ করে ব্যাটিং করে বিপক্ষকে ওড়ালেন ১৭ বছর বয়সি এই তরুণ তুর্কি। অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের মরণ-বাঁচন ম্যাচে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে একা ১৬০ রানের ইনিংস খেলে ভারতকে এক দুর্দান্ত জয় এনে দেন আর্যবীর। ম্যাচ জেতানোর পর নিজের এই ইনিংসের নেপথ্য কাহিনি ফাঁস করেছেন আর্যবীর। তিনি জানান, ব্যাটিং নিয়ে বাবার সঙ্গে নিয়মিত আলোচনা করেন তিনি। আর্যবীর বলেন, ‘‘বাবা সবসময় আমাকে বলেন ব্যাটিং করার সময় ভবিষ্যতের চিন্তা না করে কেবল বর্তমান মুহূর্তটার ওপর ফোকাস করতে। বাবা নিজে ফোকাস ধরে রাখতে গান গাইতেন, যা ওঁর ক্ষেত্রে একটা রিসেট বাটনের কাজ করত। কিন্তু আমি নিজের মতো করে একটা পথ তৈরি করেছি। আমি যখন ব্যাট করি, তখন মনে মনে অনবরত ‘সীতারাম’ জপ করতে থাকি। এর ফলে আমার মাথায় বাইরের কোনও চিন্তা ঢোকে না।’’

ফুটবল মাঠে মর্মান্তিক মৃত্যু

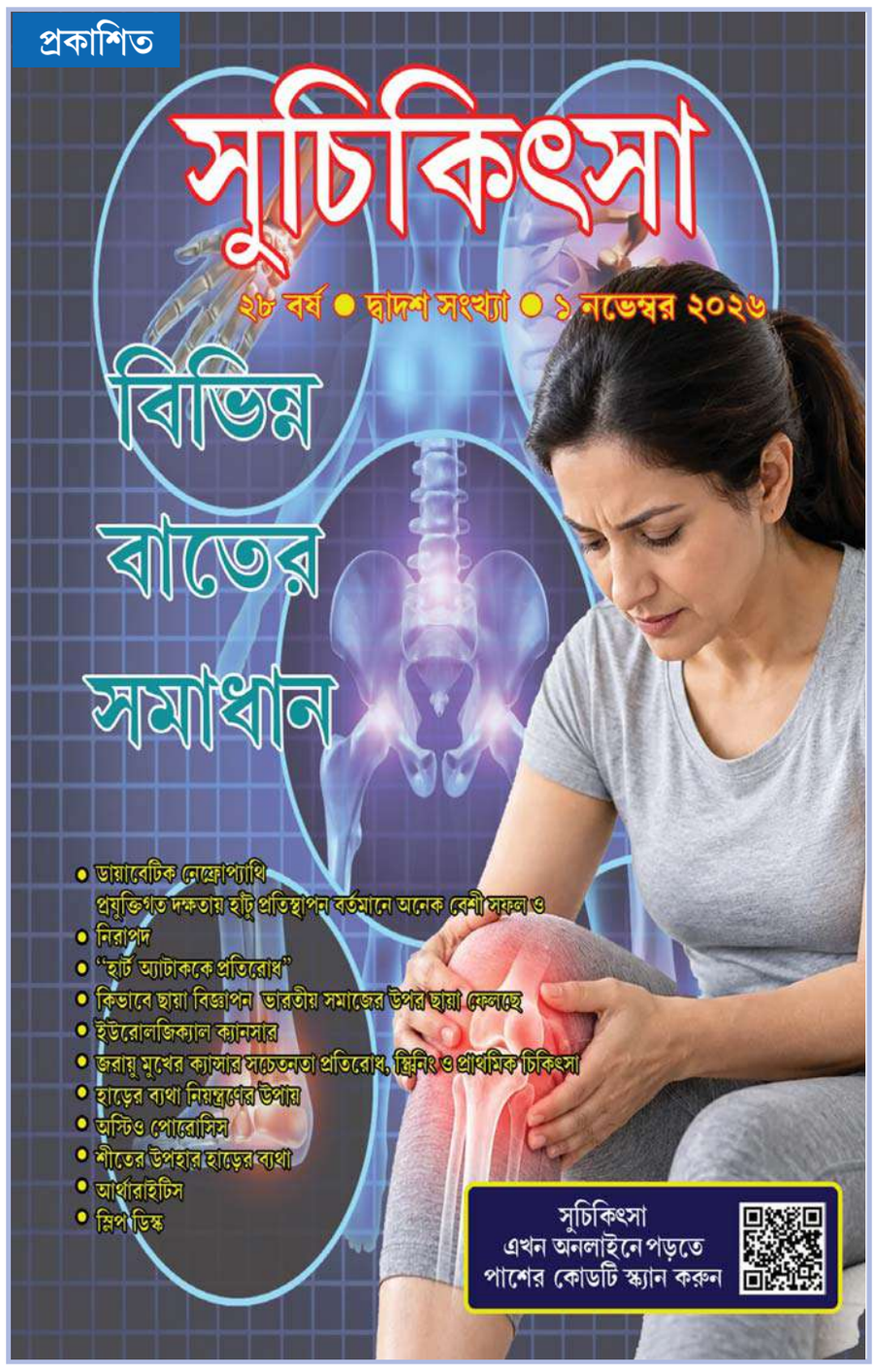
স্ট্রাইকার আর ফেরেননি, বেঁচে থাকাটাই গোলকিপারের শাস্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন

ফুটবল মাঠে কত সংঘর্ষ হয়। কেউ উঠে দাঁড়ান, কেউ ব্যথায় কুঁকড়ে যান। খেলা থামে, আবার শুরু হয়। গ্যালারিতে ফিরে আসে চিৎকার। কিন্তু কিছু সংঘর্ষ আছে, যার পর আর কোনো খেলা থাকে না। থাকে শুধু শোক, অপরাধবোধ আর এক বুক অসহায়ত্ব। স্পেনের দ্বিতীয় বিভাগের ম্যাচে ২ নভেম্বর এমনই এক দুর্ঘটনা ঘটেছে। মুখোমুখি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন এফসি আন্দোরার গোলকিপার হেসুস ওডনো ও তেনেরিফের স্ট্রাইকার হেসুস দে মিগুয়েল। ম্যাচটি পরিত্যক্ত হয়। হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল দে মিগুয়েলকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাঁচানো যায়নি ৩০ বছর বয়সী এই ফুটবলারকে। পরদিন স্থানীয় সময় সকাল আটটায় ইউনিভার্সিটি হসপিটাল অব নুয়েস্ট্রা সেনিওরা দে কান্দেলারিয়ায় তাঁর মৃত্যু হয়। পৃথিবীতে তখন তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন স্ত্রী ও ছোট্ট মেয়ে। ২০২৫ সালে জন্ম নেওয়া মেয়েটি হয়তো এখনো বুঝতেই শেখেনি, বাবা কী জিনিস। আর যাঁর সঙ্গে সংঘর্ষে সেই বাবার এই মৃত্যু, সেই ওডনোও যেন হারিয়ে গেছেন নিজের ভেতর থেকে। ২৫ বছর বয়সী এই গোলকিপার এখন ঘরবন্দী। বাইরের পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন। তাঁর পরিচিত একজন বলেছেন, ‘ওডনো পুরোপুরি বিধ্বস্ত। নিজেকে ঘরের মধ্যে আটকে রেখেছে। বাইরের পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন।’’ আরেকজনের কথায়, ‘‘এই মুহূর্তে সে নিজেকেও চিনতে পারছে না।’’ কীভাবে চিনবেন? যে মানুষটি মাঠে নেমেছিলেন ফুটবল খেলতে, গোল ঠেকাতে তাঁর একটি মরিয়া মুহূর্তের সঙ্গে জড়িয়ে গেল আরেকটি মানুষের মৃত্যু। এমন ভার বইতে



হয়তো কোনো প্রস্তুতিই যথেষ্ট নয়। ওডনোর জীবনও একসময় ছিল স্বপ্নের পিছু ছুটত। সেটা তাঁর কৈশোরের গল্প। ২০০১ সালের ১ মার্চ ইকুয়েটোরিয়াল গিনির বাতা শহরে তাঁর জন্ম। আট বছর বয়সে মায়ের কাছে ফিরতে স্পেনের সান সেবাস্তিয়ানে চলে আসেন। ২০২৩ সালে এক পডকাস্টে বলেছিলেন, ‘‘আমি পরিবারের বেশির ভাগ সদস্যকে পেছনে ফেলে এসেছিলাম। ফুটবল খেলার স্বপ্ন নিয়ে নয়, মায়ের কাছে ফিরে যাওয়ার স্বপ্ন নিয়ে।’’ ফুটবল তাঁকে গোলকিপার বানিয়েছে অনেকটা ঘটনাচক্রে। শুরুতে খেলতেন আক্রমণভাগে। একদিন নিজেদের গোলকিপার চোট পাওয়ার পর বদলে যায় তাঁর পজিশন। এরপর রিয়াল সোসিয়েদাদের একাডেমি, আলাভেস, ইকুয়েটোরিয়াল গিনির জাতীয় দল হয়ে আন্দোরা। ২০২২ আফ্রিকা কাপ অব নেশনসে মালির বিপক্ষে টাইব্রেকারে দুটি পেনাল্টি ঠেকিয়ে আলোচনায় এসেছিলেন ওডনো। কিন্তু ফুটবল যে শুধু স্বপ্ন পূরণের গল্প নয়, সেটিও এখন নির্মমভাবে বুঝতে হচ্ছে তাঁকে। দে মিগুয়েলের প্রাক্তন সতীর্থরা শোক জানাচ্ছেন। আন্দোরা আগামী রবিবারের ম্যাচ পিছিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করেছে। ক্লাব জানিয়েছে, প্রয়োজন হলে ওডনোসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে মানসিক সহায়তা দেওয়া হবে। পিএসজি কোচ লুইস এনরিকে বলেছেন, ‘‘এটি এমন এক অপ্রত্যাশিত ও দুঃখজনক ঘটনা, যা আমাদের সবাইকে স্পর্শ করেছে।’’ আন্দোরা ডিফেন্ডার লাউতারো স্পাটজ লিখেছেন, ‘‘কিছু মুহূর্ত আসে, যখন ফুটবলের আর কোনো অর্থ থাকে না।’’ ওডনো নিজেও শোক প্রকাশ করেছেন। বলেছেন, ‘‘আমার জীবনের সবচেয়ে কঠিন দিন। কী বলব, তা খুঁজে পাচ্ছি না। যা ঘটেছে, তা মেনে নেওয়া আমার জন্য খুব কঠিন। হেসুসের মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে শোকাহত।’’ স্পেনের পুলিশ দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। রেফারির প্রতিবেদনে ওডনোকে লাল কার্ড দেখানোর কারণ হিসেবে প্রতিপক্ষের সঙ্গে অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগ করে সংঘর্ষে জড়ানোর কথা বলা হয়েছে। নিষেধাজ্ঞার শাস্তি হতে পারে ১২ ম্যাচ পর্যন্ত। তবে এখন এসবের চেয়েও বড় হয়ে উঠেছে দুটি পরিবারের শোক। ওডনো একসময় বলেছিলেন, জীবনে সবকিছু মানুষের নিয়ন্ত্রণে থাকে না। কিছু ঘটনার সঙ্গে মানিয়ে নিতে শিখতে হয়। হয়তো এখন নিজের বলা সেই কথাগুলোই তাঁকে আঁকড়ে ধরতে হবে। একজন ফুটবলার আর ফিরবেন না। আরেকজনকে বেঁচে থাকতে হবে সেই দিনের স্মৃতি নিয়ে।



দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com